Garden of Eden

by

Arnest Hemingway

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬০

প্রচ্ছদ : অশোক রায়

জ্ঞানোদয়ের পক্ষে রত্না রায় ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
কর্তৃক প্রকাশিত ও গোপালচন্দ্র পাল, স্টার প্রিন্টিং প্রেস, ২১/এ
রাধানাথ বোস লেন কলি-৬ হইতে মুদ্রিত।

আমার লেখার অনুরাগী
বন্ধু অশোক বসুকে

প্রাচীর ঘেরা আইগস্ মর্তে শহরের বুক চিরে যে খালটি সোজা সাগরে পড়েছে তারই তীরের এক হোটেলে ছিল তখন ওদের বাস। হোটেলের জানালা দিয়ে ওদের চোখে পড়ত আইগস্ মর্তের চূড়ো, ক্যামারগিউর বিস্তৃত প্রান্তর পেরিয়ে ওদের দৃষ্টি চলে যেত অনেক দূরে। খালের পাশ কাটানো পরিচ্ছন্ন রাস্তা ধরে সাইকেলে বেড়ানো ছিল ওদের দৈনন্দিন কাজ। সকালে আর সন্ধেবেলায় ভরা জোয়ারের ঢেউয়ে ছিটকে আসত রকমারী মাছ, দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগত ওদের।

সমুদ্রের ধার ঘেঁসে বসানো জেটিতে বসে মাছ ধরতে চাইত ওরা। জেলেরা তখন মস্ত জাল ফেলে টেনে তুলত অসংখ্য মাছ। সুনীল সমুদ্রের মুখোমুখি কাফেয় বসে ওরা চুমুক দিয়ে চলত সুরার পাত্রে আর স্বপ্নালু চোখ মেলে লক্ষ্য করত লিয়ঁ উপসাগরের বুকের উপর নৃত্যরত মাছধরা নৌকোর পাল। বসন্তকাল তখন যাই যাই, মাছেও টান ধরেছিল বলে জেলেরাও ব্যস্ত। শহরের মানুষ-গুলো ভারি মিশুকে আর হাসিখুশি, তরুণ ওই দম্পতির হোটেলটাও বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। দোতলায় চারখানা ঘর 'রেস্তোরাঁ', দুটো বিলিয়ার্ড টেবিল, লাইট-হাউস আর সমুদ্রও চোখে পড়ে। ঘরগুলো যেন ভ্যান গথের আঁকা ছবি একপাশে দুশয্যার একখানা খাট, বড় বড় জানালা দিয়ে তাকালেই যেন হাত-ছানি দিতে চায় শ্বেতশুভ্র শহরটা আর পলিভাসের উজ্জ্বল বালুকাবেলা।

খিদে এখানে বেশ চনমনে হয়ে উঠত বলে পেট ভরে খেত ওরা। প্রাতরাশটা ওরা সেরে নিত কাফেতেই, তখন যেন ওদের তর সইত না। ওদের একান্ত পছন্দ ছিল ডিম ভাজা। প্রাতরাশ না আসা পর্যন্ত মেয়েটির খিদেয় মাথা ধরে যেতে চাইত। একমাত্র কফি এলে সেটা দূর হত। ওর অভ্যেস ছিল কফিতে চিনি না খাওয়া, ছেলেটিও সেকথা মনে রাখত।

আজ সকালের প্রাতরাশে মেনু ছিল ডিমের তৈরি ব্রিয়োস আর রক্তবর্ণ জমানো জ্যাম। সেদ্ধ মাখনে ডোবানো ডিম তো ছিলই। মস্ত বড় বড় ডিম-গুলো, একেবারে টাটকা। ছেলেটি খুশি হয়ে গোলমরিচ ছড়িয়ে নিল নিজের ডিমের কাপটাতে। সুগন্ধিত কফির কাপে চুমুক দিয়ে ও স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। মাছ ধরা নৌকোগুলো নাচতে শুরু করেছে ঢেউয়ের তালে তালে। ভোরের আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। জেলেদের ব্যস্ত চলাফেরার শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে গেলেও পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ওরা আবার

ঘুমিয়ে পড়েছিল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যেই এক সময় ওরা দুজন যেন ভালবাসায় পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল। বাইরে উজ্জ্বল আলো ছিটকে পড়লেও ঘরের মধ্যে কেমন এক ভাললাগা ছায়ার খেলা। প্রেমের খেলায় ক্লান্ত হয়েই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে দুজন। ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই প্রাতরাশের তর সইছিল না ওদের। কাফেতে পৌঁছে সুনীল সমুদ্রের সামনে বসে আবার এতটা নতুন দিন উপভোগ করতে চাইছিল দুজনে।

'কি ভাবছ? মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'কিছু না।'

'একটা কিছু তো ভাববে।'

'আমি শুধু অনুভব করে চলেছি।'

'কি?'

'সুখকে।'

'কিন্তু আমার কেবলই খিদে পাচ্ছে,' মেয়েটি বলল। 'প্রেম করলে এরকম খিদে পায় নাকি?'

'কাউকে ভালবাসলে পায়।'

'হুঁ, তুমি এটা ভালই জান তাহলে', মেয়েটি বলল।

'না তা জানিনা।

'যাকগে আমি ওসব নিয়ে ভাবছি না। কিছু নিয়ে ভাবনার কি দরকার তাই না?'

'কোন দরকার নেই।'

'এবার কি করা উচিত বল তো?'

'আমার মাথায় খেলছে না,' ছেলেটি উত্তর দিল। 'তুমি কি ভাবছ?'

'কিছুই না। তোমার ইচ্ছে হলে মাছ ধরতে পার, আমি দুএকটা চিঠি লিখব, তারপর দুজন সাঁতার কাটবো।'

'আবার খিদে পাওয়ার জন্যে?'

'খবরদার বোল না। শুনেই আমার খিদে পাচ্ছে আবার।'

'মধ্যাহ্ন ভোজের কথা ভাবতে পার।'

'আর তারপর?'

'বাচ্চাদের মত ঘুমোব।'

'দারুণ!' মেয়েটি বলল। আগে একদম ভাবিনি কেন তাই মনে হচ্ছে।'

'আমার মাথায় নতুন নতুন ভাবনা জন্মায় বলতে পার। আমি আবিষ্কারক।'

'আমি হচ্ছি ধ্বংসকারক' মেয়েটি বলল। 'তোমাকেও ধ্বংস করব। সবাই ঘরের বাইরে একটা লেখা ঝুলিয়ে দেবে। রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে তোমাকে এমন কিছু করব যে ভাবতেই পারবে না। গত রাত্তিতেই করতাম, কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছিল।

'তুমি হচ্ছ ঘুম কাতুরে ভয়ঙ্কর।'

'হুঁ, সাবধানে থেকো। কিন্তু সোনা, এবার তাড়াতাড়ি ওঠ, মধ্যাহ্নভোজের সময় এগিয়ে আসছে।'

জেলেদের মত ডোরাকাটা সার্ট আর খাটো প্যাণ্ট পরে বসেছিল দুজনেই। এ পোশাক ওরা কিনেছিল নাবিকদের এক দোকান থেকে। সমুদ্রের নোনা জলে আর রোদ্দুরে ওদের চামড়া প্রায় গাঢ় বাদামী হয়ে উঠেছিল। বেশির ভাগ মানুষই ওদের ধরে নিতে চাইত ভাইবোন বলে যতক্ষণ না ওরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে জানাতো। কেউ কেউ আবার কথাটা বিশ্বাসই করতে চাইত না, মেয়েরা দারুণ আনন্দ পেত ব্যাপারটা জেনে।

ওই সময় খুব কম লোকই ভূমধ্যসাগরের এই এলাকায় গরমের দিনে বেড়াতে আসত, একমাত্র নাইমস থেকে ছাড়া গ্রাউ দ্যু রোই'তে প্রায় কেউই আসত না। এ জায়গায় ক্যাসিনো বা অন্য কোন ধরণের আমোদ প্রমোদের ব্যবসা নেই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তাই হোটেল গুলোও খালি পড়ে থাকে। স্থানীয় কেউই জেলেদের সার্ট পড়ত না, যে মেয়েটিকে ও বিয়ে করেছে সে ছাড়া আর কোন মেয়েকে এরকম জামা পরতে দেখেনি কেউ। মেয়েটিই দুজনের জন্য সার্টগুলো কিনেছিল তারপর ভাল করে কেচে নরম করে পরার উপযুক্ত করে নিয়েছিল। সার্টের মধ্য দিয়ে মেয়েটির উদ্ধত স্তন দেখতে বেশ ভাল লাগত ছেলেটির।

এ গ্রামের কেউই এ ধরণের সার্ট পরত না। সাইকেল চালানোর সময় মেয়েটিও পরতে পারত না। অবশ্য গ্রামের মানুষ খুবই বন্ধুবৎসল বলে কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামাত না শুধু স্থানীয় পাদ্রী ভদ্রলোক ছাড়া। তাঁর এটা পছন্দ ছিল না। মেয়েটি অবশ্য প্রতি রবিবার গির্জায় যেত স্কার্ট আর লম্বা হাতা কাশ্মীরী সোয়েটার পরে। গলায় একটা স্কার্টও থাকত। ছেলেটি পিছনে অন্য সব ছেলের সঙ্গে থাকত। ওরা প্রায় এক ডলারের চেয়েও বেশি বিশ ফ্রাঁ দান করত। এ দান আবার পাদ্রী ভদ্রলোক স্বয়ং সংগ্রহ করতেন। ডোরকাটা ওই সার্ট আর ছোট প্যাণ্ট পরা বিদেশী খ্যাপামী বলেই বোধ হয় ভাবতেন তিনি।

তিনি অবশ্য এ নিয়ে কিছু না বললেও ওই পোশাক পরা দেখে কোন কথাই বলতেন না। সেই মানুষটিই আবার অন্য পোশাকে গির্জায় আসার পর অভিবাদন করলে মাথা নোয়াতেন।

'আমি এখন কটা চিঠি লিখব', বলে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল তারপর ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে হেসে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'মসিঁয়ে কি মাছ ধরতে যাবেন?' ওয়েটার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। ছেলেটির নাম হল ডেভিড বোর্ন।

ডেভিড পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বলল, 'তাই ভাবছিলাম। এখন জোয়ার এসেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। যদি লাগে মাছের চার দিতে পারি।'

'রাস্তায় পেয়ে যাব।'

'না এটাই নিন। প্রচুর কেঁচো রয়েছে।'

'তুমি আসতে পারবে?'

'এখন কাজ রয়েছে। তবে একটু পরে এসে দেখব কি রকম মাছ ধরলেন। আপনার ছিপ কই?'

'হোটেলে আছে;'

'কেঁচোগুলো নিতে ভুলবেন না, মসিয়ে।'

হোটেলে ঘরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে ভাবলেও চাবি রাখার জায়গায় ডেভিড ঝুঁড়ি আর ছিপটা পেয়ে গেল বলে আর ঘরে ঢুকলনা। সব কিছু নিয়ে ও উজ্জ্বল রোদের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এল তারপর জেটি লক্ষ্য করে এগোল।

রোদ্দুরে বেশ তাপ থাকলেও মিষ্টি বাতাস বইছিল, জোয়ার কেটে গিয়ে ভাঁটা শুরু হয়েছিল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল একটা বড় মত ছিপ আর বঁড়শি সঙ্গে থাকলে ভাল হত, তাহলে পাথুরে টিলায় বসেই যেখানে মাছ কিলবিল করছে সেখানে ছিপ ফেলা চলত।

অনেকক্ষণ ধরে বৃথা চেষ্টা করলেও একটাও মাছ ধরতে পারল না ও। ও মধ্যে মাঝে তাকিয়ে দেখেছিল ম্যাকারেল ধরা জেলে নৌকোগুলো দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছে আর নীল জলে তাদের ছায়া কেঁপে চলেছে। আচমকা ওর ছিপটা কেঁপে উঠতেই ও সুতো ধরে টান মারল। বিরাট একটা মাছ উঠে এল এবার ফলে ওর হাত ফসকে মাছটা প্রায় ছিপসুদ্ধই সমুদ্রের জলে পড়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে নিচু হয়ে ও সামলে নিল। এরপর মাছটা নিয়েই ও জেটির দিকে এগোল।

মাছটা জলের মধ্যেই ছটফট করে চলেছিল।

ইতিমধ্যে ওয়েটার ছেলেটি কাফে থেকে এসে পড়েছিল। সে ব্যাপারটা দেখে চিৎকার করে উঠল, 'হাত আলগা করুন, আলগা করে সুতো ছাড়ুন।' তরুণ মনে মনে ভাবল মাছটার সঙ্গে যদি তীর ধরে ছুটতে পারতাম।

ওয়েটার ছেলেটা আবার বলে উঠল, 'হালকা ভাবে ধরে থাকুন, বেশি জোরে ওকে টানবেন না। বেশ নরম করে ধরুন। ওকে খেলিয়ে নিতে হবে।'

বড়শি গাঁথা মাছটার ছটফটানি ক্রমেই বেড়ে চলল। জোর কম ছিলনা মাছটার, প্রচণ্ড টানে ছিপ যেন হাত থেকে ছিটকে যেতে চাইছিল। এক সময় মাছটা ডাঙায় আছড়ে পড়ল।

'আস্তে আস্তে করুন, তাহলেই ঠিক হবে,' ওয়েটার ছেলেটি বলে উঠল আবার।

এরপর রও দুবার মাছটা ছিটকে জলে গিয়ে পড়লে তরুণ তাকে কসরত করে টেনে তুলল।

'কি রকম হল?' ওয়েটার জানতে চাইল।

'চমৎকার, ওকে কব্জা করেছি।'

'ওকথা বলবেন না', ছেলেটা বলে উঠল। 'ওকে একদম ক্লান্ত বানাতে হবে, তবেই হবে।'

'ওই আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে', তরুণ উত্তর দিল।

'ওটাকে নিয়ে যাব?' ওয়েটার চনমন করে উঠল।

'আরেব্বাস! না, না।'

'তাহলে ওকে খেলিয়ে তুলুন, না হলে পারবেন না।'

তরুণ বেশ কিছুটা সুতো ছাড়তে মাছটা খালের জলে সাঁতার দিতে লাগল। তরুণ কাফের কার্নিশের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মনে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, মাছটা কি সারা শহর ওকে ঘুরিয়ে ছাড়বে? ইতিমধ্যে বেশ ভিড়ও জমে গিয়েছিল জায়গাটাতে। হোটেলের জানালা দিয়ে মেয়েটি মাছটা দেখে চিৎকার করে উঠল, 'উঃ কি দারুণ মাছ। এই দাঁড়াও, দাঁড়াও আমি আসছি।'

জলের মধ্যে মাছের রুপোর মত ঝকমকে চেহারা আর স্বামীর হাতের ছিপ ওর নজর এড়ায়নি। সঙ্গে একদল মানুষও ছিল। ও যখন হোটেল ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল সকলেই তখন সেখানে। ওয়েটার ছোকরা অতি উৎসাহে জলে নেমে পড়েছিল, আর ওর তরুণ স্বামী মাছটাকে তীরের কাছাকাছি ঝাঁঝির দিকেই টানতে চাইছিল। মাছটা বেশ কাহিল বুঝতে অসুবিধা হলনা কারও। ওয়েটার ইতিমধ্যে দুহাত বাড়িয়ে মাছটাকে জাপটে ধরে তীরে

আছড়ে ফেলল এবার। তখনও ল্যাজ আছড়াচ্ছিল মাছটা। বেশ ভারি মাছ ওয়েটার প্রায় হিমসিম খেতে শুরু করেছিল ওকে ধরে রাখতে গিয়ে।

কয়েকজন দর্শক পিঠ চাপড়ে দিল তরুণের, তাকে জড়িয়ে ধরে. এক জেলেনী একটা চুমুও খেয়ে বসল। এবার ওর স্ত্রী ওকে দুহাতে জড়িয়ে চুমু খেয়ে বলে উঠল. 'কি সুন্দর, দেখেছ?'

মাছটা ততক্ষণে মাটির উপর খাবি খেতে আরম্ভ করেছে। মাছটার রুপোলি ঝলমলে পিঠের উপর পিছলে যাচ্ছিল রোদ্দুর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বিরাট আকার মাছটার।

'এটা কি মাছ?'

'এর নাম হল লাউপ, কেউ কেউ বাসও বলে। ভারি সুস্বাদু মাছ। এত বড মাছ আগে কখনও দেখিনি।'

ওয়েটার এবার ছুটে এসে ডেভিডকে দুহাতে জড়িয়ে চুমু খেয়ে ফেলল। ওর নাম হল আন্দ্রে। মেয়েটিকেও ও চুম্বন করল।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এরকম করতে হয়, মাদাম। এরকম করতে হয়, কেন জানেন? এত বড় মাছ কেউ ছিপ দিয়ে ধরতে পারেনি কোনদিন।'

'মাছটাকে ওজন করলে হয়', ডেভিড বলল।

সবাই ততক্ষণে কাফেতে এসে পৌছেছিল। তরুণ ছিপটা সরিয়ে রেখে মাছটাকে ওজন করার ব্যবস্থা করল। এরপর মস্ত একটুকরো বরফের উপর রাখা হল মাছটাকে। বরফ পাওয়া গেল নাইমস থেকে আসা ম্যাকারেল মাছ ধরার নৌকো থেকে। মাছের ওজন হল পনেরো পাউণ্ডের কিছু বেশি। বরফের উপর চকচকে এক খণ্ড রুপোর মতই লাগছিল মাছটিকে। রক্ত ক্রমেই রুপোলি থেকে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে এলেও মাছের চোখ দুটো যেন তখনও জীবন্ত। ম্যাকারেল ধরা নৌকোগুলো ততক্ষণে তীরে এসে পৌছতে নীলাভ, সবজে আর রুপোলি একরাশ মাছ সবাই ঢেলে দিল ঝুড়ি থেকে। সারা এলাকাটায় চরম এক ব্যস্ততা জেগে উঠল।

'এত বড় মাছ নিয়ে কি করব?' মেয়েটি প্রশ্ন করল এবার।

'ওরাই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবে', তরুণ উত্তরে জানাল। 'এত বড় মাছ এখানে কেউ রান্না করতে পারবে না, তাছাড়া মাছটাকে কেটে ফেলা বড় অন্যায় হবে। ওকে বোধ হয় সটান প্যারী পাঠানো হবে, সেখানে ওর জায়গা হবে বিরাট কোন রেস্তোরায়। বেশ বড়লোক কেউ আবার কিনেও নিতে পারে বলা যায়না।'

ও জলেই ভাল ছিল', মেয়েটি বলে উঠল। আন্দ্রে যখন ওকে জল থেকে তুলল জানালা দিয়ে দেখে বিশ্বাসই হয়নি। কত লোক তোমাকে তখন ঘিরে ধরেছিল।'

'আমরা অবশ্য খাওয়ার জন্য দুএক টুকরো পাব, খেতে নিশ্চয়ই দারুণ। ছোট মাছগুলো বেশ করে মাখনে চুবিয়ে শাক দিয়ে রান্না করে। বাড়িতে যেমন ভাজা মাছ খাই।'

'মাছের নাম শুনেই খিদে চনচন করছে', মেয়েটি হেসে উঠল। 'চলনা, একটু মজা করি।'

মধ্যাহ্ন ভোজের দেরী অবশ্য ছিল না, ওদের খিদেও পেয়েছিল বেশ। শুভ্র বোতলে ভরা ঠাণ্ডা মদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধ শাক আর টুকরো টুকরো মুলো সঙ্গে পাত্রে রাখা ব্যাঙের ছাতার তরকারি। ততক্ষণে এসে পৌছল সদ্য ধরা সেই মাছ ভাজা, ডিমের মধ্যে মাখন চুঁইয়ে পড়ছিল। টাটকা রুটির সঙ্গে কোয়া কোয়া কমলালেবু আর কুড়মুড়ে আলুভাজাও ছিল অঢেল। বেশ ছিমছাম খাদ্য, এ হোটেলের বেশ সুনাম এজন্য। মধ্যাহ্ন ভোজ বেশ আনন্দেই শেষ হল।

'আমরা বেশি কথাবার্তায় পোক্ত নই, তাই না?' মেয়েটি বলল। 'তোমার বিরক্তি লাগছে না তো?'

ছেলেটি হেসে উঠল একথায়।

'এ্যাই, আমাকে ঠাট্টা করবে না বলে দিচ্ছি, ডেভিড।'

'তোমাকে করছিনা, আর আমার বিরক্তিও জাগেনি। একটা কথা না বললেও শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে অনন্তকাল বসে থাকতে পারি।'

ডেভিড বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গ্লাস ভর্তি করতে লাগল।

'তোমায় একটু অবাক করে দেব। তোমাকে কথাটা আগে বলিনি,' মেয়েটি বলল।

'ব্যাপারটা কি?'

'খুব সরল অথচ খুব জটিল।'

'কি রকম শুনি।'

'না। হয়তো তোমার ভাল লেগে যেতে পারে, আবার এটাও হতে পারে একেবারে সহ্য করতে পারবে না।'

'ভারি মারাত্মক কিছু মনে হচ্ছে।'

'সাঙ্ঘাতিক', ও বলল। 'কিন্তু জানতে চেওনা। এবার ঘরে যাব।'

তরুণ বিলের টাকা মিটিয়ে বোতলের তলানিটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে উপরে উঠে গেল। মেয়েটির পোশাক ভাঁজ করা অবস্থায় সেই ভ্যান গথ মার্কা চেয়ারে রাখা ছিল, আর সে একটা চাদর জড়িয়ে তরুণের অপেক্ষাতেই ছিল। ওর মাথায় চুলের রাশ ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের উপর তরুণ চাদরটা সরিয়ে নিতেই মেয়েটি হেসে বলে উঠল, 'হ্যাল্লো, সোনা, মধ্যাহ্ন ভোজ ভাল লেগেছে তো?'

সময় কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেছে। ওরা ভালবাসার নিখাদ সাগরে সাতার শেষ করে যেন একটু ক্লান্ত। তরুণের হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল মেয়েটি। মাঝে মাঝে সে তরুণের চিবুকে মাথা ছোঁয়াতে চাইছিল। মেয়েটির ছড়ানো সেই চুলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিচ্ছিল তরুণ। তরুণের শরীরটা নিয়ে খেলা করতে করতে মেয়েটি বলল, 'আমাকে ভালবাস তুমি, সত্যি বল না?'

তরুণ নিচু হয়ে ওর কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। আরামে আনন্দে যেন শিউড়ে উঠল মেয়েটি।

কোথা দিয়ে অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে দুজনে যখন শুয়েছিল মেয়েটি বলল' 'সত্যিই আমায় ভালবাস বললে না তো? ঠিক কথাটা বল না।'

'নিশ্চয়ই ভালবাসি। অনেক, অনেক,' ছেলেটি উত্তর দিল।

'আমি বদলে যাচ্ছি বলে?'

'না, তরুণ উত্তর দিল। 'না, তুমি বদলাবে না।'

'হ্যাঁ' আমি বদলে যাচ্ছি। আর সেটা তোমারই জন্য। বলতে পার আমার জন্যেও। আমি কোন ভান করব না, এটাতে তোমারই ভাল হবে। কবে কি, সেটা এখনই বলব না।'

'চমক আমার ভাল লাগে। তবু ঠিক এখনই ব্যাপারটা শুনতে পেলে ভাল লাগত।'

'তাহলে সেটা করব না', মেয়েটি উত্তর দিল। 'ওহ্, আমার দারুণ মন খারাপ লাগছে। কি দারুণ একটা চমক ছিল। গত একসপ্তাহ ধরে ভেবে ভেবে আজই সকালে মন ঠিক করেছিলাম।

'তুমি সত্যিই এটা চাও।'

'হ্যাঁ,' মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমি সেটাই করতে যাচ্ছি। এতদিন আমরা যা করেছি সবই তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, ঠিক আছে।'

বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লম্বা বাদামী পা বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। রোদে পোড়া ওর সুঠাম শরীর যেন কোন শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা। পোশাক ছেড়ে এমন শরীর নিয়েই ওরা সাঁতার কেটেছে। মাথার দুপাশের থোকা থোকা চুল ও মাথা ঝাঁকাতে কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ল মুখখানা আড়াল করে। ও মাথা গলিয়ে গায়ের ডোরাকাটা সার্টটা খুলে সোজা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই যেন তাড়িয়ে উপভোগ করতে চাইল। ওর চোখে কেমন যেন আত্মসমালোচনার চিহ্ন ফুটে উঠল। আপন মনে মাথা নাড়ল ও, পরক্ষণেই স্ল্যাকস্ পরে নিয়ে নীলাভ দড়ির তৈরি জুতোয় পা গলিয়ে দিল।

'আমাকে সাইকেলে আইগস মর্তে যেতে হবে,' মেয়েটি বলল।

'চমৎকার,' তরুণ উত্তর দিল।' আমিও আসছি।'

'না। আমাকে একা যেতে হবে। এটাও সেই অবাক করে দেবার ব্যাপার।'

ও তরুণকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়ে নেমে গেল। আর তরুণ তাকিয়ে দেখল ও একা সাইকেল চালিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। বাতাসে ওর হালকা চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে উড়তে চাইছিল।

পড়ন্ত সূর্যের বিকেল বেলার রোদ এসে পড়েছে ঘরে, ঘরটা তাই বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। তরুণ হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরে সমুদ্রের তীরে হাঁটবে বলে বেরিয়ে পড়ল। সাঁতার কাটার ইচ্ছেটা ও মনেই চেপে রাখতে চাইল, কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। কিছুক্ষণ হেঁটে চলল ও তীর ঘেঁসে, তারপর একটু দূরের ঘাস বিছানো পথ বেয়ে ও এসে পৌছল বন্দরের কাছে। তারপর পৌছল কাফেতে। কাফে'য় সেদিনের সংবাদপত্রটা দেখতে পেয়ে ও সেটা হাতে তুলে নিয়ে এক পাত্র সুরার হুকুম দিয়ে বসে পড়ল। ভালবেসে ও যেন নিজেকে কেমন শূন্য আর ফাঁপা বলে ভাবতে চাইছিল।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ওদের বিয়ে হয়েছে। প্যারী থেকে ওরা ট্রেনে চেপে বাইসাইকেল নিয়ে পৌছেছে অ্যাভিননে। সঙ্গে মালপত্র বলতে একটা রুকস্যাক আর শহরের পোশাক ভরা সুটকেস আর ঝোলানো একখানা ব্যাগ। অ্যাভিননে ওরা বেশ ভাল হোটেলেই উঠেছিল, সুটকেশ হোটেলেই রেখে ওরা ভেবে নেয় সাইকেলেই পন্ট দ্যু গার্দে যাবে। কিন্তু বেশ জোরালো বাতাস বইতে থাকায় বাতাসের মুখে ওরা রওয়ানা হয় নাইমস-এ। নাইমসএ দুজনে ওঠে ইম্পেরটরে সেখান থেকে সাইকেলে চলে আসে আইগস্ মর্তে-তে। তখন বাতাস ওদের পিছনে থেকে থেকে যেন দুজনকে ঠেলে নিয়ে আসে গ্রাউ দ্যু রোই-তে। আপাতত সেখানেই ওদের আস্তানা।

সময় বেশ চমৎকারই কাটছিল। বেশ সুখী দুজনে। তরুণের মনে হচ্ছিল কাউকে প্রাণ ঢেলে, মন প্রাণ উজাড় করে ভালবাসতে পারলে জীবন কত আনন্দময় হতে পারে. বাকি সব চিন্তাই তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সমস্যা কম নেই ওর. বিয়ের সময়েও সেগুলো ছিল, তবু সে সব কথা ভাবেনি ও, ভাবেনি লেখার কথাও। ওর একমাত্র চিন্তাই ছিল স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা. আর সব কিছুই ওর কাছে মূল্যহীন। যে মেয়েটিকে ও ভালবাসে তার সঙ্গে ভালবাসায় একাত্ম হওয়ার পর যে ভয়ানক অবসাদ আসে সে বোধ ওকে গ্রাস করেনি। ভালবাসার লগ্ন শেষ হলে দুজনে প্রাণ ভরে খেয়েছে আর পান করেছে তারপর আবার পরস্পরের শরীরে খুঁজে পেতে চেয়েছে ভালবাসার স্বাদ। এ পৃথিবী কত সরল, ও এমন সুখী আর কখনই হয়নি। তরুণের মনে হল ওর স্ত্রীর মনেও একই রকম অনুভূতির পরশ লেগেছে। তবুও আজকের সেই আশ্চর্য করে দেবার কথাটা ওর মনে হল। হয়তো এই বদল বেশ সুখের আর ভালই হবে। জল মেশানো ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে ও স্থানীয় কাগজটায় চোখ বুলিয়ে চলল।

মধুচন্দ্রিমা কাটাতে আসার পর এই প্রথম ও একা বসে পান করছে। এই পান করার ব্যাপারে একটা নীতি ও না মেনে পারেনা, আর সেটা হল কাজ করার সময় পান না করা। আর এখন ওর কোন কাজ নেই। কাজ করতে ওর ভালই লাগে, আর সেই কাজ খুব শিগগিরিই যে না করে উপায় নেই সেটাও ওর অজানা নেই। তবে ওর এটাও জানা ছিল এই কাজের ব্যাপারে ওকে কিছুটা নিঃস্বার্থ হতেও হবে আর এই একাকীত্ব ও চায়না। এ যেন চাপিয়ে দেয়া একাকীত্ব। ও এটাও জানে ওর স্ত্রীও একথা জানে আর তারও নিজস্ব একটা বোধও আছে। কাজের কথা এই মুহূর্তে ভাবতেও ওর ঘৃণা জন্মাল। এটা শুরু করার জন্য চাই কিছুটা সহজ পরিবেশ। ওর অবাক লাগল ওর স্ত্রী এটা জানে কি না। ওর কেন যেন চিন্তা জাগল ওর স্ত্রী কি এই জন্যই একা বেরিয়ে পড়েছে? তার মনে কোন বিশেষ চিন্তা জেগে থাকা সম্ভব? জেগে থাকলে সেটা কি? ওদের দুজনের মধ্যে দৃঢ় একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছে এর চেয়ে ভাল হতে পারেনা, পরে খারাপও হবে না। এর মধ্যে রয়েছে শুধু নিরবিচ্ছিন্ন সুখ আর ভালবাসা আর যার পরিণতিতে আসে খাওয়ার আকাঙ্খা। ঘুরে ফিরে আসে সেই একই দৃশ্য।

তরুণের হঠাৎই মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই ও পান করে চলেছে আর বিকেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর একপাত্রের হুকুম দিয়ে ও কাগজে মন দিতে চাইল। কিন্তু কাগজে মন বসল না ওর, ও চোখ তুলে তাকাল সমুদ্রের দিকে।

ঠিক এখন ভারি হয়ে নেমে আসা পড়ন্ত বিকেলের আলোয় মেয়েটি এসে ভরাট গলায় বলে উঠল, 'হ্যাল্লো' সোনা।'

দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে বসে চিবুক উঁচু করে তাকাল স্বামীর দিকে, দুচোখে মিষ্টি হাসির লুকোচুরি। ওর মাথার চুল ছেলেদের মত করে ছাঁটা। কানের দুপাশে বেশ কিছুটা এলোমেলো সেই চুল। উঁচু বুক তুলে তরুণের মুখের কাছে নিজের মুখ লাগিয়ে ও বলে উঠল, 'আমায় চুমু দাও।' তরুণ মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। তারপর ওর চুলের ঘ্রাণ নিতে চাইল।

'তোমার পছন্দ হয়েছে? কিরকম রেশমের মত নরম দেখ একবার' মেয়েটি বলল। তরুণ আবার অনুভব করতে চাইল।

'আমার গালদুটো ছুঁয়ে দেখ, আঙুল দিয়ে হাত বোলাও ভাল করে। এবার দেখলে তো', মেয়েটি বলল। 'এটাই সেই আশ্চর্য ব্যাপার। আমি মেয়ে, কিন্তু ধরতে পার ছেলেও। আমি যা খুশি তাই করতে পারি।'

'আমার পাশে বোসো', তরুণ বলল। 'এবার কি চাই, ভাই?'

'ধন্যবাদ,' ও উত্তর দিল। 'তুমি যা নিয়েছ তাই চাই। এবার বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা সাংঘাতিক কেন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'এটা করে ভাল করিনি?'

'হয়তো।'

'হয়তো নয়। আমি অনেক ভেবেছি এটা নিয়ে। সকলে যা করে তাই শুধু করব কেন আমরা? আমরা আমরাই।'

'আমরা চমৎকার সময় কাটাচ্ছি। আমিও নিয়ম মানছি না।'

'আর একবার তোমার হাত রাখবে?'

তরুণ হাত রেখে আবার চুমু খেল।

'ওহ্ তুমি খুব মিষ্টি', মেয়েটি বলল। 'তোমার ভাল লেগেছে। আমি জানি আমার অনুভূতিই বলে দিচ্ছে তোমার ভাল লেগেছে। তোমায় এটা ভাল বাসতে হবে না, শুধু পছন্দ কর, তাহলেই হবে।'

'আমার পছন্দ হয়েছে', ও বলল। 'তোমার মাথার আকৃতি কত সুন্দর, এত অপূর্ব হাড়ের গড়ন মুখের।'

'পাশের দিকটা ভাল লাগছে না?' মেয়েটি জানতে চাইল। 'এটা কিন্তু নকল নয়, মনে রেখ। একদম ঠিক ছেলেদের ছাঁট, কোন বিউটিশপে করাই নি।'

'কোথায় কাটলে ?'

'যে ড্রেসার আইগস্ মর্তেয় এক সপ্তাহ আগে তোমার চুল কেটেছিল তার কাছে কেটেছি। তোমার মনে নেই কিভাবে তোমার চুল কাটতে হবে বলে দিচ্ছিলে, আমি ওকে ঠিক সেই রকম করে কাটতে বলেছিলাম। লোকটা খুউব ভাল, এতে একটুও আশ্চর্য হয়নি। বিরক্তও না। ও শুধু জিজ্ঞেস করে ঠিঃ 'তোমার মত ?' আমি 'হ্যাঁ' বললাম। এতে তোমার কিছু করা হল না, ডেভিড ?'

'হ্যাঁ।'

'বোকারা ভাববে অদ্ভুত কাজ, কিন্তু আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। গর্ব করতে আমার দারুণ ভাল লাগে।'

কাফেয় বসে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দুজনে জলের বুকে পড়ন্ত সূর্যের আলোর ঝিলিমিলি লক্ষ্য করে চলেছিল। কাফের মধ্যে মানুষের আনাগোনা একটু একটু বাড়তে চাইছিল। সকলেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল তবে তারা এই দুজন বিদেশী বিদেশিনীকে দেখে অবাক হয় নি এও ঠিক। প্রায় তিন সপ্তাহ ওরা এখানে আছে, মেয়েটিকে ওদের ভালই লাগত, বিশেষ করে সে যখন সুন্দরী। এর উপর আবার সেই মস্ত বড় মাছটাও ছিল। এত বড় মাছ এখানে আগে কখনও ধরা পড়েনি। অন্য ব্যাপারটাও সাড়া তুলেছিল গ্রামে। ছেলেদের মত করে এরকম চুল ছাঁটতে কোনে মেয়েকে এ গ্রামে কেউই কোনকালে দেখেনি। প্যারীতেও সম্ভবত দেখা যায় না বড় একটা। এটা হয় তো ওরা খারাপও মনে করতে পারে। অনেকের কাছেই হয়তো এভাবে মাথার সবটাই দেখানো উচিত নয় মনে হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্যাহ্ন ভোজে ওরা নিল শিককাবাব, সিদ্ধ আলু সব্জি আর স্যালাড। মেয়েটি হঠাৎ জানতে চাইল ট্যাভেল পান করা যাবে কিনা। ও বলল, 'যারা ভালবাসে তাদের জন্যই এটা দরকার।'

তরুণের মনে হল ওর স্ত্রীকে যেমন বয়স তেমনই দেখায়। ওর বয়স একুশ। এজন্য তরুণের গর্বও হতে চাইল। কিন্তু আজি রাতে তেমন মনে হচ্ছে না ওর। ওর গালের হনু উঁচু হয়ে জেগে উঠেছে—এরকম কোনদিনই লাগেনি ওর। ও হাসতেই তরুণের বুকটা যেন গুঁড়িয়ে যেতে চাইল।

ঘর বেশ অন্ধকার শুধু বাইরের সামান্য আলো এসে পড়েছিল, বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজের স্পর্শ। ওদের গায়ের চাদরও অদৃশ্য।

'ডেভ, আমরা যদি জাহান্নামে যাই কিছু মনে করবে না তো ?'

'না, খুকু,' ও উত্তর দিল।

'আমাকে খুকু বলবে না।'

'এই যে যাকে ধরে আছি সে তো সত্যিকার খুকুই,' ডেভ জবাব দিল। সে স্ত্রীর শরীরটা নিজের বুকে চেপে ধরল। ওর দুই মুঠোয় মধ্যে নরম দুটো মাংস পিণ্ড নিল।

'এ হল তোমার বিয়ের পণ,' মেয়েটি বলল। 'নতুন ব্যাপারটা হল সেই সেই অবাক করে দেবার জিনিস। এখন ও দুটো ছেড়ে দাও ওগুলো ঠিক থাকবে। এবার শুধু তোমার হাত দিয়ে আমার গাল আর ঘাড়ের পিছন দিকটা দেখ। বেশ নরম পরিচ্ছন্ন আর নতুন লাগছে না? ওহ্, ডেভিড, আমায় ভালবাসো. অনেক অনেক ভালোবাসো। একদম নতুন করে ভালোবাসো।'

তরুণ ওর বুকের উপর মেয়েটির হালকা শরীরেরর উত্তাপ টের পাচ্ছিল। ওর সুগোল নরম স্তনের স্পর্শ বুকের উপর। ওর ঠোঁট স্পর্শ করল স্ত্রীর ঠোঁট। দু-চোখ বন্ধ করে ও শুধু অনুভব করতে লাগল ওর স্ত্রীর দেহের শরীরী উত্তাপ। ওর দুহাতও খেলা করে বেরাছিল সারা শরীরে। ওর স্ত্রী এক সময় বলে উঠল, 'এবারে আমরা কে কি রকম বলতেই পারবে না। পারবে ?'

'না।'

'তুমি বদলে যাচ্ছ,' মেয়েটি বলল। 'নিশ্চয়ই বদলে গেছ। তুমি হচ্ছে আমার মেয়েমানুষ ক্যাথরিন। এবার বদলে গিয়ে আমার ক্যাথরিন হয়ে গিয়ে তোমাকে নিজের মত করে নিতে দেবে ?'

'তুমি ক্যাথরিন।'

'উঁহু। আমি পিটার। তুমি হলে আমার সোনা ক্যাথরিন, আমার ভালবাসার ক্যাথরিন, বুঝেছ ? ধন্যবাদ, ক্যাথরিন সোনা। একটু বুঝতে চেষ্টা কর ক্যাথারিন সোনা। এবার আমি অনন্তকাল ধরে তোমাকে ভালবাসা দিতে যাচ্ছি।'

ভালবাসার ওই খেলা শেষ হলে দুজনেই যেন সম্পূর্ণ শূন্যতার মাঝখানে চলে গেল। তবুও সব শেষ হয়নি, অন্ধকারের নিবিড়তায় পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইল দুজনে। আকাশে রুপোলি চাঁদ তারই মিষ্টি আলোর একফালি জানালা দিয়ে এসে পড়েছিল ঘরখানায়। মেয়েটি ওর হাত রাখল তরুণের পেটের উপর। তারপর বলে উঠল, 'তুমি আমাকে খারাপ ভাবছ না তো ?'

'খারাপ ভাবতে যাবো কেন ? কিন্তু এসব নিয়ে কতদিন ধরে ভাবছিলে।'

'বেশিদিন না, তবে ভেবেছি অনেকটা। এমন হতে দিয়েছ, তুমি সত্যিই কত ভাল।'

তরুণ দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে প্রাণপণে কাছে টেনে আনতে চাইল। ওর নরম দুটো স্তন চেপে ধরল নিজের উন্মুক্ত বুকে তারপর গভীর চুম্বন এঁকে দিল তার ঠোঁটে। ওর মনে একটা কথাই এবার অনুরণন তুলল, 'এখন বিদায়, বিদায়··· শুভ রাত্রি। ফিসফিস করে ও তাই বলল, 'ক্যাথরিন, সোনা, শুভ রাত্রি··· বিদায়···বিদায় আমার সোনা।'

॥ ২ ॥

উঠে পড়ে সমুদ্রের তীর লক্ষ্য করে তাকাল তরুণটি, তারপর মালিশ করার তেলের শিশির ছিপি এঁটে রুকস্যাকের খাঁজে ঢুকিয়ে রাখল। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ও অনুভব করল পায়ের নিচে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বালি। পিছন ফিরে একবার তাকাতেই ওর চোখ পড়ল বালির উপর চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মেয়েটির দিকে। দুটো হাত লম্বা করে পাশে রাখা ওর। তরুণের মনে হল যেন ক্যানভাসের পটে আঁকা একখানা ছবিই দেখছে সে। ক্যাসভাসের চারপাশে অস্পষ্ট সবুজ ঘাসের উজ্জ্বল রেখা। ওর এভাবে টানা রোদ্দুরে শুয়ে থাকা উচিত নয় বলেই—তরুণের মনে হল। একটু এগিয়ে গেল এবার তরুণ তারপর সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল পরিষ্কার জলের বুকে। নির্দিষ্ট ছন্দেই যেন ও সাঁতার কেটে এগিয়ে চলার ফাঁকে তীরের দিকে তাকাতে চাইল। জলের মধ্যে আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে ও ডুব সাঁতার দিয়ে জলের একেবারে নিচে পৌছে পা রাখল এক রাশ নুড়ি আর পাথরে, তারপর আবার উপরে ভেসে উঠল। এবার তীরে উঠে ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন সে। রুকস্যাক থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিল তরুণ, ভাবল ওকে জাগিয়ে দেবে কিনা। রুকস্যাক থেকে কাগজে জড়ানো একটা ঠাণ্ডা পানীয় ভরা বোতল বের করে কিছুটা গলায় ঢেলে নিল ও। এরপর মেয়েটির পাশে বসে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল।

সমুদ্রের আবহাওয়া সব সময়েই কেমন যেন শীতলতা মাখানো বলেই ওর মনে হল। শুধু গ্রীষ্মের কোন মুহূর্তেই একটু গরমের স্পর্শ টের পাওয়া, আর তাও তীরে যেখানে জলের অংশে একটু কম। তীরের যে অংশে ও সাঁতার কাটছিল সেখানে সত্যিই জল বেশ ঠাণ্ডা। জল ছেড়ে উঠে আসার পরেই ওর

ওর শরীর একটু গরম মনে হচ্ছে এখন। দূরে তাকাতেই ও দেখতে পেল পশ্চিমে সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে মাছ ধরা নৌকোর সারি। ওর দৃষ্টি পড়ল আবার মেয়েটির উপর। তখনও নিদ্রিত সে। পায়ের নিচের বালি তখন বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে টের পেল সে।

রাত্তিরে ও টের পেয়েছিল স্ত্রীর হাত ওর শরীর ছুঁয়ে আছে। ওর ঘুম ভেঙে যখন জেগে উঠেছিল ও চাঁদের আলো ঠিক তখনই যেন স্বপ্নিল এক আবেশ গড়ে তুলেছিল ঘরের মধ্যে। ও জানে ঠিক তখনই মেয়েটি যেন আবার বদলে গিয়েছিল. সে প্রশ্নও করেছিল বদলে যাওয়া নিয়ে। মুখে কিছু মনে করেনি বললেও ও জানে এই বিচিত্র ব্যাপারটা ওকে দারুণ এক আঘাত দিতে চেয়েছে। ভালবাসার খেলা শেষ হলে ক্লান্তি এসেছিল দুজনের. মেয়েটি তখন বেতস পাতার মতই কেঁপে উঠে বলেছিল, 'আমরা করেছি, সত্যিই আমরা করতে পেরেছি।'

ওর মনে হল সত্যিই তাই। সত্যিই ওরা পেরেছে। এরপর মেয়েটি যখন এক সময় আবার ঘুমিয়ে পড়ল ছোট্ট এক দুষ্টু মেয়ের মত ও তাকিয়ে দেখল চাঁদের আলোয় তার মাথা আর মুখের সেই কঠিন রেখা অদ্ভুত এক বৈচিত্র্যেরই জন্ম দিতে চাইছে। মুখ নিচু করে চাপা স্বরে ও শুধু বলে উঠল, 'আমি তোমারই। তোমার মনে আর মাথায় যাই থাকুক আমি তোমারই···তোমাকে আমি ভালবাসি।'

সকালে ঘুম ভেঙে যেতেই দারুণ খিদে পেয়ে গেল তরুণের তবুও স্ত্রী জেগে ওঠার অপেক্ষাতেই ও রইল। ও মেয়েটির ঘুমন্ত ওষ্ঠ চুম্বন এঁকে দেবার পরেই সে জেগে উঠল। ঘুম জড়ানো চোখে মিষ্টি হেসে এবার মেয়েটি বিরাট বেসিনের সামনের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিল। দু হাতে মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে একটা ডোরাকাটা সার্ট শরীরে গলিয়ে নিয়ে তরুণকে চুম্বন করল। তরুণের সামনে মেয়েটির দুই উদ্ধত বুক জামার উপর দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল। ও হেসে বলল. 'ভেবোনা, ডেভিড, আমি আবার তোমার সোনা হয়েই ফিরে এসেছি।'

তরুণ একটু চিন্তিত হচ্ছিল ব্যাপারটা যেভাবে বন্য আর দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে দুজনের মধ্যে এর শেষ কোথায় কে জানে? এরকম দুর্বার ভয়ঙ্কর গতির শেষে কি থাকতে পারে যা এক ধাক্কায় জ্বলে উঠবে না? অথচ আমি সুখী আর ও সুখী তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু কে জানে ভবিষ্যত কি রকম। তরুণের মনে হল একথা ভাববার অধিকার তাকে কেউই দেয়নি ওর কাজ শুধু এই উদ্দাম জীবন স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া। ওর স্ত্রী যদি এমন এক জীবনকেই পেতে চায় তাহলে সে বাধা দেবার কে? এমন একজন স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা তাই তার

ইচ্ছায় বাধা দেয়া নেহাত অন্যায়, এ কাজ পাপ, অন্যে দুঃখ বোধ না করে পারবে না ও। একমাত্র পানীয়ের মধ্যে সুখ মিলতে পারে, কিন্তু না, সমস্ত সমস্যা এতে কাটে না।

ও রুকস্যাক থেকে তেলের শিশিটা বের করে এক ফোঁটা তেল স্ত্রীর চিবুকে গালে আর নাকে মাখিয়ে দিল তারপর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ওর বুকে বিছিয়ে দিল।

'অ্যাই আমাকে থামিয়ে দিও না', মেয়েটি বলে উঠল,' চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'তাহলে স্বপ্নটা দেখে নাও ভাল করে' তরুণ উত্তর দিল।

'ধন্যবাদ।'

খানিকক্ষণ পরেই উঠে পড়ল মেয়েটি তড়াক করে ।

'নাও, চল, এবার যাওয়া যাক,' ও বলল।

এবার দুজনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কচ্ছপের মত উদ্দাম সাঁতার কাটতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ জলের মধ্যে রইল ওরা তারপর একসময় ক্লান্ত হলে আবার উঠে এল তীরে। তোয়ালে দিয়ে শরীরের জল মুছে নিয়েই তরুণ একটা বোতল বের করে মেয়েটির হাতে দিল। দুজনেই ওই ঠাণ্ডা পানীয় গলায় ঢেলে নিল। মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল এবার।

তেষ্টা পেলে চমৎকার লাগে এটায়,' ও বলল। 'আচ্ছা, আমাদের এই যে বন্ধুর মত ব্যবহার এটা তোমার খারাপ লাগে না তো?'

'না।' তরুণ এক ফোঁটা তেল নিয়ে মেয়েটির নাকের উপর আর গালের দুদিকে আলতো ভাবে লাগিয়ে দিল, এক ফোঁটা কানের পাশাটাতেও লাগালো।

'আমার ঘাড় আর গলা আর চোয়াল রোদ্দুরে বাদামী করে নিতে চাই। সমস্ত নতুন জায়গাগুলো।'

'তুমি এর মধ্যেই বাদামী হয়ে গেছ,' তরুণ বলল। 'একদম গাঢ় বাদামী, নিজে বুঝতে পারছ না।'

'আমার খুব ভাল লাগে এরকম', মেয়েটি উত্তরে বলে উঠল। 'আরও গাঢ় বাদামী হব।'

বালির উপর এবার দুজনেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। সমুদ্রে জোয়ার চলে গিয়ে ততক্ষণে ভাঁটার টান দেখা দিয়েছে। তরুণ শিশি থেকে কিছুটা তেল হাতের তালুতে ঢেলে মেয়েটির উরুতে মাখিয়ে দিতে রোদে পোড়া চামড়া যেন তেল নিমেষে টেনে নিল। ও আর একটু তেল মাখিয়ে দিল মেয়েটির স্তনে

আর পেটে। ঘুম জড়ানো স্বরে মেয়েটি বলে উঠল, 'কাজটা কিন্তু ঠিক ভাই বন্ধুর মত হলনা, তাই না? অবশ্য ভাববার কিছু নেই, রাত্তিরের ব্যাপারটা তো দিনের বেলায় এক রকম হয়না। এমন আমি হতে দেব না।'

হোটেলে ইতিমধ্যে ডাকপিওন মেয়েটির জন্য প্যারী থেকে আসা একটা পুরু খাম নিয়ে অপেক্ষা করে চলেছিল পানীয়তে চুমুক দিয়ে। খামখানা এসেছিল ওর প্যারীর ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্ক থেকে এরই সঙ্গে পাঠানো হয়েছে নতুন ঠিকানায় ঘুরিয়ে দেয়া আরও তিনটে চিঠি। তরুণ ডাকপিওনকে পাঁচ ফ্রা বকশিস দিয়ে বার-এ আরও এক পাত্র পানীয় খেতে অনুরোধ জানাল। মেয়েটি ব্র্যাকেট থেকে চাবির তোড়াটা নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোমরা এগোও, আমি জামা-কাপড় বদলে কাফেয় আসছি।'

পান করা হয়ে গেলে ডাকপিওনকে বিদায় দিয়ে তরুণ খাদের পাশ দিয়ে কাফের দিকে এগোল। কড়া রোদ্দুরের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার পর এই ছায়া-ছায়া দিকটা বেশ আরামের মনে হল ওর। বেশ মিষ্টি একটু বাতাসও বইছিল। ও ভারমুথ আর সোডার হুকুম দিয়ে পকেট থেকে কাগজকাটা একখানা ছুরি বের করে চিঠির খামগুলো খুলে ফেলল। তিনটে চিঠিই ওর প্রকাশকের কাছ থেকে এসেছিল, এর মধ্যে দুটো বেশ পুরু কারণ সেগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপনের প্রুফ আর কাগজের কাটিং রাখা ছিল। ও কাটিংগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে বিজ্ঞাপনের খসড়া দেখে নিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। চিঠিটা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক আর সতর্কতা মাখানো আশাবাদ মাখানো। আগে ভাগে বলা অবশ্য কঠিন বইটা কেমন কাটবে তবে বেশ আশাব্যঞ্জক বলেই ধারণা করা চলে। বেশির ভাগ সমালোচনাই চমৎকার। দুএকটা অবশ্য কিছুটা অন্যরকম, আর সেটা মেনে নিতেই হবে। সমালোচনার মধ্যে কোন কোন পংক্তির নিচে লাইন টানা, খুবসম্ভব এগুলো পরের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগানো হবে। ওর প্রকাশক জানিয়েছে তার ইচ্ছে ছিল বই কি রকম বিক্রি হবে তার কোন আঁচ দেখা, কিন্তু তিনি এ ধরণের ভবিষ্যতবাণী করতে চাননা। এ রকম করা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক কথা বইটা পাঠকেরা যেভাবে নিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিছু আশা করা চলেনা। বলতে গেলে পাঠকদের উৎসাহকে অভূতপূর্ব বললে কম বলা হয়। এর সবই ও কাটিংগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল পাঁচ হাজার। এবার সমালোচনা দেখে আরও পাঁচ হাজার ছাপতে দেয়া হয়েছে। পরের বিজ্ঞাপনেও লেখা থাকবে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক আশা করেন ও ভালই আছে, আনন্দেই নিশ্চয়ই সময় কাটছে বরাবরের মত। ওর স্ত্রীর প্রতিও তিনি জানাচ্ছেন শুভেচ্ছা।

তরুণ ওয়েটারের কাছ থেকে একটা পেন্সিল বার করে নিয়ে একটুকরো কাগজে হিসেব করতে আরম্ভ করল। প্রথমে এক হাজারকে ২-৫০ ডলার দিয়ে গুণ। এ ব্যাপারটা সোজা। এর শতকরা দশ ভাগ মানে আড়াইশ ডলার। এর পাঁচগুণ হল বারোশো পঞ্চাশ ডলার। এর থেকে আগাম নেয়া সাড়ে সাতশ ডলার বাদ দিলে রইল পাঁচশ ডলার। এটা প্রথম সংস্করণের পাওনা।

এবার আসছে দ্বিতীয় সংস্করণের হিসাব। ধরা গেল দুহাজার কপি। অতএব দাঁড়াচ্ছে পাচ হাজার ডলারের শতকরা সাড়ে বারো ভাগ। চুক্তিটা ওর সঙ্গে এই রকমই হয়েছে। এর মানে হাতে আসছে ছশ পঁচিশ ডলার। কিন্তু দশহাজার কপি না হওয়া পর্যন্ত হয়তো সম্মানদক্ষিণা হবে একটু কম, সাড়ে বারো ভাগ নয়। যাই হোক অন্ততঃ পাঁচশ ডলার তো হবেই। মোটমাট তাহলেও এক হাজার থেকে যাচ্ছে।

ও এবার সমালোচনার টুকরো কাগজগুলো পড়তে শুরু করে দিল। ওর খেয়ালই ছিলনা কোন ফাঁকে কখন ভারমুথটুকু গলায় ঢেলে দিয়েছে, তাই নতুন করে আবার হুকুম জানিয়ে পেন্সিলটা ওয়েটারকে ফেরত দিয়ে দিল। যখন মেয়েটি এসে পৌছল ও তখনও সমালোচনায় চোখ বুলিয়ে চলেছিল। মেয়েটির হাতে ওর পুরু চিঠিখানা।

'ওহ্, তোমার চিঠি এসেছে দেখিনি তো', মেয়েটি বলে উঠল।' 'দাও তো আমার হাতে, দেখব।'

ওয়েটার মেয়েটির জন্যও একগ্লাস ভারমুথ এনে দিয়ে মেয়েটির হাতের কাগজের দিকে তাকিয়ে তরুণের ছবিটা দেখতে পেল।

'মঁসিয়ের ছবি এটা?' ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', মেয়েটি দেখার সুবিধার জন্য ছবিটা এগিয়ে ধরল।

'হ্যাঁ, মঁসিয়েকে চিনতে পারছি, কিন্তু পোশাক অন্য রকম, ওয়েটার বলে উঠল। 'আপনাদের বিয়ের কথা লিখছে কাগজে? মাদাম, আপনার কোন ছবি দেখাবেন না?'

'বিয়ের কথা এতে নেই। মঁসিয়ের লেখা বই নিয়ে লেখা আছে এতে।'

'দারুণ', ওয়েটার কথাটা শুনে দারুণ খুশি বুঝতে দেরি হয় না। 'মাদামও গল্প লেখেন বুঝি?'

'না', মেয়েটি কাগজ থেকে মুখ না সরিয়েই উত্তর দিল। 'মাদাম একজন

গিন্নী। সে বাড়ির কাজকর্ম করে।'

ওয়েটার কথাটায় খুব মজা পেয়ে হেসে উঠল। 'মাদাম বোধ হয় সিনেমা করেন।'

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এরপর কাগজের কাটিংগুলো পড়তে আরম্ভ করল। মেয়েটি যেটা পড়ছিল সেটা সরিয়ে দিয়ে ও বলে উঠল, 'ওরা য. সব লিখেছে আর যে সব তুলনা করেছে পড়ে আমার ভয় করছে। ওরা এসব কেন আর কেমন করে যে লেখে। আমরা যেমন আছি আর যা করছি সব যেন কেমন এলোমেলো করে দিতে চাইছে ওরা। কি অদ্ভুত সমস্ত কাণ্ড।'

'এ রকম আমি আগেও দেখেছি', তরুণ উত্তর দিল। 'তোমার খারাপ লাগছে ঠিকই, তবে ভেবোনা এরকম পরে আর মনে হবেনা,'

'এগুলো কেমন যেন সাংঘাতিক লাগছে, মেয়েটি বলল। 'এগুলো বিশ্বাস করলে আর এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে একেবারে শেষ করে দেবে তোমাকে। নিশ্চয়ই ভেবে বসোনা ওরা তোমাকে যেসব বলতে চেয়েছে সেটা ভেবেই তোমায় বিয়ে করেছি। ওই কাটিংয়ে যে সব কথা বলেছে তুমি কি তাই নিজেকে ভাবতে চাও?'

'না। ওগুলো শুধু পড়ব, ব্যাস, তারপরেই খামে ভরে রেখে দেব।'

'জানি, সব তোমাকে পড়তে হবে। এ নিয়ে বোকামি করার মত মেয়ে নই আমি। তাহলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি একটা পেট মোটা খামে এগুলো সঙ্গে বয়ে বেড়ানো যাচ্ছেতাই রকমের ব্যাপার। এটা ঠিক যেন একটা কাচের বোতলে কারও শরীর পোড়ানো ছাই বয়ে বেড়ানো।'

'অনেক মেয়েই কিন্তু তাদের হতভাগ্য স্বামীদের প্রশংসা করে লেখা বেরোলে সেটা খুবই ভালবাসে।'

'আমি অনেকের মত মেয়ে নই আর তুমিও আমার হতভাগ্য স্বামী নও। দয়া করে ঝগড়া শুরু করে দিও না।'

'না, ঝগড়া করছিনা অবশ্যই। এগুলো পড়ে দেখ, যদি কোন কিছু ভাল বলে মনে হয় সেটা জানিও। তাছাড়া বইটা সম্পর্কে বুদ্ধিমানের মত কোথাও কিছু যদি উল্লেখ থাকে সেটা খেয়াল রেখ, অবশ্য আমার যদি অজানা না হয়। ভুলোনা ইটা থেকে বেশ কিছু টাকা এর মধ্যেই পেয়েছি আমরা', তরুণ বলল।

'চমৎকার। আমি দারুণ খুশি। সব ব্যাপারটাই যে ভাল তা জানি। তবু বলছি সমালোচনায় যদি বইটাকে যাচ্ছেতাই রকমের বলত তাহলেও আমি এই রকমই সুখ আর গর্বিত বোধ করতাম।'

আমি কিন্তু করতাম না, তরুণ মনে মনে ভাবল। অবশ্য মনের ভাবটা ও প্রকাশ করল না। ও আবার সমালোচনা লেখা কাগজগুলোর কাটিং পড়ে নিয়ে এক এক করে খামে ভরে রাখল। মেয়েটি কোন আগ্রহ এ ব্যাপারে আদৌ না দেখিয়ে নিজের চিঠিগুলো পড়ে চলল। পড়া এক সময় যখন শেষ হল ও চোখ তুলে তাকাল সুনীল সমুদ্রের দিকে। ওর মুখশ্রী সোনালী থেকে বদলে গেছে গাঢ় বাদামী তে ও মাথার চুল কপালের উপর থেকে পরিপাটি করে আঁচড়ে রেখে ছিল। সমুদ্রে সাঁতার কাটার পর যেন ওর স্বর্ণাভ চুলের থোকায় লেগেছে শুভ্রতার স্পর্শ। বাদামী গায়ের রঙের সঙ্গে এই শুভ্রতা যেন কোথায় একটা বৈচিত্র্যই গড়ে তুলতে চাইছিল। সমুদ্রের দিকে সে যখন চোখ তুলে তাকাল সে চোখের অতলান্ত গভীরতায় মনে হল যেন বিষাদের ছাপ। একটু পরেই ও আবার খাম থেকে চিঠি বের করে পড়ায় মন দিল। চিঠির মধ্যে একটা চিঠি ছিল টাইপ করা. সেটাই ও গভীর মনযোগ দিয়ে পড়তে চাইছিল। তারপর একে একে ও বাকি চিঠিগুলোও পড়তে লাগল। তরুণ ওর দিকে একবার তাকাতেই একটা ভাবনাই ওর মনে জেগে উঠতে চাইল ও যেন মটর দানা কুড়োতে চাইছে।

'চিঠিতে কি আছে ?' তরুণ শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল।

'কটার মধ্যে চেক ছিল।'

'অনেক টাকার চেক ?'

'দুটো চেক।'

'খুব ভালো', তরুণ জবাব দিল।

'উঁহু এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমিই আগে বলেছিলে টাকাপয়সার জন্য কিছু এসে যায় না', মেয়েটি বলল।

'আমি কি কিছু বলেছি ?'

'না, তা বলোনি শুধু এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'বেশ, তাই না হয় হল', তরুণ বলল, 'কত টাকার চেক ?'

'খুব বেশি নয়। তবে আমাদের কাজে লাগবে। টাকাটা জমা পড়েছে, কারণ হল আমি বিয়ে করেছি। তোমাকে আগেই বলেছিলাম বিয়ে ব্যাপারটাই কিরকম চমৎকার। খুব বেশি আহামরি টাকা না হলেও আমরা তো ইচ্ছেমত খরচ করতে পারি। খরচ করলে কেউ তো বাধা দিতে আসবে না তাই মজাটা সেখানেই। সত্যিই আমার খুউব ভাল লাগছে, কেউ মাথা ঘামাতে আসবে না আমি যেমন খুশি একশ, দুশ টাকা খরচ করে ফেলব। আমাদের টাকা যা খুশি

ধরে আনন্দ করব। কত টাকা রইল একেবারে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না দেখে নিও। উঃ কি রকম মজা।'

'আমার বই থেকেও আগাম পেয়েছি, প্রায় হাজার খানেক ডলার হাতে এসেছে', তরুণ বলল।

'খুব আনন্দের কথা। এরকম হঠাৎ টাকাপয়সা হাতে এলে ভারি আনন্দ হয়।'

'ঠিকই বলেছ', তরুণ উত্তর দিল। 'আর একটু ভারমুথ খাবে?'

'অন্য কিছু খাওয়া যাক।'

'কতটা ভারমুথ খেয়েছ?'

'একবার খেয়েছি, ভাল লাগেনি।'

'আমি দুটো খেলাম, কিন্তু স্বাদটাই টের পাইনি।'

'সত্যিকার ভাল জিনিস কি আছে?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'কোনদিন আরম্যাগনাক আর সোডা খেয়েছ। এটা দারুণ খেতে।'

'চমৎকার। তাই আনতে বল।'

ওয়েটারকে ডেকে হুকুম করতে সে আরম্যাগানাক আর ঠাণ্ডা জলের বোতল হাজির করল। সে গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিতে তরুণ কয়েক টুকরো বরফ গ্লাসে ফেলে দিল।

'এতে এবার ঠিক হব আমরা', তরুণ বলল।' কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের আগে এভাবে পান করা ঠিক নয়।'

মেয়েটি আয়েস করে গ্লাসে চুমুক দিল। 'বাঃ বেশ সুন্দর তো ও বলে উঠল। 'কেমন চমৎকার বাজে স্বাদ।' ও আবার দীর্ঘ চুমুক দিয়ে আবার বলে উঠল, 'বেশ টের পাচ্ছি। তুমি টের পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, তা পাচ্ছি', তরুণও লম্বা চুমুক দেবার পর বলল। 'বেশ জলতে জলতে গলা বেয়ে নামছে।

মেয়েটি আবার লম্বা চুমুক দিল গ্লাস তুলে, তারপর বিনা কারণেই হেসে উঠল। ব্র্যাণ্ডির জোরালো শক্তিতেই যেন ওর মনে নেশার আমেজ জেগে উঠেছিল। হাসির দমকে চোখের কোণে জল এসে পড়ল ওর।

'সাহসিকদের জন্য।' তরুণ বলে উঠল।

'সাহসী হতে আমার একটুও আপত্তি নেই' মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমরা অন্য সকলের মত নই, আমরা আলাদা। আমরা পরস্পরকে প্রিয়তম বা প্রিয়তমা বলে ডাকিনা, দুজনে দুজনকে 'আমার ভালবাসা' বলে উল্লেখ করিনা। আমরা

নতুন যুগের মানুষ। 'ওগো আমার প্রিয়তম' এই ধ'ণের কথা শুনলেই কেমন যেন অশ্লীল বলে মনে হয়। আমরা পরস্পরকে তাই আমাদের নাম ধরে ডাকি। কি বলতে চাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই? সবাই যা করে আমরাও তাই করবো কেন?'

'তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

'ঠিক আছে। ডেভি', ও উত্তর দিল। 'আমাদের গোমড়ামুখো হতে হবে কেন বলতে পার যখন বেড়াতে ভাল লাগার কথা তখন না বেড়িয়ে বসে থাকা কেন? এখনই তো মজা করার সময়। তুমি যদি ইউরোপীয় মানুষ হতে তাহলে আমার সব টাকা তোমারই হত। জেনে রেখ আমার টাকার সবই তোমার।'

'ও সব কথা থাক এখন।'

'বেশ একথা চুলোয় যাক, তবু টাকাগুলো আমরা খরচ করব, ব্যাপারটা দারুণ হবে। লেখা এখন থাক, পরে লিখতে পারবে। তৃতীয় একজন এসে পড়ার আগে দুজনে প্রাণভরে আনন্দ করে নিই এস। তৃতীয় জন কখন আসবে কি করে জানব বলতো? নাঃ এ আলোচনা আর ভাল্লাগে না, কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা যা ইচ্ছে করে সেটা নিয়ে আলোচনা না করে পারি না?'

'কিন্তু আমি যদি লিখি তাতে কি হবে? যে মুহূর্তে তুমি কিছু করবে না ভাববে তখনই সেটাই করার ইচ্ছে হবে।'

'তাহলে লেখগে যাও, অসভ্য। কেউ তোমাকে বলেনি তুমি লিখো না। লিখলে কারও মাথা ব্যথা হবে না। কেউ বলেছে?'

ডেভিড কোন জবাব দিল না। ওর শুধু মনে পড়ল কখন কে এ নিয়ে কিছু বলেছে। ওর চিন্তাধারা আরও এগিয়ে চলল।

মেয়েটি এবার বলে উঠল, 'তোমার লিখতে ইচ্ছে হলে লিখতে শুরু কর। আমি যা করে হোক সময় কাটাব। যখন লিখবে আমাকে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যেতে হবে না তোমাকে ছেড়ে?'

'এখানে ভিড় বাড়তে আরম্ভ করার আগে কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে তোমার মন খুলে বলো তো?'

'যেখানেই তোমার যেতে ইচ্ছে। সত্যিই যাবে, ডেভিড?'

'কতদিনের জন্য যেতে হবে?'

'যতদিন ভাল লাগবে ততদিন। ছ'মাস, ন'মাস, এক বছর।'

'বেশ তাই হবে,' তরুণ জবাব দিল।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'ও তুমি কি ভাল। তোমাকে অন্য কারণে যদি নাও বাসি শুধু এই জন্যই ভালবাসব. বাসব বাসব। শুধু মন ঠিক করার জন্য।'

'এরকম পর পর আসতে থাকলে কিন্তু আর কথাটা বলবে না।'

তরুণ গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে আবার নতুন করে পানীয় আনার হুকুম জানাল।

সেটা এসে পেঁছতেই মেয়েটি বলল, আমাকে মাত্র একটা দিও। ঠিক তোমার মত অল্প করে তারপর আবার সেই মধ্যাহ্নভোজ, কেমন?'

॥ ৩ ॥

সেই রাত্তিরেই বিছানার অন্ধকারে আবার দুজন যখন একান্তভাবেই দুজনার হয়ে উঠলো মেয়েটি অন্ধকারে বলে উঠলো, 'আমাদের সবসময়েই খারাপ কিছু করতে হবে না। কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা কোরো।'

'সেটা জানি।'

'আমরা যেভাবে আগে ভালবাসার খেলায় মেতে উঠতাম সেটাই আমার ভাল লাগে। ভুলে যেওনা আমি সবসময়েই তোমার, একান্ত করেই শুধু তোমার আর কারও নয়। আমি ঠিক যেমন হলে তোমার ভাল লাগে আমি ঠিক তাই, তবুও আমি যা হতে চাই সেটাও আমি হয়েছি। এটা আমরা দুজনে যেমন তাইই। না, না, কথা বোল না। আমি তোমাকে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য ছোট্ট একটা গল্প শোনাতে চাইছি। কারণ কি শুনবে? তুমি আমার ছোট্ট সোনা স্বামী আর বন্ধুও। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমরা এবার যখন আফ্রিকায় যাব তখন আমি হব তোমার আফ্রিকার বউ।'

'আমরা আফ্রিকায় যাচ্ছি বুঝি?'

'কেন যাচ্ছি না? তোমার কথাটা মনে পড়ছে না বুঝি? আজকেই তো কথা হল যে আমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। আমরা ওখানে যাচ্ছি না কি?'

'আগে বলোনি কেন কথাটা?'

'এমনই বলিনি, মনে মনে অবশ্য ভেবে রেখেছিলাম। আমি শুধু বলেছিলাম তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই যাব। আমি পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই যেতে তৈরি। আমি ভেবেছিলাম তুমি আফ্রিকায় যেতেই চাইবে।'

'এমন সময় আফ্রিকায় যাওয়া বড় তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ওখানে এখনই দারুণ বৃষ্টি নামবে, তার উপর মস্ত বড় বড় ঘাস গজায় এসময়, ঠাণ্ডাও জাঁকিয়ে পড়ে।'

'তাহলে তো খুব মজাই হবে, বিছানায় বেশ আরাম করে শুয়ে ঘরের চালে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনব।'

'না এত আগে যাওয়া ঠিক হবে না। রাস্তাগুলো এ সময় একেবারে কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়, চারদিক জলে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়। ঘাসগুলো এত লম্বা হয় যে কিছুই দেখা যায় না।'

'তাহলে কোথায় যাব?' মেয়েটি বলে উঠল।

'আমরা স্পেনে যেতে পারি, তেমনই মাদ্রিদেও। তবে সেখানেও এসময়টা বড় আগে হয়ে যাবে। ওখানেও এখন বেশ শীত আর বৃষ্টি চলেছে। ওসব জায়গায় সব এলাকাতেই এখন বৃষ্টি।'

'এখানকার মত গরম জায়গা কোথায় আছে যেখানে এরকম সাঁতার কাটতে পারব?'

'এখানে যেভাবে সাঁতার কাটছে স্পেনে সেভাবে পারবে না। সেখানে এটা করলেই পুলিশে গ্রেপ্তার করবে।'

'কি বিরক্তিকর। তাহলে আরও পরে যেতে হবে, আমি যে এখানে থেকে আরও গাঢ় রঙের হয়ে যেতে চাই।'

'গাঢ় রঙ করে নিতে চাইছ কেন?'

'কি জানি মনে পড়ছে না। লোকে কিছু চায় কেন? এখন আমার ইচ্ছে হয়েছে গাঢ় রঙ করে নেব চামড়ার। সুযোগ যখন এসেছে করে নেব। কেন গাঢ় রঙ তোমার পছন্দ হয় না?'

'হুঁ, খুউব ভাল লাগে।'

'কোন সময় ভেবেছিলে আমি এরকম গাঢ় বাদামী রঙের হব?'

'না, কারণ তুমি তো লালচে রঙের।'

'তুমি জান না। আমি গোলাপী রঙের তাই গাঢ় হয়ে ওঠা বেশ সহজ। আমি চাই আমার শরীরের সমস্তটাই বাদামী রঙের হোক। এতে খুব মজা লাগে আমার, আমি ভারতীয় মেয়েদের চেয়েও বাদামী রঙের হয়ে যাব কেউ চিনতে পারবে না। এবার বুঝতে পারলে, মশাই, কেন এরকম হতে চাইছি?'

'এ রকম হলে আমরা কি হব?'

'তা জানি না। হয়তো আছি তাই থাকব। শুধু একটু বদলে যাব এই যা। হয়তো সেটা খুব ভাল হবে। আমরা কিন্তু এগিয়ে যাব তাই না?'

'নিশ্চয়ই। আমরা এস্তেরেল হয়ে যাব আর নতুন করে এখানকার মতই কোন জায়গা আবিষ্কার করব,' তরুণ বলল।

'হুঁ সেটা অবশ্য করতে পারি। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য জায়গা আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে হয়তো বা কেউ যায় না। আমরা চমৎকার একখানা গাড়ি ভাড়া করে যেখানে যেমন খুশি যেতে পারি। দরকার মনে করলে স্পেনেও যেতে পারি। আমরা যখন সত্যিকার গাঢ় রঙের হয়ে উঠব শহরে না থাকলে সেটা বজায় রাখতেও পারব। গ্রীষ্মকালে কোন শহরে আমরা যাবই না।'

'বুঝলাম। তা কতটা গাঢ় রঙ গায়ে লাগাতে চাও?'

'যতখানি পারা ঠিক ততখানি,' উচ্ছল হয়ে মেয়েটি। 'খুব মজা হত ভারতীয়দের মত শরীরে আমার যদি কিছু রক্ত থাকত। আমি এমন গাঢ় রঙের এরপর হয়ে যাব যে তুমিই সহ্য করতে পারবে না। সমুদ্রের তীরে যাওয়ার জন্য কালকের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

এরপর দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। মেয়েটি চিবুক উঁচু করে এমন ভাবে শুয়ে রইল যেন এখনও ও সমুদ্রের তীরে রোদ্দুরেই শুয়ে আছে। ওর নিঃশ্বাস পড়ছিল অতি ধীরে। একটু পরেই সে পাশ ফিরে স্বামীর কাছে গড়িয়ে এল। তরুণের চোখে কিন্তু ঘুম এল না, সে শুধু চুপচাপ শুয়ে সারাদিনের কথা চিন্তা করতে চাইছিল। ওর মনে যে চিন্তা জাগল তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল ও শুরু করতে পারছেনা। এক্ষেত্রে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই অবস্থা মেনে নিয়ে যা ঘটছে সেটাই মেনে নেয়া আর বর্তমান মুহূর্তগুলো মেনে চলা আর অনন্দে সময় কাটিয়ে চলা। ও আরও ভাবল 'যখন কাজ করতে হবে তখনই করব। কেউ এটাতে বাধা দিতে পারবে না। শেষ বইটা ভালই হয়েছে, আমাকে এরপর আরও ভাল কিছু পাঠকদের দিতে হবে। দুজনে মিলে যে আবোলতাবোল কাজ করে চলেছি সেটা মজার হলেও এর মধ্যে কতখানি মজা আর কতটা ফালতু তা জানি না। আবার কতটাই বা সত্যিই কাজের তাই বা কে বলতে পারে? দুপুরের কড়া রোদে ব্রাণ্ডি গেলা মোটেই ভাল জিনিস হতে পারে না। এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া ভার। ব্যাপারটা ভাল নয় মোটেও। ও ইচ্ছে মত কখনও মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যাচ্ছে আবার খুশি মত ছেলে থেকে মেয়েও হতে চাইছে। ব্যাপারটা ওর কাছে বেশ সুখকর। ও বেশ আরামেই সহজেই ঘুমিয়েও পড়ছে এর সঙ্গে তুমিও বেশ সুখনিদ্রাতেই আচ্ছন্ন হচ্ছ যেহেতু তোমার জানা আছে তুমিও সুখী। ও আরও ভাবল, তুমি টাকার জন্য কিন্তু বিক্রি করনি। আসলে এর সবটাই সত্যি। কিছুক্ষণের জন্য সবকিছুই যেন মুক্ত ডানা

মেলে উড়তে চাইছে।

ধ্বংসের ব্যাপারে ও যেন কি বলেছিল? তরুণের কথাটা মনে পড়লনা কিছুতেই, অনেক চিন্তা করার পরেও না।

অনেকক্ষণ আপ্রাণ স্মৃতির পৃষ্ঠা খুঁজেও কথাটা মনে না পড়ায় তরুণ নিচু হয়ে স্ত্রীর গালে আলতো চুমু খেতে চাইল। সে ঘুমিয়ে থাকলেও ঘুম ভাঙল না। ও স্ত্রীকে ভালবাসে ভালবাসে, তার সব কিছুই। ও স্ত্রীর নরম গালে আবার ঠোঁট ঠেকিয়ে সেকথা ভাবতে ভাবতেই চোখ বুঁজতে চাইল। দুচোখে ঘুম নামার অবসরেও ভাবল আগামী দিনটার কথা আবার সমুদ্রের তীরে শুয়ে থাকবে দুজনে। ওর আদরের স্ত্রী আরও গাঢ় হতে চাইবে কিন্তু আর কত গাঢ় রঙ ওর ত্বকের উপর তার স্পর্শ রাখতে চাইবে কে জানে।

॥ ৪ ॥

অপরাহ্ণের শেষ লগ্ন এগিয়ে এসেছে। পিচ ঢালা কালচে পথ বেয়ে ছোট্ট গাড়িখানা পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে আসছিল। ডানদিকে আছড়ে পড়ছিল সুনীল সাগরের উদ্দাম ঢেউয়ের রাশি। গাড়িখানা ডানপাশে ঘুরে চ্যাপ্টা সাগর তীরের বালির উপর দুমাইল বিস্তৃত অপার অনন্ত শূন্যতায় হনদের এলাকাতেই পৌছল। সমুদ্রের প্রায় গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত আকারের একটা আধুনিক হোটেল আর তার ক্যাসিনো, বাঁ দিকে চোখে পড়ছে সারি সারি সাজানো গাছ আর শুভ্রতা মাখানো অপরূপ কিছু ভিলা। ভিলার চারপাশে ছন্দে সাজানো কিছু সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছ।

গাড়ির আরোহী দুজন তরুণ-তরুণী ওই বীথির মধ্য দিয়ে গাড়িখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। ওরা দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল অপরূপ সাগরবেলার দিকে, তারপরেই ওদের দৃষ্টি ঘুরে গেল অন্যদিকে। সেদিকেও প্রকৃতির অন্য এক অনবদ্য রূপ। স্পেনের অপূর্ব পাহাড়ের ঢেউখেলানো সারি ওদের গাড়ির আলোয় কেমন নীলাভ স্বর্গীয় দৃশ্যই যেন রচনা করতে চাইছিল। ওদের গাড়ি ক্যাসিনো পেরিয়ে, বিশাল হোটেল কাটিয়ে বীথির শেষ প্রান্তেই এগিয়ে চলল। একটু আগেই মস্ত এক নদীর মোহনা, নদী সেখানে মিলেছে সাগরে। ততক্ষণে জোয়ারের পালা শেষ। মৃদু গতিতেই নদীস্রোত যেন দয়িতের বুকে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। উজ্জ্বল হলুদ বালির বিস্তৃত এলাকা ছাড়িয়ে ওদের নজর পড়ল প্রাচীন স্পেনীয় শহরের দিকে তারই সঙ্গে ওরা দেখছিল সেই পাহাড়ের রূপ। দূরে, আরও অনেক দূরে চোখে পড়ছলি একটা বাতিঘর। এখানে গাড়িটা থামাল ওরা।

'বাঃ কি চমৎকার জায়গা,' মেয়েটি বলে উঠল।

'ওই দেখ, গাছের নীচে একটা টেবিল', তরুণ বলল। 'খুব প্রাচীন গাছ। ওখানেই কাফে রয়েছে।'

গাছগুলো কেমন অদ্ভুত রকমের,' মেয়েটি বলল। 'সবগুলো বোধহয় নতুন করে বসিয়েছে কেউ। ওরা লজ্জাবতী লতা গাছ কেন লাগিয়েছে তাই ভাবছি।'

'আমরা কোথা থেকে এসেছি তার সঙ্গে তাল রাখতেই বোধ হয়।'

'তাই বোধ হয় হবে। সবই আমার কাছে নতুন নতুন মনে হচ্ছে। কিন্তু কি চমৎকার সমুদ্রের তীরটা। ফ্রান্সে এত বড় সমুদ্রের তীর দেখিনি। এমন মসৃণ আর চমৎকার বালিও ওখানে নেই। বিয়ারিৎস্ একদম ভয় লাগানো। চল কাফের দিকে গাড়ি চালাই।'

ওরা এবার ডান দিক বরাবর গাডি এগিয়ে নিয়ে চলল। তরুণ ধার ঘেঁসে গাডিটা থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। বাইরের কাফে পেরিয়ে এগিয়ে চলল দুজনে। একটু আড়ালে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজেরা বসে খেতেই ভাল লাগে। টেবিলের চারিদিকের মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি একেবারেই ভাল লাগেনা ওদের।

ক্রমে অন্ধকার নামতে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে দিল। হোটেলের বেশ একটা উঁচু তলাতেই কোণের একখানা ঘরই পেয়েছিল ওরা। ঘরের মধ্যে বসেই ওদের কানে এসে পৌছল সাগর তীরে ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। অন্ধকার ঘন হয়ে এলে তরুণ একটা পাতলা কম্বল টেনে নিতে মেয়েটি বলল, 'এখানে এসেছি বলে তোমার ভাল লাগছে না?'

'সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ আমার চমৎকার লাগে।'

'আমারও লাগে।'

দুজনে দুজনে কাছে টেনে নিয়ে ওরা কান পেতে উপভোগ করতে চাইছিল সমুদ্রের সঙ্গীত। মেয়েটির মাথা তখন ছেলেটির বুকে রাখা। সে মুখ তুলে ওর গাল ছোঁয়াল ছেলেটির ঠোঁটে। তারপর তাকে আঁকড়ে ধরল দুহাত দিয়ে। এবার দুজনের ঠোঁট স্পর্শ করতে চাইল পরস্পরের ঠোঁট। তরুণ টের পেল মেয়েটির হাত ওকে স্পর্শ করেছে।

'আঃ কি আরাম,' মেয়েটি বলল অন্ধকারের মধ্যে। 'সুন্দর। এবার বল তো আমি বদলে যাই এমন সত্যিই চাও তুমি?'

'এখন না। আমি প্রায় জমে গেছি। আমার শরীরটা গরম করে দাও।'

'তুমি যখন ঠাণ্ডা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধর তখনই তোমায় সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।'

'তা তো হল, কিন্তু আর বেশি ঠাণ্ডা হলে আজ রাত্তিরে যে আরও পাজামা আর কম্বল গায়ে জড়াতে হবে। তাতে অবশ্য মজাই হবে, বিছানাতে বসেই প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে।'

'শুনতে পাচ্ছ বাইরে আটলান্টিক মহাসাগরের শব্দ ভেসে আসছে,' মেয়েটি বলে উঠল। 'একটু কান পেতে শোন।'

'যতদিন এখানে থাকব সময় বেশ ভাল কাটবে', তরুণ বলল। 'তোমার সেরকম ইচ্ছে হলে একটু বেশিদিনই না হয় থাকা যাবে। জায়গার তো অভাব নেই।'

'ও কথা পরেই ভাবব। আগে এখানে থেকে কয়েকটা দিন দেখি আগে', মেয়েটি উত্তর দিল।

'বেশ তাই ভাল! লাগলে আমিও লেখা শুরু করব।'

'চমৎকার হবে। কাল একটু বেরিয়ে চারদিক দেখে নেব আমরা। আমি একটু ঘুরতে বেরোলে তুমি একা থেকে কাজ করতে পারবে না? পরে না হয় অন্য কোন জায়গা দেখে নিতে পারব।'

'আপত্তি নেই, বেশ ভালই হয় তাহলে।'

'আমাকে নিয়ে কোন ভাবনা নেই তোমার, আমি তোমাকে দারুণ ভালবাসি কথাটা জেনে রেখ, কেমন? এবার আমায় চুমু দাও, মেয়েটি বলল।'

তরুণ মুখ নিচু করে ওকে চুম্বন করল।

'তুমি তো জান আমি খারাপ কোন কিছুই করিনি। শুধু যা করেছি সেটা করার দরকার ছিল। ঠিক বলছি না?'

এ কথার কোন জবাব দিল না তরুণ, সে শুধু অন্ধকার রাত্তিরে বাইরে সাগর বেলায় আছড়ে পড়া সফেন ঢেউয়ের বিচিত্র আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে ছিল।

পরের দিন সকালেও জোরালো সফেন তরঙ্গ আছড়ে পড়ছিল সাগরবেলায়, তার সঙ্গে বয়ে চলেছিল বেশ জোরালো বাতাসের দমক। ওরা স্পেনের তট-ভূমি দেখতে পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে এর সঙ্গে এসে পড়ল বৃষ্টিও। একটু পরে দমকা বাতাস আর বৃষ্টি কেটে গিয়ে যেন হাসি ফুটল প্রকৃতির মুখে। তখনই ওরা দেখল ক্রুদ্ধ সমুদ্রের আসল রূপ—তার মধ্য দিয়ে ওদের চোখে পড়ল ঘন মেঘের আস্তরণ ফুঁড়ে দূরে বিশাল পাহাড়ের সারি। ক্যাথরিন একটা বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে প্রাতরাশের পর ডেভিডকে ঘরে নিজের কাজ করার সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তরুণের মনে হল ব্যাপারটা কেমন যেন সহজ নির্বিবাদে ঘটে গেছে।

এর মনটা বিস্বাদে ভরে গেল এতে। সারাক্ষণ ও নিজেকেই বলে উঠল। বেশ সহজভাবেই লিখে যাওয়ার চেষ্টা কর, যতটা সহজভাবে হয় ততই ভাল। তবে অত সহজ ভাবতে চিন্তা করতে চেওনা। প্রথমে ভেবে নাও এটা কতখানি জটিল আর তারপর সরল ভাবে লিখে ফেল। তোমার কি মনে হয় গ্রাউ দু রোই'র সময়টা বেশ সহজ ছিল আর তার কোন বর্ণনা বেশ সরল ভাবেই দেওয়া সম্ভব।

ও একটা পেন্সিল দিয়ে সস্তা লাইন টানা স্কুলের উপযোগী একটা নোট বইতে লিখে চলল। ছোট খাতাখানা ওর লেখার হরফে ভরে উঠতে লাগল। ইতি-মধ্যেই খাতাটায় রোমান হরফে এক সংখ্যাটাও ও বসিয়ে নিয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ লেখার পর ও থামল, তারপর খাতা আর পেন্সিল একটা স্যুটকেশের মধ্যে পিচবোর্ডের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল। এরই সঙ্গে আর পাঁচটা পেন্সিল আর তিনকোণা পেন্সিল ধার দেওয়া যন্ত্রটা ও আগামীকালের জন্য সরিয়ে রাখল। এক মুহূর্ত পরে বর্ষাতিটা ব্র্যাকেট থেকে নিয়ে পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও।

ওর নজর পড়ল হোটেলের বার'-এর উপর। জায়গাটা বৃষ্টির জন্য যেন কিছুটা বিষণ্ণতায় ঘেরা আবার একই সঙ্গে সজীব উজ্জ্বল। বার-এ বেশ কয়েকজন তৃষ্ণার্তও উপস্থিত ছিল। তরুণ এগিয়ে গিয়ে ওর চাবিটা রাখতেই সেখানকার সহকারী দ্বাররক্ষী এগিয়ে এসে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল,' মাদাম আপনার জন্য এটা রেখে গেছেন, মঁসিয়ে।'

ও কাগজটা খুলে পড়তে চাইল। ওতে লেখা ছিল,' 'ডেভিড তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। আমি কাফেতে অপেক্ষ করছি. ভালবাসা নিও—ক্যাথেরিন।'

ও এবার বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে পকেটে একটা টুপি খুঁজে পেয়ে মাথায় এঁটে হোটেল ছেড়ে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ছোট্ট কাফের মধ্যে এক কোণের একটা টেবিলের সামনে অপেক্ষায় ছিল ক্যাথরিন। টেবিলের উপর ওর সামনে রাখা ছিল এক গ্লাস হালকা হলুদ রঙের পানীয় আর একটা প্লেটে টাটকা কাঁকড়ার ঝোল আর আরও কিছু খাদ্যের অবশিষ্ট।

ক্যাথরিন যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, 'কোথায় ছিলে হে আগন্তুক?'

'এই রাস্তায় একটু ঘুরপাক খেয়ে এলাম' ডেভিড কথাটা বলে ওর মুখের দিকে তাকাল। ও লক্ষ্য করে বুঝল ক্যাথরিনের মুখ বৃষ্টির জলে ভেজা। ও বুঝতে

চেষ্টা করল বৃষ্টি গাঢ় বাদামী চামড়া কতটা প্রভাব ফেলেছে। এ সত্ত্বেও ওকে বেশ মোহনীয়াই লাগছিল। ওর তাই ভালই লাগল দেখে।'

'সত্যি ঘুরেছ?' মেয়েটি জানাতে চাইল।

'অনেকটা।'

'কাজও করেছ নিশ্চয়ই? বেশ ভাল।'

ওয়েটার দরজার কাছের একটা টেবিলের সামনে বসা তিনজন স্পেনীওকে খাবার সরবরাহ করছিল। সে এবার এগিয়ে এল। ওর হাতে ছিল একটা সাধারণ জলের বোতল আর সুরার বোতল। জলের মধ্যে অনেকগুলো বরফের টুকরোও রাখা।

'ম'সিয়ে কি নেবেন?' সে বলল। 'দেব?'

'হ্যাঁ, দাও,' তরুণ উত্তর দিল।

ওয়েটার টেবিলে রাখা বড় দুটো গ্লাস রঙীন পানীয়তে ভর্তি করে দিল তারপর মেয়েটির গ্লাসেও ঢালতে চাইতেই তরুণ বলল, 'আমিই করছি।' ওয়েটার বোতলটা রেখে সম্ভবতঃ খুশি হয়েই এগিয়ে গেল।

তরুণ গ্লাসে ঢালতে শুরু করতে মেয়েটি স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলে আকাশে ভেসে চলা মেঘের দিকে তাকাতে চাইল। গ্লাসটা এরপর এক সময় ও যখন হাতে তুলে নিল সেটা বেশ গরমই লাগল ওর।

রঙীন পানীয়তে জল ঢালতে সেটার রঙ একটু একটু করে কেমন হালকা হয়ে এল। মেয়েটি বলল, 'আস্তে আস্তে জল দিতে হয় কেন?'

'না হলে বরফগুলো গলে যাবে তাড়াতাড়ি, তখন স্বাদ পাবে না।'

'আমি এর আগে এক ঢোকে গিলে ফেলেছিলাম,' মেয়েটি বলল। 'কেন জান? দুজন 'কি-যেন-নাম' এসে পড়েছিল এখানে।'

'মানে, তারা কে?'

'ওই যে বললাম কি-যেন-নাম। দেহে খাকি পোশাক, সঙ্গে বাইসাইকেল আর কোমড়ে চামড়ার খাপে পিস্তল।'

'গিলেছিলে?'

'কি করে গিললাম জানিনা, দুঃখিত।'

'এ হল খাঁটি সোমরস, অতএব ভবিষ্যতে সাবধান থেকো। এভাবে গিলে ফেলা ঠিক নয়, বড্ড কড়া।'

'আমার এটাই ভাল লাগে।'

'আর অন্য কিছু ভাল লাগে না?'

তরুণ এবার মেয়েটির জন্য পানীয়তে জল মিশিয়ে সেই সোমরস বানাতে চাইলো। তারপর গ্লাস এগিয়ে ধরে বলল, 'নাও, আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।'

মেয়েটি আরাম করে গ্লাসটাতে লম্বা চুমুক দিলো। তরুণ ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বাকিটুকু গলায় ঢেলে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, মাদাম। পুরুষের হৃদয় ভরানো জিনিসই বটে।'

'তাহলে প্রাণ ভরেই নাও, কাগজ-পড়ুয়া মশাই,' মেয়েটি উত্তর দিল।

কি বললে কথাটা ?' তরুণ বলে উঠল।

'কিছুই বলিনি।'

তরুণ জানতো ও বলেছে। ও তাই উত্তর দিল, 'পড়ার ব্যাপারে কিছু শ্লেষ না করলেই খুশি হব। অতএব চুপ কর।'

'কেন ?' মেয়েটি প্রায় ঝুঁকে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। 'কেন চুপ করব ? যেহেতু সারা সকাল লেখায় ব্যস্ত ছিলে ? তুমি কি ভেবেছ তুমি একজন লেখক বলে তোমাকে বিয়ে করেছি ? থাকো তোমার লেখা আর কাগজের কাঁড়ি নিয়ে।'

'ঠিক আছে,' তরুণ উত্তর দিল, 'আমরা যখন একলা থাকব তখন বাকিটুকু বললে হত না।'

'আমি যে বলব না কণামাত্রও সে আশা করতে চেওনা।'

'সেটা ভালই জানি,' তরুণ জবাব দিল। 'আন্দাজও করতে পারি।'

'আন্দাজ নয়,' মেয়েটি বলল, নিশ্চিত তুমি।'

এবার উঠে দাঁড়াল ডেভিড বোর্ণ, তারপর এগিয়ে গিয়ে হ্যাঙার থেকে ওর বর্ষাতিটা হাতে নিয়ে একবারের জন্যেও পিছনে ফিরে না তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

টেবিলের সামনে বসে ক্যাথরিন ওর গ্লাসটা হাতে তুলে সেই তৈরি করা সোমরসে চুমুক দিয়ে চলল। ও তাড়িয়ে তাড়িয়ে যেন সুরাটা উপভোগ করতে চাইছিল।

আবার দরজাটা খুলে গেল একটু পরে আর ডেভিড পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর দেহে তখনও সেই বর্ষাতি আর টুপিটা ভ্রূ পর্যন্ত নামানো। ও বলে উঠল, 'গাড়ির চাবি তোমার কাছে আছে ?'

হ্যাঁ,' ও উত্তর দিল।

'আমাকে দেবে ?'

ক্যাথরিন চাবিটা হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'বোকামি করতে চেয়োনা, ডেভিড। বৃষ্টি পড়ছে দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমিই একমাত্র মানুষ যে এমন সময় কাজে ডুবে থেকেছে। বোস।'

'তুমি কি সত্যিই আমি বসব এটাই চাও?'

'দয়া করে বোস,' ক্যাথরিন বলল।

ও বসে পড়ল। যদিও এর কোন মানে হয় না বলেই ওর মানে হল। বাইরে যাবে বলে তুমি উঠে দাঁড়ালে, গাড়ির চাবি নেবার উদ্দেশ্যে আবার ফিরেও এলে। মনে মনে স্ত্রীর মুণ্ডপাতও করলে। ফিরে এসে এরপর তার কাছে চাবি চাইলে সে বসতে বলল আর তুমি বাধ্য মেষশাবকের মত বসেও পড়লে।

ডেভিড গ্লাস তুলে ঠোঁটে ঠেকাল এবার। পানীয়টা ভালই লাগল ওর।

'মধ্যাহ্নভোজের ব্যাপারে কি করবে?' ও প্রশ্ন করল।

'কোথায় খাবে বল সেখানেই আমরা খাব। আমাকে তুমি এখনও সত্যিই ভালবাস, ডেভিড? ঠিক করে বল?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরোনা।'

'সত্যি আমি বড় বিশ্রী রকমের ঝগড়া করেছি,' ক্যাথরিন বলল।

'আর এটাই প্রথম।'

'কাগজের লেখার কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।'

'চুলোর কাগজের কথাটা আর উচ্চারণ কোরনা।'

'কিন্তু এটাই তো সব কিছুর মূলে।'

'যখন পান করছিলে ওই ভাবনাই তোমার মনে ঘোরাফেরা করে চলেছিল। আর সেই ভাবনাটাই তোমার মাথা খারাপ করে দেয়।'

'ব্যাপারটা খাওয়ার পর সব উগড়ে দেয়ার মতই,' ক্যাথরিন বলল। 'বিচ্ছিরি। আমর জিভটাই গোলমাল করে দিল সব।'

'ওটা তোমার মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল আর তাই তেড়েফুঁড়ে জিভ তা বের করে দিয়েছে।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'ভাবছিলাম সব বোধ হয় মিটে গেল।'

'মিটে গেছে।'

'বেশ, তাই যদি হয় তবে আমার বারবার একই কথা খুঁচিয়ে তুলতে চাইছ কেন?'

'এই পানীয়টাই যত নষ্টের গড়া, আমাদের খাওয়া ঠিক হয়নি।'

'না, উচিত হয়নি। বিশেষ করে আমার। কিন্তু কিছু তো পান করা দরকার ছিল। দরকার ছিল না? তুমিই বল '

'এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার আছে?' ডেভিড বলল।

'আমি বন্ধ করলাম। বড্ড একঘেয়ে লাগছে।'

'ওই একটা শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না।'

'তুমি ভাগ্যবান তাই একটা শব্দই শুধু ভাল লাগেনা তোমার।'

'বাদ দাও' ডেভিড বলে উঠল। 'তুমি একাই মধ্যাহ্নভোজ সেরে নাও।'

'না কক্ষনও না। আমরা একসঙ্গেই খাব আর মানুষের মত ব্যবহার করব।'

'বেশ. তাই হোক।'

'আমি দুঃখিত। সত্যিই আমি ঠাট্টা করছিলাম' ঠিক কাজ হয়নি ওটা সত্যিই ডেভিড, বিশ্বাস কর।'

॥ ৫ ॥

ডেভিড বোর্ণের যখন ঘুম ভাঙল তার ঢের আগেই জোয়ার কেটে গিয়ে সমুদ্রের জল অনেকটাই নিচে নেমে গেছে তীর ছেড়ে। প্রায় নিথর নীল সমুদ্র। পাহাড়-গুলো যেন সবুজ রঙের বলে মনে হতে চাইছিল বৃষ্টির ধারায় স্নান করে। পাহাড়ের উপর থেকে মেঘও দূরে সরে গেছিল। ক্যাথরিন তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডেভিড তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। ওর একটু অবাক হয়েই ক্যাথরিনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে কেঁপে কেঁপে ওঠা বুকের দিকে তাকাল। ও আশ্চর্য হল সূর্যের কিরণ চোখে পড়লেও ওর ঘুম ভাঙছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ডেভিড। তারপর বাথরুমে ঢুকে স্নান করে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে নিতেই প্রাতরাশের জন্য মনটা ছটফট করে উঠল। ছোট একটা প্যান্ট পরে ও গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে নিল। টেবিলে রাখা নোটবই পেন্সিল আর পেন্সিলকাটা যন্ত্রটা দেখে ত সেটা নিয়ে জানালার সামনে বসে স্পেনের নদীর মোহনার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল।

একটু পরেই লেখায় মগ্ন হল ও, তখন আর ক্যাথরিনের কথা মনে রইল না, বিশেষ করে জানালার বাইরের দৃশ্য দেখে। তরতর করে এগিয়ে চলল লেখা, ঠিক ভাগ্য ভাল থাকলে যেমন হয়।

অনেকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে লেখাতেই ডুবে রইল ডেভিড। দিনটা যেন বড়

অদ্ভুত আজ। বিচিত্র এক পরিবেশই যেন তাই গড়ে উঠেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ লেখার পর ও ক্যাথরিনের দিকে তাকাল। সে তখনও নিদ্রামগ্ন, ঠোঁটে মৃদু হাসি জেগে উঠেছিল ক্ষণে ক্ষণে, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ওর গাঢ় বাদামী দেহত্বকের উপর। শ্বেতশুভ্র বিছানার চাদর আর অব্যবহৃত বালিসটা যেন ওর বাদামী শরীরকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে চাইছিল। প্রাতরাশে বড় দেরি হয় গেছে বলেই ডেভিডের মনে হল। একটা চিরকুট লিখে রেখে নিচে কাফেয় গিয়ে কিছু খেয়ে নিতে হবে বলে ভাবল ও। কাগজপত্র সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতে যাওয়ার মুখেই ঘুম ভাঙল ক্যাথরিনের। সে উঠে পড়ে ডেভিডের কাছে এসে দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের পিছনে চুম্বন করে বলে উঠল, 'আমি কে জান? তোমার সেই কুঁড়ে নগ্ন স্ত্রী।'

'জেগে উঠলে কেন?'

'তা জানি না। কোথায় যাচ্ছিলে বলবে না? আমিও এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি পাচ মিনিটের মধ্যে।'

'যাচ্ছিলাম কাফেতে প্রাতরাশ করতে।'

'তাহলে তুমি এগোও, আমি এখনই আসছি। এতক্ষণ কাজ করছিলে তাই না?

'ঠিক।'

'পরশুর ওই ঘটনার পরেও তুমি সত্যিই খুবই ভাল। আমার তোমাকে নিয়ে অনেক অনেক গর্ব। আমাকে চুমু খেয়ে বাথরুমের আয়নায় আমাদের দুজনকে দেখ।'

ও ওকে চুম্বন করে মস্ত আয়নাটার দিকে তাকাল।

'বেশি জামাকাপড় না পরা থাকলে খুব ভাল লাগে,' ক্যাথরিন বলল। এবার দুষ্টুমি না করে সোজা কাফের দিকে যাও। সেখানে আমার জন্য একটা চমৎকার মাখন-এর হুকুম দিয়ে রেখ। আর শোন, আমার জন্য অপেক্ষা করতে যেওনা, খেয়ে নিও। তোমার প্রাতরাশে দেরি করালাম বলে কিছু মনে কোরনা।'

কাফেতে ডেভিড সেদিনকার সকালের খবরের কাগজের সঙ্গে প্যারীর গত-দিনের একটা কাগজও হাতে পেল। একটা টেবিলের সামনে বসে পড়ে কাগজে নজর দিতেই ওয়েটার হাজির করল শূকরের মাংসের চপ, টাটকা ডিম সেদ্ধ আর কফি। ডেভিড খাবারে বেশি করে গোলমরিজের গুঁড়ো ছড়িয়ে ডিমের কুসুমে সরের গুঁড়ো ঢেলে নিল। ক্যাথরিন তখনও এসে পৌছয় নি দেখে ও ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার ভাগের ডিমটাও মুখে পুরে নিতে চাইল। মুহূর্তের মধ্যেই

দুটো প্লেটই ফাঁকা হল।

'ওই তো মাদাম এসে পড়েছেন,' ওয়েটার বলে উঠল। 'মাদামের জন্ত তাহলে আর একটা প্লেট নিয়ে আসছি।'

চমৎকার লাগছিল ক্যাথরিনকে। ও একটা সুন্দর স্কার্ট আর কাশ্মীরি সোয়েটার পরে ছিল। মাথার চুল ভিজে অবস্থায় গোছা করে বাঁধা। অসম্ভব রকম গাঢ় বাদামী হয়ে ওঠা ওর মুখের রঙের সঙ্গে সবটা কেমন বেমানান মনে হতে চাইছিল।

'আজকের দিনটা কেমন চমৎকার,' ও বলে উঠল। 'দেরি হল বলে দুঃখিত।'

'কোথায় যাবে বলে এ পোশাক?'

'বিয়ারিৎসে যাচ্ছি। ভাবছি নিজেই গাড়ি চালাব। তোমার আমার ইচ্ছে আছে?'

'তুমি একাই যেতে চাইছ।'

'হ্যা,' ও উত্তর দিল। 'তবে তোমাকেও স্বাগত জানচ্ছি।'

ডেভিড উঠে দাঁড়ালে ক্যাথরিন বলে উঠল, 'তোমাকে এসে একটু অবাক করে দেব।'

'না, না, এরকম আর কোর না।

'হ্যাঁ, করব আর তোমার ভালই লাগবে দেখে নিও।'

'তাহলে তোমার সঙ্গেই যেতে দাও যাতে কোনরকম পাগলামি করা থেকে তোমায় আটকাতে পারি।'

না আমি একা এটা করলেই ভাল। আমি বিকেলে ফিরব। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, দুপুরে খেয়ে নিও।

ডেভিড কিছুক্ষণ কাগজ পড়ল তারপর একসময় উঠে পড়ে শহরের রাস্তায় কোন ছোট বাড়ি থাকার মত ভাড়া পাওয়া যায় কিনা দেখতে দেখতে হেঁটে চলল। শহরটা মন্দ নয় বলেই ওর মনে হলেও বড় নিরুত্তাপ বলেই মনে হল। এই সমুদ্রের খাঁড়ির মুখের দৃশ্যটাই ওর ভাল লাগে। এখানকার রূপটাই কেমন আলাদা সুন্দর স্পেনের দিকটায় সমুদ্রের দৃশ্য যেন আরও সুন্দর। ওখানকার ধূসর প্রাচীন প্রাসাদ আর শুভ্রতা মাখানো অট্টালিকার সারিগুলো যেন দূরের বাদামী রং পাহাড়ের পটভূমিতে বিচিত্র ছবির আভাস গড়ে তুলতে চাইছে। পাহাড়ের চারপাশে জেগে উঠেছে নীলাভ দ্যুতি আর ছায়া। ডেভিড আশ্চর্য হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি কিভাবে ঝড় কেটে গেল। ওর মনে হল বিস্কে উপসাগরের উপর

দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের ফলেই উপকূলের এই ঝঞ্ঝা বাতাস এত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়েছে। এদেশে বিস্কের উচ্চারণ হল ভিজকায়া। এখানেই রয়েছে বাস্ক প্রদেশ। সেটা সান সেবাস্তিয়ান পেরিয়ে উপকূল আর তটরেখার ওপারে! ওর চোখে যে পাহাড়গুলো জেগে উঠেছে, দূরের সীমান্ত ছোয়া শহরের মাথা ছুঁয়ে যা সারি সারি বিস্তৃত। এ সব পাহাড় ও গুইপুজকোয়া'র হকুন এলাকার। ওর পরেই রয়েছে নাভারা বা যার নাম এখানে নাভারে। কিন্তু আমরা এখানে কি করছি ভাবল ডেভিড। আর এরই সঙ্গে এই শহরের রাস্তায় হাঁটছিই বা কেন? এই উপকূল শহরের ম্যাগ্নোলিয়া আর রক্তবর্ণ মিমোশ ফুলের শোভা দেখে হেঁটে চলেছি কোথায় থাকার মত ভাড়া বাড়ি মেলে ভাবতে ভাবতে। আজ সকালে তুমি এত পরিশ্রমের কাজ করোনি যে তোমার বুদ্ধি বৃত্তিতে ঘুন ধরতে পারে। নাকি এর সবটাই গতকালের সেই ঘটনার রেশ? আজ সত্যিই কোন কাজ করোনি। আর একাজ যত তাড়াতাড়ি করতে পার ততই ভাল কারণ সময় বড় দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর তুমিও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছ। সময়ের কাজ ঠিক সময়ে না করলে কি হয়ে যাবে তোমার জানারও উপায় থাকবে না। কে জানে এরই মধ্যে সেটা হয়ে গেছে কিনা। ঠিক আছে আরম্ভ নাই বা করলে। অন্তত কথাটা মনে রাখা দরকার।

ভাবনার পোকা ওর মাথায় কিলবিল করে চলার ফাঁকে হেঁটে এগিয়ে চলল ডেভিড। ধূসরতার আস্তরণে ঘেরা দিনের আবহাওয়াই যেন ওর বুদ্ধি বৃত্তিকে ধারালো, তীক্ষ্ণ করে তুলতে চাইছিল, তারই সঙ্গে দৃষ্টি শক্তিকেও।

ঘরের মধ্যে খেলা করে চলেছিল সাগরের বাতাস। বিছানায় দুটো বালিশে পিঠের ভর রেখে, মাথার নিচে আর একটা বালিশ দিয়ে একাগ্রচিত্তে বই পড়ছিল ডেভিড। দুচোখের পাতা মাঝে মাঝে প্রায় ঘুমে বুঁজে আসতে চাইছিল ওর। মধ্যাহ্নভোজ শেষ করার পর একটু বিশ্রাম নেবার মাঝখানেই ও প্রায় ঘুমে ঢলে পড়ছিল। অনেকক্ষণ এর আগে ও ক্যাথরিনের জন্য অপেক্ষা করেছে, কিন্তু ফেরেনি ক্যাথরিন। ঠিক ওই মুহূর্তে ক্যাথারিণ ঘরে ঢুকতে ওর চটকা কেটে গেল।

ক্যাথারিণকে যেন চিনতে পারল না ডেভিড। ও শূন্য ঘুম জড়ানো চোখে ওর দিকে তাকাল। ক্যাথরিণ বুকের নিচে হাত রেখে কাশ্মীর সোয়েটার গায়ে ওর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ও প্রায় হাঁফাচ্ছিল যেন প্রচণ্ডভাবে ছুটে এসেছে।

'ওহ না না', ক্যাথরিণ বলে উঠল।

পরক্ষণেই ও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেভিডের বুকে মাথা রাখল।

ডেভিড স্বপ্নালু চোখে তাকাল আবার।

'না, ডেভিড, ওরকম করে তাকিও না। আমাকে তুমি চিনতে চাইছ না, তাই না?'

সম্বিত ফিরে আসাতেই ডেভিড ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরল তারপর নিচু হয়ে ওর ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিল বার বার।

'এতক্ষণ কি করছিলে, দুষ্টু?'

মুখ তুলে তাকাল ক্যাথরিন, ওর ঠোঁট চেপে বলল ডেভিডের ঠোঁটে। ডেভিড অনুভব করল ওর নরম রেশমী চুলের সুবাস আর শরীরী উত্তাপ।

'এবার বলছি', ক্যাথরিণ উত্তরে বলল। 'আমার খুউব খুশিখুশি লাগছে। দারুণ একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন আমি হচ্ছি তোমার একদম নতুন এক মেয়েছেলে, দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'তবে দেখা যাক।'

'হ্যাঁ, দেখাব, কিন্তু এক মিনিট সময় দাও।'

ও এগিয়ে এসে বিছানার সামনে জানালা দিয়ে আসা পরিপূর্ণ সূর্যের আলোয় দাঁড়াল। ও স্কার্ট খুলে ফেলেছিল আর পরেছিল শুধু কাশ্মীরী সোয়েটার আর কয়েকটা মুক্তোর অলঙ্কার।

'ভাল করে তাকিয়ে দেখ,' ক্যাথরিণ হাসিমুখে বলল। 'আমি হলাম আসলে এই রকম।'

ডেভিড একদৃষ্টে ওর বাদামী পা দুটো লক্ষ্য করল। আস্তে আস্তে ওর নজর গেল ক্যাথরিণের বাদামী হয়ে ওঠা মুখখানায় যেন পাথরে কুঁদে তৈরি একটা ছোট্ট মেয়ের মুখ। ক্যাথরিণ সোজা তাকিয়ে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ।'

'কিভাবে এরকম করলে?'

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলব?'

'যদি তাড়াতাড়ি বলতে পার তবেই।'

'না তাড়াতাড়ি পারব না। আস্তে আস্তে বলতে দাও আইকণ এন প্রোভেন্সে যাওয়ার সময় রাস্তায় কথাটা আমার মনে হয়। খুব সম্ভব যখন নাইমস-এ বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। তবে তখন বুঝিনি এতে কি রকম কাজ হবে বা ওদের কি ভাবে এটা করতে বলব। তারপর এতকালই ধারণাটা মনে পাকাপাকি গেঁথে গেলে ঠিক কি করব সেটা ভেবে নিই।'

ডেভিড হাত বাড়িয়ে ওর মাথায় আঙুলগুলো স্পর্শ করতে চাইল। ওর হাত

ক্যাথরিণের মাথা, কপাল সব জায়গায় খেলে চলল।

'আমায় বলতে দাও.' ক্যাথরিণ আবার বসল। 'আমি জানতাম বিয়রিৎসে নিশ্চয়ই ভাল ড্রেসার থাকবে। যেহেতু ওখানে অনেক ইংরেজ থাকে। তাই সেখানে পেঁছেই সবচেয়ে ভাল আর নামকরা জায়গাতে গেলাম সেখানে ড্রেসারকে সোজাসুজি বললাম আমার চুল একদম সামনে এনে দিতে হবে। ও এমন ভাবে ব্রাশ করল যে সব চুল আমার নাকে মুখে এসে পড়ল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি তাকে বললাম এমনভাবে চুল ছাঁটতে হবে যেন ছেলেরা যখন প্রথম স্কুলে যায় সেই রকম হয়। সে হেসে উঠল। সে জানতে চাইল কোন স্কুলের মত। আমি বললাম ইটন বা উইনচেষ্টারের মত। এটা বললাম কারণ রাগবি ছাড়া ওই দুটোই কেবল মনে পড়ল বলে। কিন্তু রাগবি কিছুতেই বলতাম না। আমি লোকটার কথায় ইটনই বললাম শেষ পর্যন্ত। সে তো কাজ করে চলল। ওর কাজ শেষ হলে আয়নায় দেখলাম একদম ইটনের সুন্দর একটি মেয়ে। আমি তখন বলে দিলাম আরও ছাঁটতে. তাই আরও ছাঁটা হলে বললাম ব্যাস এতেই হবে। ততক্ষণে অবশ্য ইটনের চিহ্নই আর রইল না। লোকটি বেশ চড়া গলায় বলল ইটনের ছাঁট এটা মোটেই না, মাদমোয়াজেল' আমি বললাম আমি ইটন ছাঁট চাই না, মঁসিয়ে, আর মাদামোয়াজেল বলবেন না, বলুন মাদাম। তারপর তাকে চুল আরও ছোট করার জন্য বললাম। কেমন হয়েছে বল, দুর্দান্ত না বিচ্ছিরি? কপালে চুল থাকলে পছন্দ হয় না? ইটন হলে চোখে এসে পড়ত।'

'দারুণ হয়েছে '

'একদম চিরায়ত তাই না?' ক্যাথরিণ বলল। 'তবে একদম জন্তুর মত টের পাচ্ছি। হাত দিয়ে দেখ টের পাবে।'

ডেভিড অনুভব করার চেষ্টা করল।

'খুব বেশি ভাল মনে হলে ভেবোনা। আমার মুখখানাই মানিয়ে নেবে। এবার বল আমরা ভালবাসব?'

ক্যাথরিণ মাথা নিচু করতে ডেভিড ওর মাথার উপর দিয়ে সোয়েটারটা খুলে নিল হাত গলিয়ে. তারপর গলার কাছে আঁটা ক্লিপটা খুলতে গেল।

'না খুলোনা, ওটা ওই ভাবেই থাক।'

ক্যাথরিণ বিছানার উপর পা দুটো এক সঙ্গে জুড়ে শুয়ে রইল। ওর মাথা শুভ্র চাদরের উপর। চার পাশেই শুভ্রতা। ওর বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে মুক্তো-গুলো। চোখ বুজে দুপাশে হাত রেখে শুয়ে রইল ও। ক্যাথরিণ যেন এক

নতুন রূপ নিয়েই আজ উপস্থিত হয়েছে, ওর মুখখানাই বদলে গেছে বলে ডেভিডের মনে হল। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাথরিণ বলল, 'আবার শুরু কর। হ্যাঁ, একেবারে নতুন করে একদম গোড়া থেকে—।'

'এটা কি তবে শুরু?'

'ওহ্ হ্যাঁ। খুব দেরি কোরো না। কোন অপেক্ষা নয়—।'

দুটো অগ্নিশিখা যেন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে মিলিয়ে যেতে চাইল। রাত গভীর হলে ক্যাথরিণ ডেভিডকে আঁকড়ে ধরে ওর বুকে মাথা রেখে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। ডেভিড ওর আঙুল বোলাতে চাইছিল ক্যাথরিণের চুলে। আধো জাগরণের আবেশে মুখ তুলে ডেভিডের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল ও। তারপর বলে উঠল ফিসফিস করে, ঘুমিয়ে থাকলেই তোমাকে দারুণ সুন্দর লাগে, তুমি আমার একান্ত নিজের হয়ে যাও। তখন তোমার ঘুম ভাঙাতে চায় না। মাঝে মাঝে ভাবি তুমি শুধুই ঘুমিয়ে থাকলে কেমন হয়। তুমি কত আপনার হয়ে যাও। এই কি স্বপ্ন বলে মনে হয় তোমার? তুমি জেগে উঠো না। আমিও এবার ঘুমিয়ে পড়ব। আমি ঘুমিয়ে না পড়লে সব দুষ্টু মেয়ে হয়ে যাব যে জেগে থেকে তোমাকে আগলে রাখে। 'ঘুমোও সোনা আমি তোমার পাশেই রইলাম। ঘুমোও···ঘুমোও।'

পরদিন সকালে যখন ডেভিডের ঘুম ভাঙলো সে জেগে উঠল তখনই ও দেখল ওর একান্ত আপনার সেই মেয়েটির সুন্দর শরীর ওরই পাশে। ওর নজর পড়ল বাদামী হয়ে ওঠা সেই মনোরম দেহটি, সেই সুঠাম কাঁধ, ঘাড়, ছোট্ট সুন্দর মাথা। সেই পেলব অপরূপ মেয়েটি রয়েছে ওরই পাশে, কুঁকড়ে থাকা একটা প্রাণীর মত, মাঝে মাঝে সে পাশ ফিরতে চেয়ে নড়ে উঠছে। ডেভিড পরম ভালবাসার আবেগে নিচু হয়ে ওর কপালে চুম্বন এঁকে দিতে চাইল, চুম্বনের স্নেহ স্পর্শ এঁকে দিল একই সঙ্গে ওর চোখে আর তারপর নিদ্রিত ঠোঁটে।

'আমি কিন্তু ঘুমিয়ে আছি,' ক্যাথরিণ বলে উঠল।

'আমিও তাই।'

'জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার। সারারাত এই আশ্চর্য, অপরূপ ব্যাপার ঘটে যেতে চাইছিল।'

'আশ্চর্য বলছ কেন? তা তো নয়।'

'তোমার বলতে ইচ্ছে হলে বলতে পার। আমরা পরস্পর কিন্তু বেশ সুন্দর মানানসই হয়ে আছি। আমরা দুজনেই তো ঘুমোতে পারি, কি বল?'

'তুমি কি শুধু ঘুমিয়ে থাকতে চাও?'

'আমি দুজনকেই ঘুমন্ত চাই।'

'বেশ, চেষ্টা করে দেখি।'

'তোমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

লক্ষীটি, চেষ্টা করে দেখ।'

'হুঁ, চেষ্টা করছি।'

'তাহলে চোখ বোঁজ। চোখ না বুঁজলে কেমন করে ঘুমোবে?'

'সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমাকে নতুন আর অচেনা একজন করে ভাবতে চাই।'

'তাহলে এ চিন্তাটা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে ভাল করেছি, বল?'

'উঁহু, কোন কথা নয়।'

'এটা হল সবকিছুকে আস্তে আস্তে হতে দেয়া, বুঝেছ? আমি আগেই সেটা করে ফেলেছি। বলনা, তুমি তো জানো? নিশ্চয়ই বলতে পারো। আমাদের দুজনের হৃদয়ের শব্দ আজ এক হয়ে গেছে শুনতে পাওনি? আমরা এক হয়ে গেছি, আমি জানি শুধু এটাই থেকে যাবে, এটা এমন সুন্দর, এত মনোরম এত অপরূপ, এতই তুলনাহীন—।'

বড় ঘরটাতে ঢুকে ক্যাথরিন আয়নার সামনে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে একদৃষ্টিতে যেন খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল।

'আমরা আজ বিছানায় বসেই প্রাতরাশ সেরে নিই এস,' ও বলে উঠল। 'শ্যাম্পেন খেলে কি খারাপ হবে? ওদের কাছে ল্যানসন আর পিয়ের-জুয়ে' বেশ ভাল জাতের আছে। টেলিফোন করব?'

'হ্যাঁ' বলে বাথরুমে ঢুকে ঝরনাকল ডেভিড খুলে তার নিচে দাঁড়াল। ওর কানে ভেসে আসছিল ক্যাথরিনের টেলিফোনে বলা কথার রেশ।

স্নান সেরে ঘরে ফিরে আসতেই ডেভিড দেখল বিছানাতেই পিঠের নিচে দুটো বালিশ রেখে খুব আরাম করে বসে রয়েছে ক্যাথরিন। বাকি চারটে বালিশ রয়েছে বিছানার অন্য দিকে মাথার কাছে।

'আমাকে ভিজে চুলে কেমন লাগছে?' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'একটু ভিজে ভিজে। তোয়ালে দিয়ে মুছেছো বোধ হয়?'

'কপালের উপরের দিকটা আরও ছোট করে নিতে পারি। এটা নিজেই

করতে পারব। বা ইচ্ছে হলে তুমিও ছেঁটে দিতে পারো।'

'তোমার চোখের উপর চুলগুলো এসে পড়লেই দেখতে ভাল লাগে আমার কাছে।'

'তাই হয়তো এসে পড়বে,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'কে বলতে পারে? এমনও হতে পারে এই চিরদিনের ব্যাপারটায় আমাদের হয়তো বিরক্তি এসে যাবে এক সময়। আজ আমরা সারাদিন সমুদ্রের তীরে শুয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক অনেক দূরে চলে যাব আমরা যেখানে কাউকেউ দেখতে পাব না। তারপর লোকজনেরা যখন মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেবার জন্য আসতে আরম্ভ করবে তখন আমরা সেন্ট জিন-এ যাব খেয়ে নিতে। তারপর আবার যখন খিদে পাবে তখন যাব পানীয়র জন্য বার-এ। কিন্তু প্রথমেই যেতে হবে সমুদ্রের ধারে, কাছে এসে ওর গায়ে হাত রাখল। ক্যাথরিন যেতেই হবে।'

'বেশ ভাল কথা।'

ডেভিড একটা চেয়ার সরিয়ে ক্যাথরিনের কাছে এসে এগিয়ে গিয়ে ওর গায়ে হাত রাখল। ক্যাথরিন মুখ তুলে তাকিয়ে বলল,' কি আশ্চর্য জানো, দুদিন আগে সব কিছুই আমার জানা হয়ে যায় কিন্তু এই সোমরস না কি, খেয়েই সব কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেল।'

'আমি জানি,' ডেভিড উত্তর দিল। 'তোমার করার কিছু ছিলনা।'

'কিন্তু ওই সমালোচনা লেখা কাগজ পড়ার ব্যাপারে তোমার মনে আমি আঘাত দিয়েছিলাম।'

'না, কোন আঘাত দাওনি,' ডেভিড বলল। 'হয়তো চেষ্টা করেছিলে কিন্তু পারোনি।'

'আমি দুঃখিত, ডেভিড। আমাকে বিশ্বাস কর।'

'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অদ্ভুত কিছু থাকে আর সেটা তাদের কাছে হয়ে থাকে দারুণ আপনার মত। তুমিও তো এর থেকে আলাদা নও।'

'সত্যিই না,' মাথা নাড়ল ক্যাথরিন।

'তাহলে সব ঠিক আছে,' ডেভিড উত্তর দিল। 'কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'আমি কখনই কাঁদিনা,' ক্যাথরিন বলল। 'কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।'

'আমি তা জানি কাঁদলে তোমায় সুন্দর লাগে,' ডেভিড বলল।

'না, না, এমন কথা বলবে না। আমি আগে কোনদিন কেঁদেছি, বল?'

'কখনও না।'

'কিন্তু আমরা দুটো দিন যদি সমুদ্রের তীরে কাটাই তোমার পক্ষে কি খারাপ হবে? আগে সাঁতার কাটার সুযোগ পাইনি, তাই এখানে থেকে একবারে সাঁতার না কাটতে পারলে দারুণ খারাপ লাগবে। এটা একদম বোকার মতই কাজ হবে। এখান থেকে আমরা কোথায় যাব? হ্যাঁ, বুঝেছি, এখন তো সেটা ঠিকই করিনি। আজ রাত্রিরে না হয় কাল সকালেই ঠিক করে ফেলতে হবে। কোথায় গেলে ভাল হয় তোমার মতে?'

'আমার মতে যেকোন জায়গাতেই ভাল হবে,' ডেভিড উত্তর দিল।

'তাহলে তাই যাব।'

'খুব বড় জায়গা হতে হবে সেটা।'

'দুজনে একা একা, চমৎকার হবে। সুন্দর করে সব জিনিস গুছিয়ে নেব আমি।'

'বেশি কিছু গোছাবার নেই, রূপচর্চার জিনিসগুলো গুছিয়ে নেয়া আর দুটো বড় ব্যাগে সব ভরে বেঁধে ফেলা।'

'তোমার ইচ্ছে হলে সকালবেলাতেই রওনা হতে পারি। আমি সত্যিই চাই না তোমার অসুবিধা হোক বা কোন চাপ পড়ুক তোমার মনে।'

ঠিক তখনই দরজায় ঠুক করে শব্দ করল ওয়েটার।

'পেরিয়ার-জুয়ে' ফুরিয়ে গেছে, মাদাম। তাই ল্যানসন নিয়ে এসেছি,' ওয়েটার বলল।

ক্যাথরিনের চোখে আর জল ছিলনা। ডেভিড ওকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'জানতাম।'

॥ ৬ ॥

সকালটা ওরা কাটিয়েছে প্রাদো'তে তারপর এখন ওদের দেখা যাচ্ছিল পুরু পাথুরে দেয়ালে তৈরি একটা বাড়িতে, এটা রেস্তোঁরা। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা আর খুবই প্রাচীন। বাড়িটির দেয়ালের সামনে থরে থরে সাজানো ছিল মদের পিপে। টেবিলগুলোও বেশ পুরনো আর পুরু, চেয়ারগুলো বহু ব্যবহারে প্রায় জীর্ণদশা প্রাপ্ত। দরজার মধ্য দিয়ে ঘরে আলো ঢুকছিল। ওয়েটার ওদের জন্য নিয়ে এল প্রথমে গ্লাসে করে রঙীন পানীয় ঘর নাম মানজানিলা। এটা আনা হয়েছিল ক্যাদিৎসের কাছাকাছি কিছু জমি থেকে। এর সঙ্গে ছিল নতুন ধরণের আর একটি খাদ্য, জামোন নেরামো। এটা তৈরি করা হয় শূকরের মাংস কালি

করে কেটে। এর সঙ্গে থাকে গাঢ় মশলা মাখানো সসেজ। এর নাম সালবিচোঁ। এই সসেজ আসে ভিক শহর থেকে। ওরা আয়েস করে মানজানিলায় চুমুক দিতে লাগল। পানীয়টার স্বাদ অনেকটা বাদামের মত।

ক্যাথরিনের সামনে নতুন চাদর পাতা টেবিলে দেখা যাচ্ছিল স্পেনীয়-ইংরাজী ভাষার একখানা বই, আর ডেভিড ব্যস্ত ছিল সামনে রাখা সেদিনকার স্তূপীকৃত খবরের কাগজ নিয়ে।

বাইরে বেশ গরমের দিন সত্ত্বেও প্রাচীন বাড়িটার ঘরের মধ্যে বেশ আরামের রেশ জেগেছিল। ওয়েটার এসে ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের গাজপ্যাচো এনে দেব?'

লোকটি বেশ বৃদ্ধ। সে কথাটা বলেই ওদের গ্লাস ভর্তি করে দিল।

'সেনোরিটার এটা পছন্দ হবে?' ডেভিড জানতে চাইলো।

'দিয়ে দেখুন না আপনিই', ওয়েটার গম্ভীর হয়ে বলল যেন সে কোন ঘোটকীর বিষয় কথা বলছে।

একটু পরেই ওয়েটার মস্ত একটা বাটীতে সেটা হাজির করল। টলটলে এক পদার্থ, উপরে ভাসছে বরফের টুকরো। কুচিয়ে দেয় শসা, টম্যাটো, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা। জিনিসটার স্বাদ অনেকটা তেল আর ভিনিগারের মত।

'এটা অনেকটা স্যালাডের স্যুপের মত লাগছে', ক্যাথরিন বলল। 'খেতে তো বেশ সুন্দর।'

'এর নাম গাজপ্যাচো, সিনোরিটা', ওয়েটার উত্তর দিল।

ওয়েটার বিদায় নিতে ওরা মস্ত এক পাত্র থেকে ভালদেপেজা নামের পানীয় ঢেলে চুমুক দিতে লাগল। তরল ওই পানীয় ওদের পাকস্থলীতে একটু আগের খাদ্যকে সম্ভবত, বেশ ভালভাবেই হজমে সাহায্য করল।

'এই মদের নাম কি?' ক্যাথরিন জানতে চাইল।

'এটা এক ধরণের আফ্রিকায় তৈরি মদ,' ডেভিড জানালো।

'সবাই বলে আফ্রিকার শুরু হল পিরেনীজ থেকে', ক্যাথরিন বলে উঠল। প্রথম যখন কথাটা শুনি কি ভাল যে লেগেছিল কি বলব।'

'সহজ কথা আর কি', ডেভিড বলল, 'এটি তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল। শুধু পান করে যাও।'

'কিন্তু একটা কথা, আফ্রিকায় যদি না যাই তাহলে কি করেই বা বলব আফ্রিকার শুরু কোথায়? মানুষ যে কত রকম গোলমেলে বর্ণনা দিতে চায়।'

'সেটা ঠিক। এমন কথা বলা যায় বটে,' ডেভিড বলল।

'বাস্ক দেশটা নিশ্চয়ই আফ্রিকা সম্বন্ধে যা শুনেছি তাও কিছুতেই না।'

'সে কথা বলতে গেলে অ্যাস্টুরিয়া বা গ্যালিসিয়াও নয়। উপকূল ছেড়ে যতই এগোবে ততই দ্রুত আফ্রিকার কাছাকাছি যেতে হবে', ডেভিড বলল।

'কিন্তু দেশটাকে কখনও কেউ এঁকে ফোটাতে চেষ্টা করেনি কেন ?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল। 'যে কোন ছবিই হোক পিছনের পটে সব সময়েই দেখা যায় স্পেনের পাহাড়ি এলাকা।'

'এ হল সীয়েরা', ডেভিড বলল। 'তুমি যে ভাবে দেখছ সে ভাবে কেউই ক্যাস্টিলার ছবি কেনে নি। কারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার মত সেরা শিল্পী ওদের ছিল না। শিল্পীদের যা হুকুম দেয়া হত তারা তাইই আঁকত।'

'একমাত্র গ্রেকোর টলিডো ছাড়া। এমন চমৎকার একটা দেশ অথচ ছবি আঁকার যোগ্য একজন শিল্পীও নেই, কি দুঃখের কথা', ক্যাথরিন বলল।

'গ্যাজপাকোর পর এবার আমরা কি খাব ?' ডেভিড বলল।

ইতিমধ্যে জায়গাটার মালিক মাঝ বয়সী, বেশ স্বাস্থ্যবান, চৌকোমুখো একজন মানুষ ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

'ডেভিড আবার বলল. 'ওঁর মতে আমাদের খাওয়া উচিত যে কোন ধরণের মাংসের খাবার।'

মালিক এর উত্তরে বারবার বলে উঠলেন, 'মাংসের ঝোল খুব চমৎকার। দারুণ লাগবে। আনতে বলব ?'

'না. না, দয়া করে শুধু স্যালাড পাঠিয়ে দিন', ক্যাথরিন বলল।

'ঠিক আছে কিন্তু. অন্তত একটু কিছু পান করুন', মালিক চাপ দিতে লাগলেন। তারপর নিজেই একটা পাত্র থেকে ওদের গ্লাস ভর্তি করে দিলেন।

'না, আমি আর পান করব না', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'মাপ করবেন. আমি একটু বেশি কথা বলছি। হয়তো একটু বোকার মতই। আমি এই রকমই বোধ হয়।'

'আপনি বেশ চমৎকার কথা বলেন, এমন গরম কোন দিনের পক্ষে ভারি চিত্তাকর্ষক। এই পানীয় কি আপনাকে এরকম কথা বলাতে চাইছে ?'

'সোমরস যা করায় তার চেয়ে এ অন্য রকম বাচালতা বলতে পারেন.' ক্যাথরিন বলল। 'এতে ভয়ানক কিছু অনুভূতি জন্মায় না। আমি আমার চমৎকার জীবনযাত্রা শুরু করেছি, আর নানা বিষয়ে পড়াশোনা করছি, চারদিকে দৃষ্টি রেখে চলেছি। সোজা কথায় আমি আমার জীবনটাকে উপভোগ করে চলেছি। যে করেই হোক এটা বজায় রাখতে চাই। তবুও বলছি বছরের

এরকম সময় কোন শহরেই থাকা উচিত নয়। হয়তো তাই এখান থেকে চলেও যাব আমরা। জায়গাটাকে ছবিতে ফুটিয়ে রাখতে পারলে বড় ভাল হত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ছবি আঁকতে জানিনা বা পারি না। অনেক ভাল ভাল জিনিস আমি জানি যা লেখা যায় কিন্তু মোটেও লিখতে পারি না আমি, একটা চিঠি লিখলেও বোকা বোকা লেখা হয়ে পড়ে। মজার ব্যাপার হল এ দেশটায় আসার পরেই আমার লেখক বা শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এটা অনেকটা সব সময়েই খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করা অথচ তা নিয়ে আপনার কিছুই করার থাকে না।

'দেশটা তো এখানেই রয়েছে। এ বিষয়ে তোমার করার কিছুই নেই। এটা সব সময় এখানেই থেকে যাবে, যেমন প্রাদো এখানে আছে, ডেভিড বলল।

'তোমার মধ্য দিয়েই তো সব পাচ্ছি আমি,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল। 'আমি তাই মরতে চাইনা, মরে যাতে হারাতে না হয়।'

'এই যে এত দূরে গাড়িতে এসেছি এর প্রতিটি মাইল তোমার। এই যে বিরাট হলুদ প্রান্তরে ঘেরা দেশ, এই বরফসাদা পাহাড়ের সারি, দুরন্ত গতিতে বয়ে চলা বাতাস আর বাতাসের বেগে দুলে ওঠা পথের ধারে পবালার গাছের বীথি, এর সবটাই তো তোমার, ক্যাথরিন। মনে করে দেখ তুমি কি নিজের করে ফেলে আসা গ্রাউ দু বোই, আইগস্ মর্তে বা ব্যামারগিউতে পাওনি, যে দেশগুলো আমরা বেড়িয়ে এসেছি সাইকেলে? এখানেও সেই একই রকম অনুভূতি টের পাবে।'

'কিন্তু যখন আমি আর পৃথিবীতে থাকবনা তখন কি হবে?' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'তখন তো এসবের বাইরে চলে যেতে হবে।'

'না, আমি মরতে পারব না কিছুতেই।'

'বেশ, কিন্তু সেটা যতক্ষণ না ঘটেছে ততক্ষণ আর তাই নিয়ে মাথা ঘামিও না। চারদিকের জন্যে চোখ বুলিয়ে নিতে থাকো, সব অনুভব কর, মন দিয়ে স্পর্শ কর।'

'কিন্তু সব কিছু মনে রাখতে না পারলে কি হবে?'

ডেভিড মৃত্যু সম্বন্ধে এমন ভাবে কথা বলতে চাইছিল যেন এর অস্তিত্বই নেই। ক্যাথরিন সুরার গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে চলেছিল। ওর নজর পড়েছিল সামনের সেই পাথুরে দেয়ালগুলোর উপর। দেয়ালের গায়ে একটু উঁচুতে বসানো ছোট ছোট বেশ কিছু জানালা। সেখান থেকে নজরে পড়ে

পাশের সরু সরু গলিপথ যে গলিপথে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না কোনদিনই। এরই মাঝখানে দেয়াল কেটে বসানো দরজা দিয়ে চলে যাওয়া যায় এক ঘেরা জায়গার যেখানে উজ্জ্বল সূর্য কিরণে চতুষ্কোণ চত্বরটা ঝলমল করে চলেছে।

'বাইরে জীবন কাটানোর জন্য সেই জীবন যদি বেছে নাও সেটা কিন্তু হবে বড় ভয়ানক', ক্যাথরিন বলল। 'হয়তো আমি ফিরে যাবো আমার নিজস্ব জীবনটাতে তোমার আর আমার নিজের জীবনে, যে জীবন আমি মানে আমরা দুজনে তৈরি করেছি। সেই চমৎকার জীবনটায় আমি কত সফল। সে জীবন গড়ে তুলেছিলাম এই তো সেদিন, মাত্র চার সপ্তাহ আগে। ভাবছি সেই সব কেড়ে নেয়া জীবনই আবার গড়ে তুলব আমি।'

ইতিমধ্যে স্যালাড এসে পৌঁছল। গাঢ় কাপড়ে ঢাকা টেবিলের উপর স্যালাডর রং আর তোরণে সাজানো চত্বরের উপর ছড়িয়ে পড়া সোনাঝরা সূর্যের কিরণ কেমন মোহ জাগিয়ে তুলতে চাইছিল চারপাশে।

'এখন ভাল লাগছে তো!' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আমি শুধু নিজের কথাই এমন করে ভাবছিলাম যে আবার অসহ্য হয়ে উঠছিলাম বুঝতে পারছি। আমি বোধ হয় হয়ে যাচ্ছিলাম কখনও শিল্পী, শিল্পী হয়ে কেবল নিজের ছবি আঁকতেই মশগুল হয়ে পড়ছিলাম। বিচ্ছিরি ব্যাপার। এখন বেশ ভাল লাগছে, কিন্তু তবু আগেকার সেই ব্যাপারের একটু রেশও যেন রয়ে গেছে।'

অনেকক্ষণ ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়ে প্রচণ্ড গরমের ভাবটা কেটে যেতে শুরু করেছিল। বিরাট প্রাসাদটার একখানা কামরায় ওরা জানালা দরজার শার্সি ফেলে অস্পষ্ট আলোয় বিশ্রাম করছিল। একটু আগেই দুজনে মিলে মস্ত স্নানের টবে স্নান সেরে নিয়েছিল। স্নান করতে গিয়ে বেশ মজাই করেছে দুজনে। জল বেরোনোর পাইপের সংযোগটা সুইচ টিপে চালু করতে দুরন্ত বেগে জল ছিটকে ওদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা টবের মধ্যেই সাঁতারের তৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা চালিয়েছে। মস্ত তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে আশ্রয় নিয়েছে শয্যায়।

বিছানায় শুয়ে থাকার মুহূর্তে মাটির মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়া ঠাণ্ডা বাতাস ওদের শরীরে এক মিষ্টি শির শির করা আমেজ জাগিয়ে তুলছিল। ক্যাথরিন উপুড় হয়ে কনুইতে ভর দিয়ে চিবুকে হাত রেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় আমি যদি আবার একটা ছেলে হয়ে যাই তাহলে বেশ মজার ব্যাপার হবে

না ? তাতে কোন গণ্ডগোল হবে না দেখে নিও।'

'তুমি যা সেটাই আমার ভাল লাগে।'

'খুব লোভ হচ্ছে। তবে স্পেনে এরকম করব না ভাবছি। এ দেশটায় বড় নিয়মের কড়াকড়ি।'

'যা আছ তাই থাকোনা।'

'কথাটা বলার সময় তোমার গলার স্বরটা এরকম বদলে যাচ্ছে কেন? আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই রকমই করব।'

'না। এখন নয়।'

'এখন নয় বলার জন্য ধন্যবাদ। তাহলে একটা মেয়ের মত ভালবাসার খেলায় যোগ দেব তারপর ইচ্ছেটা পূরণ করব?'

'তুমি একটা মেয়ে। কিছুতেই ভুলতে চেও না। কিছুতেই না। তুমি আমার সুন্দরী বউ ক্যাথরিন।'

'হ্যাঁ, আমি তোমার বউ-বউ-বউ। তোমায় আমি দারুণ ভালবাসি -- খুউব ভালবাসি।'

'আর কথা বোল না।'

'হ্যাঁ, একশবার বলব। আমি তোমার আদরের ক্যাথরিন—আমি তোমায় প্রাণমন দিয়ে ভালবাসি—অনেক অনেক ভালবাসি—।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বারবার বলতে হবে না। আমি বুঝেছি', ডেভিড বলল।

'আমার বলতে ভাল লাগে, তাই বলতেই হবে। আমি খুবই ভাল মেয়ে কথাটা জেনে রেখ, ভাল মেয়ে থাকব দেখে নিও। প্রতিজ্ঞা করছি, আবার অনেকবার কথাটা বলব, বলব, বলব।'

'একথা বলার দরকার নেই, ক্যাথরিন।'

'হ্যাঁ, আছে। আমি বলছি, তোমাকেও বলতে হবে। বল না একবার শুনি।' ডেভিড কোন উত্তর দিলনা আনমনে তাকিয়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল দুজনে, তারপর এক সময় ক্যাথরিন বলে উঠল, 'তোমাকে এত ভালবাসি, তুমি আমার এত সুন্দর স্বামী।'

'তুমি দারুণ।'

'তুমি যেমন ভেবেছিলে আমি ঠিক সেই রকম হয়েছি?'

'তোমার কি মনে হয়?' বলল ডেভিড।

'আমার ধারণা ঠিক তাই হতে পেরেছিলাম।'

'তুমি ঠিক তাই হয়েছ।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এমন হব বলে আর তাই কথাটা আমায় রাখতেই হবে। এবার বল আবার ছেলে হয়ে যাব?'

'এরকম হতে চাইছো কেন?'

'শুধু একটুক্ষণের জন্য!'

'বুঝলাম, কিন্তু কেন?'

'আমার কিরকম যেন ভাল লাগে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে আবার ছেলে হয়ে যাব, অবশ্য তোমার যদি এটা খারাপ না লাগে। হব আবার?'

'খারাপ লাগা চুলোয় থাক।'

'তাহলে হত?'

'সত্যিই ইচ্ছে করছে?'

বারবার ডেভিড 'ইচ্ছে করছে' বলতে ক্যাথরিন বলে উঠল, 'ইচ্ছে করছে কিনা জানিনা তবুও হত। বল না, মত দিচ্ছ?'

'বেশ,' ডেভিড কথাটা বলেই নিচু হয়ে চুম্বন করল ক্যাথরিনকে।'

'না, কেউ বলতে পারবে না আমরা কে ছেলে কে মেয়ে। আমি শুধু রাত্তিরে ছেলে হয়ে যাব কিন্তু তোমাকে ঝামেলায় ফেলব না দেখে নিও। এনিয়ে ভেবোনা কিন্তু।'

'ঠিক আছে, ছোকরা।'

'যখন বলেছিলাম না হলেও হবে তখন কিন্তু মিথ্যে বলেছিলাম। ইচ্ছেটা হঠাৎই কেন যেন এসে পড়ল মনের মধ্যে।'

ডেভিড চোখ বুঁজে শুয়ে রইল আর উচ্চবাচ্য করল না। ক্যাথরিন ঝুঁকে চুমু খেল ওকে। আরও এগিয়ে গেল ক্যাথরিন, ডেভিড ওর উন্মদনা ভাল করেই অনুভব করে চলল।

'এবার তুমি বদলে যাও, বুঝেছ', ক্যাথরিন আবার বলল। 'আমি কিন্তু তোমাকে বদলে দেবনা তুমি নিজেই বদলাবে। কেমন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার তুমি বদলে গেছ। একদম বদলে মেয়ে হয়ে গেছ। আমিই করে দিলাম, তুলে যেও না। এবার তুমি হয়ে গেছ আমার আদরের ক্যাথরিন। আমার চমৎকার, সুন্দর বউ ক্যাথরিন। আমার ভালবাসার পরী, মোহময় টুকটুকে ক্যাথরিন। ওঃ আমার সুন্দর ক্যাথরিন—ক্যাথরিন—।'

ক্যাথরিন চুপচাপ অনেকক্ষণ শুয়ে ছিল, ডেভিডের মনে হল ও ঘুমিয়ে

পড়েছে। পরক্ষণেই নড়ে উঠল ক্যাথরিন তারপর আস্তে আস্তে কনুইতে ভর দিয়ে মুখ তুলে তাকাল।

কাল আমার নিজের জন্য দারুণ একটা চমক নিয়ে আসব', ও বলে উঠল। 'আমি কালই প্রাদোতে যাব সকালবেলাতেই, সেখানে একটা স্কুলের মত সব ছবি দেখে আসব।

না: আমার আর কিছু বলার নেই, আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি'. ডেভিড বলে উঠল

॥ ৭ ॥

সকাল হতেই ডেভিড বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, ক্যাথরিন তখনও ঘুমিয়ে ছিল। ডেভিড হাত মুখ ধুয়ে সকালের উঁচু ওই উপত্যকার টাটকা বাতাস প্রাণ ভরে উপভোগ করার তাগিদে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ও পাহাড়ি চড়াই ভেঙে প্লাজা স্যান্টা অ্যানোর দিকে। এক ফাঁকে কাফেতে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকালের স্থানীয় খবরের কাগজ গুলোতেও তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিতে ছাড়েনি। ক্যাথরিন দশটার সময় প্রাদোতে দোকান খোলার সময় যাবে ঠিক করে রেখেছে, তাই বেরিয়ে পড়ার আগে ও ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছে। যাতে ঠিক ন'টার সময় ক্যাথরিনের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

পাহাড়ি রাস্তায় চলতে চলতে অনেক কথাই মনে পড়ছিল ডেভিডের। ক্যাথরিনের চমৎকার মাথার আকৃতির কথাটাই বারবার ওর মনের পরদায় জেগে উঠতে চাইছিল। শ্বেত শুভ্র বিছানায় যেন পড়েছিল একটা বহু প্রাচীন মুদ্রা। কাছে বালিশ ছিল না। ওর সারা শরীরটা অপূর্ব এক দৃশ্য গড়ে তুলেছিল বিছনার পটভূমিতে। গত এক মাসই হবে হয়তো। এমন একটা দৃশ্য বারবার দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি ডেভিড। এরপর আরও সময় কেটেছে ওদের লে গ্রাউ ডু রোই য়ে সেখান থেকে হেনডেই'তে। সেখানে ওরা কাটিয়ে এসেছে দুটো মাস।

ডেভিডের আরও অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। ক্যাথরিনের সেই বিচিত্র ব্যবহার। নাইমসেই ও সেই অদ্ভুত ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দু'মাস নয়। ডেভিড ভাবল আমাদের বিয়ে হয়েছে তিন মাস দু সপ্তাহ, আর তাই আমার মনে হয় ওকে সুখী করতে পারব। কিন্তু এটাও ভাববার কথা কেউ কাউকে কি চিরদিনের জন্য সুখী করতে পারে? শুধু এর মধ্যে জড়িয়ে

থাকা ছাড়া আর কিছু এতে থাকেনা। কেউ অন্যের দায় চিরকাল নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তফাৎ হল, ডেভিড মনে মনে নিজেকে বলতে চাইল, ক্যাথরিন একথাই বলেছে। সেই প্রশ্ন করেছে।

খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেলে প্রাতরাসের দাম মিটিয়ে ডেভিড যখন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসে উপত্যকার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল তখনই বেশ ঠাণ্ডা বাতাসও বইতে শুরু করে। ও পায়ে পায়ে স্থানীয় ব্যাঙ্কের বিষাদ ভরা শান্ত পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। খোঁজ নিতেই ওঁর হাতে পৌছল প্যারী থেকে ওরই নামে আসা কিছু কাগজপত্র। খাম খুলে ও চিঠি পড়ে নিয়ম মাফিক পথে ব্যাঙ্কের ড্রাফটটা ভাঙানোর জন্য প্রতীক্ষায় রইল। বিরক্ত বোধ করলেও করণীয় কিছুই ছিল না। ওর নিজের ব্যাঙ্ক থেকে এ ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছিল ড্রাফটটা। সেটা এসেছে মাদ্রিদ থেকে।

এক সময় কাজ মিটলে ডেভিড নোটের বাণ্ডিল ওর জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে আবার রোদ্দুরের উজ্জ্বলতায় বেরিয়ে পড়ল। চলার ফাঁকে এক সময় ও একটা কাগজ বিক্রির দোকানে দাঁড়িয়ে সেদিনের সকালের এক্সপ্রেসে আসা ইংরাজী আর আমেরিকান সংস্করণের কয়েকখানা কাগজ কিনে নিল। এরই সঙ্গে ও কিনল কয়েকখানা ষাঁড়ের লড়াই সংক্রান্ত সাপ্তাহিকও। তারপর সাপ্তাহিকগুলো দিয়ে খবরের কাগজ কয়েকটা জড়িয়ে নিয়ে কারেরা সান জেরোনিমো বরাবর বেশ মিষ্টি বহতা বাতাসের মধ্য দিয়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। সকালের বিষাদ ব্যঞ্জনা জড়ানো বুকে ইতালিয়ানোসের আবহাওয়ায় ওর শরীরে শিহরণ এনে দিতে চাইছিল। জায়গাটায় কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না, ডেভিডের মনে পড়ল ক্যাথরিনের সঙ্গে ওর এখানে দেখা করারও কোন ব্যবস্থা করেনি ও।

'কি পান করবেন ? ওয়েটার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

'বীয়ার, ও উত্তর দিল।

'এখানে বীয়ার পরিবেশন করা হয় না।'

'তোমাদের এ জায়গায় বীয়ার পাওয়া যায় না ?'

'পাওয়া যায় তবে এই রেস্তোঁরায় নেই।'

'তাহলে যা আছে তাই তোমাদের থাক', কাগজগুলো হাতে তুলে নিয়ে ডেভিড আবার বেরিয়ে এল। রাস্তা পার হয়ে ও উল্টো দিকের নিশানা ধরে এগিয়ে গেল। একটু তফাতেই ও পৌছল ক্যালে ভিত্তোরিয়া হয়ে শরভেজরিয়া আলভারেজ-এ। ঘরের মধ্যে ঢুকে চলার রাস্তার ধার ঘেঁসে রাখা একটা টেবলের সামনে বসে পড়ে বীয়ারের জন্য হুকুম দিল ও। ওয়েটার বিরাট একটা

গ্লাসে বীয়ার রেখে যেতে ডেভিড সেটা তুলে পান করে চলল।

ওয়েটার যা বলেছে সেটা নিশ্চয়ই ঠিক, ভাবল ডেভিড। ওই জায়গায় বীয়ার পাওয়া যায় না। এ জায়গা বীয়ার পান করার জন্যে নয়। ওয়েটার সরল ভাবেই কথা বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। ডেভিড এটাও ভাল লোকটা ওকে কখনই অপমান করতে চায়নি। ও ধরণের চিন্তাটাই খারাপ বলেই মনে হল ডেভিডের। এ ধরণের ভাবনার জন্য লজ্জিত বোধ করল ও। এরপর ও দ্বিতীয় আর এক গ্লাস বীয়ার আনিয়ে নিল, তারপর ওয়েটারকে ডেকে দামের কথা জিজ্ঞাসা করল।

'সেনোরিটা আসেন নি?' ওয়েটার জানতে চাইল।

'তিনি মুসিও দেল প্রাদো'য় গেছেন। আমি তাকে আনতে যাচ্ছি।'

'আপনার যাত্রা শুভ হোক,' ওয়েটার বলল।

ডেভিড বীয়ারের দাম মিটিয়ে উংরাই পেরিয়ে অল্পদূরত্বের রাস্তা ধরে হোটেলে পৌছল। চাবিটা ডেস্কেই থাকায় ও ওদের ফ্ল্যাটের তলে উপস্থিত হয়ে কাগজ-গুলো আর চিঠি ঘরের টেবিলে রেখে টাকাগুলো স্যুটকেশে ঢুকিয়ে বন্ধ করল সেটা।

ঘরটা ইতি মধ্যে সাফ করা হয়ে গিয়েছিল, জানালার শার্সিও নামিয়ে রাখা ছিল। বাইরের তাপ আর আলো না ঢোকায় ঘরটায় চাপা অন্ধকার। বাথরুমে গিয়ে ও স্নান সেরে নিয়ে চিঠিপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে চারটে চিঠি বের করে প্যান্টের পিছনের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। এরপর ডেভিড নিউইয়র্ক হেরাল্ডের প্যারীর সংস্করণের সঙ্গে শিকাগো ট্রিবিউন আর লণ্ডন ডেইলী মেলের কাগজ কখানাও হাতে নিয়ে হোটেলের নিচের তলায় বারে পৌছল। চাবিটা ডেস্কের মধ্যে রাখতে ও একবার সেখানে দাঁড়িয়ে কার্যরত কেরানীকে বলল মাদাম এলে জানাতে যে ও বার-এ অপেক্ষা করছে।

বার-এ গিয়ে একটা টুলে বসে ও ওয়েটারকে এক গ্লাস মারিসমেমো আনার হুকুম দিয়ে খামগুলো ছিঁড়ে চিঠিগুলো বের করল। ওয়েটার গ্লাস আর বোতল এনে রাখতে ডেভিড রসুনের গন্ধ যুক্ত সেই পানীয়তে চুমুক দিয়ে চিঠি পড়া শুরু করল।

একটা চিঠিতে ছিল ওর বইয়ের সমালোচনার কিছু অংশ। ওগুলো কয়েকটা সাময়িকপত্রে ওর উপন্যাসের যে সমালোচনা বেরিয়েছিল তারই টুকরো। নিরা-সক্ত ভঙ্গীতেই ডেভিড নিজের লেখার সমালোচনা পড়ে চলল।

পড়া শেষ হল কাগজগুলোও আবারখামেই ঢুকিয়েরাখল। সমালোচনাগুলোর

কিছুটা ওরই প্রশংসা ছিল,তা সত্ত্বেও-এর কোন মূল্য ওর কাছে গ্রহণযোগ্য হলনা।

একই নিরাসক্ত ভঙ্গীতে ও এবার ওর প্রকাশকের চিঠিটা পড়ে চলল। বই বেশ ভালই বিক্রি হয়েছে. প্রকাশক তাই আশা প্রকাশ করেছেন বিক্রির এই ধারা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে তিনি একথাও অবশ্য না বলে পারেন নি যে এ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যতবাণী করা ঠিক নাও হতে পারে। এটা অবশ্য ঠিক এখন পর্যন্ত বইটি বেশ ভালভা.বই সকলে গ্রহণ করেছে আর বিদগ্ধ সমালোচকদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে, ফলে ওর পরের কোন বইয়ের জন্য পাঠকেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা রয়েছে। এই উপন্যাসটা যে ওর প্রথম উপন্যাস নয়, দ্বিতীয়. সেটাই মস্ত সুবিধা। এটা খুবই আশাহত বিষয় যে আমেরিকান ঔপন্যাসিকরা তাদের প্রথম উপন্যাস ছাড়া আর ভাল কিছু পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন না। প্রকাশক আরও জানিয়েছেন, যেহেতু এই উপন্যাস ওর দ্বিতীয় উপন্যাস অতএব পাঠকের কাছে তাদের প্রত্যাশা ঢের বেশি। প্রথমটার মত দ্বিতীয়টাও তাদের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে।

নিউ ইয়র্কে এই গ্রীষ্মকালটা যেন কিছুটা দুভাবনায় হয়ে উঠেছে। যেমন ঠাণ্ডা তেমনই বৃষ্টি চলেছে সেখানে। ডেভিড প্রায় শিহরিত হল কথাটা মনে জাগতেই। কি বিশ্রী সময় কাটছে এসময়টা নিউ ইয়র্কে সকলের। ডেভিডের চোখের সামনে কিছু ঘটনা যেন পরদায় ফুটে উঠতে লাগল সেই বেজন্মা কুলিজ ব্ল্যাক হিলের পাশে হয়তো এখন ট্রাউট মাছ ধরতে ব্যস্ত। সেখানে লেখকরাও যা ইচ্ছে কলম চালিয়ে চলেছে। চুলোয় যাক ও যে কথা দিয়েছে। কার কাছে কোন কথা দিয়েছে ও ডাগাল' কে না কি বুকম্যানকে না নিউ রিপাবলিককে? না, কথাটা ওকে দিয়ে থাকলে রাখতেই হবে, এর নড়চড় ও করবে না। কি যন্ত্রনা।

'হ্যালো!–.' কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'এরকম গোমড়ামুখো হয়ে কি করছেন?'

'হ্যালো' কর্ণেল' ডেভিড উত্তর দিল। ও বেশ খুশি হয়ে উঠল হঠাৎ। 'তুমি এখানে কি করছ?'

চমৎকার পেটানো শরীর কর্ণেলের। নীলাভ চোখের তারা. এলোমেলো চুল, বাদামী মুখের ত্বক। দেখে মনে হয় কোন ভাস্কর যেন বাটালী দিয়ে পাথর কেটে তৈরি করতে গিয়ে সেটা ভেঙে ফেলেছে। কর্ণেল এগিয়ে এসে ডেভিডের গ্লাসটা মুখের কাছে এনে পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিলেন।

ওয়েটারকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'ওই টেবিলের তরুণকেও যে পানীয়

এনে দিয়েছিলে আমার জন্যও নিয়ে এস। সঙ্গে এক বোতল ঠাণ্ডা জল থাকে যেন। বরফ দরকার নেই। দেরি হয় না যেন, তাড়াতাড়ি—।

'হ্যা, স্যার, আনছি—।'

'এস.' কর্ণেল ডেভিডকে আহ্বান জানালেন। 'তোমায় চমৎকার লাগছে।' ঘরের কোনের কাছটায় একটা টেবিলের সামনে বসে পড়ল দুজনে।

কর্ণেল জন বয়েলের দেহে গাঢ় নাল স্যুট, নাল সার্ট আর কালো টাই। দেখে মনে হয় পোশাকটা শরীর ঠাণ্ডাই রাখছে।

ডেভিড উত্তরে বলল,' তোমাকেও তো তাই।'

'আমি সবসময়েই চমৎকার থাকি।' কর্ণেল উত্তর দিলেন। কাজ কর্ম চাই নাকি কিছু?'

'না,' ডেভিড উত্তর দিল।

'সেই আগের মতই আছ দেখা যাচ্ছে। কি কাজ জানতেও চাইলে না,' কর্ণেলের গলার স্বরে অদ্ভুত শব্দের প্রকাশ দেখা গেল।

ওয়েটার ইতি মধ্যে গ্লাস আর বোতল হাজির করে দুটো গ্লাস ভর্তি করে দিল।

'এটা কি ধরণের পানীয়?' কর্ণেল প্রশ্ন করে উঠলেন।

ওয়েটার উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু।

'হুঁ' বেশ চমৎকার,' কর্ণেল এবার চুমুক দেবার পর বললেন। 'একদম প্রথম শ্রেণীর মাল। চিরদিন ভেবেছি তোমার রুচি একটু বদলাবে। হ্যাঁ, এবার প্রশ্ন হল, কোন কাজ কর্ম চাই না কেন? সবে একখানা বই লেখা শেষ করেছ শুনেছি।'

'আমি মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসেছি,' ডেভিড হেসে বলল।

'ছেলেমানুষী কথা,' কর্ণেল উত্তর দিলেন 'কোনদিনই কথাটা আমার পছন্দ হয়নি। কি রকম যেন লাগে, খেলো মনে হয়। সবেমাত্র বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠলে বললে না কেন? বেশ ভাল শোনাতো কথাটা। যে ভাবেই বলো কাজটা বোকামি তাতে সন্দেহ নেই।'

'যে কাজের কথা বলছিলে সেটা কি রকম?

'সে নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। তা, কাকে বিয়ে করলে? আমার চেনা কাউকে?'

'ক্যাথরিন হিল।'

'ওর বাবাকে চিনতাম। বিচিত্র ধরণের মানুষ। গাড়ির দুর্ঘটনায় মারা

যান। তার স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন,' কর্ণেল বললেন।

'ওদের দেখিনি,' ডেভিড উত্তরে বলল।

'ভদ্রলোককে জানতে না?'

'না'

'আশ্চর্য। তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তবে কথাটা হচ্ছে শ্বশুর হিসেবে খুব একটা ক্ষতি হয়নি তাকে না পেয়ে। মা ছিলেন বড় একাকীনী সবাই বলে। বয়স্ক মানুষদের এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু সত্যিই মেনে নেয়া যায় না। এই মেয়েটিকে কোথায় প্রথম দেখলে?'

'প্যারীতে।'

'ওর এক পাগলাটে কাকা সেখানে আছেন বলে শুনেছি। লোকটা অপদার্থ।'

'তাকেও চেনো নাকি?'

'রেসের মাঠে দেখেছি।'

লংচ্যাম্পস্ আর অতিউলে। উপায় ছিলনা বুঝতে পারছি।'

'আমি ওর পরিবারকে বিয়ে করিনি,' ডেভিড উত্তর দিল।

'অবশ্যই নয়। তবে আসলে সেটাই করা হয়। তা তারা জীবিত না মৃত যাই হোক।'

'কাকা কাকীমারা নন।'

'যাক সেকথা, মজা লুটেনাও। তোমার উপন্যাসটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কেমন বিক্রি হল?'

'খুবই ভাল।'

'আমার মনে কাহিনীটা একেবারে গেঁথে গেছে,' কর্ণেল বললেন। 'তুমি ধড়িবাজ, একেবারে ধরা ছোঁয়া দাওনি কাউকে।'

'তুমিও তাই, জন।'

'তা বলতে পারে। অবশ্য,' কর্ণেল উত্তর দিলেন।

হঠাৎ ডেভিডের নজর পড়ল ক্যাথরিনের উপর। দরজার কাছে ওকে দেখেই ডেভিড উঠে দাঁড়াল। ক্যাথরিন এগিয়ে আসতেই ডেভিড বলল,' ইনি কর্ণেল বয়েল।'

'কেমন আছেন?' কর্ণেল প্রশ্ন করলেন।

ক্যাথরিন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে টেবিলের সামনে বসে পড়ল। ডেভিড ওকে লক্ষ্য করে বুঝল ক্যাথরিন যেন একটু হাঁফাচ্ছে।

'কি ব্যাপার. খুব ক্লান্ত '' ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ. একটু ক্লান্তই লাগছে।'

'এই পানীয় এক গ্লাস নিন,' কর্ণেল বললেন।

'একটু কড়া গোছের কিছু খেলে আপত্তি নেই তো?' ক্যাথরিন বলল।

মোটেই না' ডেভিড বলল। 'আমিও এক গ্লাস নেব।'

'আমার চাই না,' কর্ণেল ওয়েটারকে বললেন সে এসে দাঁড়াতে। এই বোতলটা আর টাটকা নেই। এটা ঠাণ্ডায় রেখে অন্য এক বোতল নিয়ে এস।,

'আপনার আসল পেরনড ভালো লাগে?' ক্যাথরিনকে প্রশ্ন করলেন কর্ণেল।

'হ্যাঁ' ক্যাথরিন জবাব দিল। 'আমি একটু লাজুক. এটা খেলে সেভাবটা কেটে যায়।'

'এটা ভারি চমকদার পানীয়.' কর্ণেল বললেন। 'আপনাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পর কিছু জরুরী কাজ করতে হবে।'

'আমি দুঃখিত তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি,' ডেভিড বলল।

'এখানেই ভাল লাগছে।'

ব্যাঙ্কে চিঠিগুলো আনতে গিয়েছিলাম। তোমার একগাদা চিঠী এসেছে। সব ঘরে রেখে এসেছি।'

'চিঠি নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না,' ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'আপনাকে প্রাদোয় গ্রেকোর দিকে তাকাতে দেখেছি,' কর্ণেল বললেন।

'আপনাকেও আমি দেখেছি,' ক্যাথরিন বলল। 'ছবিগুলোর দিকে যেভাবে আপনি তাকিয়ে ছিলেন তাতে ভাবছিলাম যেন ওগুলো আপনারই, আপনি যেন ভাবছিলেন কি ভাবে সবগুলো নতুন করে টাঙানো যায়।'

'সম্ভবত: তাই,' কর্ণেল উত্তর দিলেন।' আপনিও কি সব সময় ওই ভাবে তাকাতে অভ্যস্ত না কি? ঠিক যেন কোন উপজাতীয় যোদ্ধাদলের সর্দার, দলছাড়া অবস্থায় কোন পাথুরে মূর্তির দর যাচাই করছেন।'

ক্যাথরিন একটু লাল হয়ে উঠল। ওর মুখের বাদামী ত্বকে সেটা ধরা পড়ে গেল। ও প্রথমে ডেভিড তারপর কর্ণেলের দিকে তাকাল।

'আপনাকে বেশ ভালো লাগছে,' ও বলল। 'এরকম কথা আরও বলুন তো।'

'আপনাকেও আমার পছন্দ.' কর্ণেল বললেন। 'ডেভিডকে আমি ঈর্ষা করি:। আপনি যা চান সবই কি ওর মধ্যে পেয়েছেন?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'আমার কাছে একমাত্র দৃশ্যমান জগতই চোখে পড়ে,' কর্ণেল উত্তর দিলেন। 'থাক এবার ওই গ্লাসের তলানীটুকু শেষ করে ফেলুন, এই সোমরস হল খাঁটি সত্যে নিষ্কাশনের সুধা।'

'না, এখন আর দরকার হবে না ওটা।'

'তাহলে এখন আর আপনি লাজুক নন? যাই হোক খেয়ে নিন। এটা আপনার পক্ষে ভালই হবে। আপনার চেয়ে গাঢ় রঙের সাদা মেয়ে আমি আগে কোনদিন দেখিনি। যদিও আপনার বাবার রঙ বেশ গাঢ়ই ছিল।'

'বাবার মতই বোধ হয় রঙ পেয়েছি আমি। মার রং বেশ ফর্সা ছিল।'

'আপনার মা'কে আমি দেখিনি।'

'বাবাকে ভাল করে চিনতেন?' ক্যাথরিন বলল।

'খুবই ভাল চিনতাম,' কর্ণেল উত্তরে বললেন।

'কেমন লাগত বাবাকে?'

'একটু কঠিন প্রকৃতির হলেও চমৎকার মানুষ ছিলেন। বলুন এবার সত্যিই আপনি লাজুক?'

'সত্যিই। ডেভিডকে প্রশ্ন করুন।'

'আপনি বেশ দ্রুতই ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন।'

'সেটা আপনারই জন্য। এবার বলুন বাবা কি রকম ছিলেন?'

'যত মানুষ দেখেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে লাজুক প্রকৃতির, তবে ভারি চমৎকার ভদ্রলোক।'

'উনিও কি পেরনড পান করতেন?'

'উনি সব কিছুই ব্যবহার করতেন।'

'আমার সঙ্গে তাঁর কোন রকম মিল খুঁজে পাচ্ছেন?'

'একেবারেই না।'

'চমৎকার। ডেভিড, তোমার কি মনে হয়?

'একেবারেই না।'

'তাহলে তো আরও ভাল। আচ্ছা, কর্ণেল, আপনি কি জানেন প্রাদোয় আমি ছিলাম একটা ছেলে হয়ে?'

'না হওয়ার কারণই বা কি?'

মাত্র গত রাত্তিরে আবার শুরু করেছিলাম। একমাস ধরে একটা মেয়ে ছিলাম। ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলতে হবেনা। আপনি এখন কি রকম?'

অ পন'র পছন্দ হলে একটা ছেলে।

'আমার পছন্দ হচ্ছে। তবে আপনি তা নন।'

'কথাটা কেবল বলতে চাইছিলাম,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'এবার যখন বলে ফেলেছি তখন আর হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু প্রাদোয় চমৎকার লেগেছে। তাই জন্যই কথাটা ডেভিডকে বলতে চাইছিলাম।'

'ডেভিডকে বলায় ঢের সময় পাবেন।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' ক্যাথরিন বলল। 'সব কিছু করার মত প্রচুর সময় আছে আমাদের।'

'এবার বলুন তো কোথায় এরকম গাঢ় রঙ করেছেন শরীরের' কর্ণেল প্রশ্ন করলেন। 'নিজে জানেন কি রকম গাঢ় রঙ হয়েছে আপনার?'

'এটা প্রথম হয় লে গ্রাউ দু রোইতে আর তারপর লা নাপুলিতে। সেখানে একটা খাঁড়ি আছে তারই একটা সরু ফালি পাইনবনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। রাস্তা থেকে সেটা চোখে পড়েনা।'

'এরকম গাঢ় হতে কতদিন লেগেছে?'

'প্রায় তিন মাস।,

'এই রকম গাঢ় রঙ দিয়ে কি করবেন?

'এটা পোশাকের মত পরব, ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'বিছানায় এটা ভারি কাজের।'

'আমার মনে হয় এটা কোন শহরের ঠিক উপযুক্ত নয়। সেখানে এটা নষ্ট করা উচিত হবে না।'

'প্রাদো নষ্ট করার জায়গা নয়। আসলে আমি এটা গায়ে চড়িয়ে নেই। এ হল আসল আমি! আমি এই রকমেই গাঢ় রঙের। সারাদিনের রোদ্দুর এটা গড়ে তুলেছে, ইচ্ছে হয় রঙটা আরও গাঢ় হলে ভাল হত।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি সত্যিই একদিন তাই হয়ে যাবেন,' কর্ণেল বললেন। 'ভাবছি এরকম সব ইচ্ছে আপনার আরও আছে নাকি?'

'রোজই নতুন নতুন ইচ্ছে মনের মধ্যে জাগে,' ক্যাথরিন জবাবে বলল। 'প্রত্যেকদিনই তাই আশায় আশায় থাকি।'

'আজকের দিনটা বেশ ভাল ছিল নাকি?'

'নিশ্চয়ই। আপনিও সেটা জানেন আশা করি, আপনি তো ছিলেন সেখানে।'

'এবার একটা অনুরোধ জানাচ্ছি,' কর্ণেল বলে উঠলেন। 'আপনি আর

ডেভিড আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে আসবেন?'

ঠিক আছে,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আমি পোশাকটা তাহলে বদলে আসছি। আমার জন্য অপেক্ষা করবেন তো?'

'তোমার গ্লাসটায় চুমুক দিতে ভুলোনা', ডেভিড বলল।

'ওটা আর দরকার নাই, ক্যাথরিন বলল। 'আমাকে নিয়ে ভেবোনা। আমি লাজুক থাকব না।'

ক্যাথরিন কথাটা বলে এগিয়ে যেতে ওরা দুজনেই সেদিকে তাকাল।

'বেফাঁস কিছু বললাম না তো?' কর্ণেল বলে উঠলেন। তারপর নিজেই যেন উত্তর দিয়ে বলে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে সেরকম কিছু বলিনি। ভারি চমৎকার মেয়ে কিন্তু।'

'আমি শুধু ভাবি ওর যোগ্য কিনা আমি।'

'নিশ্চয়ই যোগ্য। কি রকম চালাচ্ছ?'

'মন্দ নয় বলেই মনে হয়।'

'তুমি সুখী হয়েছ?'

'খুবই,' ডেভিড উত্তর দিল।

'মনে রেখ ভুল প্রমাণিত না হওয়া সবই ঠিক থাকে। ভুল একসময় ঠিকই বুঝতে পারবে।'

'তোমার এই রকমই ধারণা তাহলে?'

'আমি নিশ্চিত। তোমার কখনও তা মনে না হলে কিছু এসে যাবে না। সে সময় কোন কিছুরই দাম থাকবে না।'

'এরকম হতে কত দ্রুত এগোতে হবে?'

'আমি গতির কথা কিছুই বলিনি। তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো?'

'দুঃখিত,' ডেভিড বলল।

'এ নিয়ে ভাবনার দরকার নেই. সুখ উপভোগ করে যাও।'

'সেটাই তো করছি।'

'সেটা বুঝেছি,' কর্ণেল বললেন। 'শুধু একটা কথা—।'

'কি?'

'ওকে ভাল করে যত্ন কোরো।'

'শুধু এই কথাটাই বলতে চাইছিলে?'

'আরও একটা ছোট্ট কথা আছে। এখনই তৃতীয় জনকে না আনাই ভাল।'

'সে রকম কিছু এখনও ঘটেনি।'

'এরকম কিছু বন্ধ রাখাই কিন্তু মঙ্গলজনক হবে।'

'মঙ্গলজনক হবে? একথা বলছ কেন?'

'বলতে চাই ভাল হবে।'

ওরা দুজনে এরপর কিছুক্ষণ লোকজন সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। কর্ণেল যে ভাবে কথা বলছিলেন তাকে নিদারুণ চাছাঁছোলাই বলা সঙ্গত। ঠিক তখনই ডেভিড দেখতে পেল ক্যাথরিন দরজা দিয়ে ঢুকছে। ক্যাথরিনের দেহে সাদা শার্মস্কিনের পোশাক। শুভ্রতার পটভূমি প্রকট করে তুলেছে ও কতখানি গাঢ় রঙের।

'আজ সত্যিই আপনাকে দারুণ সুন্দর লাগছে' কর্ণেল ক্যাথরিনকে দেখে বলে উঠলেন। 'তবে আপনাকে আরও গাঢ় রঙ করতে হবে।'

'ধন্যবাদ। এরকম করার চেষ্টা করছি', ক্যাথরিন উত্তরে বলল। 'এই গরমে কি বাইরে যাওয়ার দরকার আছে? ঠাণ্ডা জায়গায় বসেই তো খেয়ে নিতে পারি, তাইনা?'

'আপনারা আজ আমার অতিথি, অতএব মধ্যাহ্নভোজ আমার সঙ্গেই করবেন আপনারা,' কর্ণেল বললেন।

'উঁহু। 'ঠিক উল্টো, আপনি আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে আসছেন।'

কি করবে বুঝতে না পেরেই যেন উঠে দাঁড়াল ডেভিড। বারে লোকজনের ভিড় ইতিমধ্যে বেশ বেড়ে উঠেছে। টেবিলের দিকে নজর পড়তেই ও দেখল নিজের গ্লাসের আর ক্যাথরিনের গ্লাসের সব পানীয়টুকুই ও গলায় কোন সময় ঢেলে নিয়েছে খেয়ালই নেই।

মধ্যাহ্নভোজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তাই বিছানায় গা এলিয়ে ওরা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে চাইছিল। বাঁ দিক থেকে আসা জানালার আলোয় ডেভিড কিছু পড়ে চলছিল। জানালার পরদা সরিয়ে খানিকটা আলো ঢোকার রাস্তা করে নিয়েছিল ডেভিড। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িটা থেকে সূর্যের আলোর চমৎকার প্রতিফলন ঘটছিল। ডেভিড একসময় জানালার ফাঁক দিয়ে তাকালো, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলেও ওই ফাঁক দিয়ে সেটা নজরে এলনা ওর।

'আমার গাঢ় রঙটা কর্ণেলের খুব পছন্দ হয়েছে,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আবার সমুদ্রের ধারে যেতে হবে। আমার এই রঙ ধরে রাখতে হবে।'

'ইচ্ছে হলেই যাওয়া যাবে।'

'খুব ভাল হবে তাহলে। তোমায় একটা কথা বলব? এখন বলি?'

'কি কথা?'

'মধ্যাহ্নভোজের সময় কিন্তু মেগে হয়ে যাইনি। আমি ঠিক ঠিক ব্যবহার করেছি তো?'

'করোনি বুঝি?'

'না। কিছু মনে করোনি তো? আমি আবার সেই ছেলে হয়ে গেছি, যা বলবে আমি তাই করব।'

ডেভিড আবার পড়ায় মন দিল।

'অ্যাই, রাগ করেছ?'

'না,' শান্ত স্বর ডেভিডের।

'ব্যাপারটা এখন বেশ সহজ হয়ে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'তাহলে এখন থেকে সাবধান হব। আজ সকালে যা যা করেছি সব সুন্দর ঠিকঠাক হয়েছে, সমস্তই পরিচ্ছন্ন। ভারি সুন্দর লেগেছে। এখন আবার করব, দেখি না কি রকম হয়?'

'না করলেই খুশি হব।'

'তোমাকে চুমু খেয়ে করিনা একটু?'

'তুমি যদি নিজেকে আমার মত ছেলে না ভাব।'

ডেভিডের মনে হল ওর বুকে একটা পাষাণভার চেপে বসতে চাইছে। ও বলল, 'কর্ণেলকে কথাটা না বললেই ভাল করতে।'

কিন্তু উনি আমাকে দেখেছেন ডেভিড। কথাটা তিনিই তুলেছিলেন আর বুঝেও নিয়েছেন। তাকে বলা মোটেই বোকামি হয়নি। উনি আমাদের বন্ধু। তাকে বলে রাখলে পাচ কান নিশ্চয়ই করবেন না বরং না বললেই সেটা করতে পারতেন।'

'সকলকে এভাবে বিশ্বাস করা যায় না।'

সকলকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, আমি শুধু তোমার কথাই ভাবি,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'অন্য সব লোকদের কাছে আমি বদনাম ছড়াচ্ছি না।'

'আমার বুকে একটা লোহার বেড়ি চাপ দিতে চাইছে।'

'দুঃখিত' ডেভিড। কিন্তু আমি খুবই সুখী।'

'প্রিয় ক্যাথরিন—,' ডেভিড বলতে চাইল।

'খুউব ভাল। যখনই ইচ্ছে হবে তখনই এই নাম ধরেই ডেকো। আমি সব সময়েই তোমার প্রিয় ক্যাথরিন। যখনই চাইবে তোমার ক্যাথরিনকে কাছে পাবে, এখন কি তবে ঘুমোব না আবার শুরু করে দেখব কেমন হয় ?'

'আগে চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে থাকব', ডেভিড বলে জানালার পরদা টেনে দিল। এবার দুজনে চুপ করে বিছানায় পাশাপাশি টান হয়ে শুয়ে পড়ল। মাদ্রিদের এই প্রাসাদ হোটেলের বিরাট ঘরটায় মুসিও ডেল প্রাদো থেকে এক সময় ক্যাথরিন একটা ছেলের মতই এসে ঢুকেছিল। ঘরের আলো আঁধারিতে এবার ও ওর গাঢ় বর্ণের ছায়ায় নিজেকে যেন মিলিয়ে দিতে চাইবে, ভাবল ডেভিড। এই বদলের বোধ হয় কোন সীমারেখা নেই।

॥ ৮ ॥

বুয়েন রেটিরো'য় সেদিনের সকাল বড় সুন্দর হয়েই দেখা দিয়েছিল। একদম অরণ্যের মত টাটকা সজীব এক সকাল। চারপাশে যতদূর চোখ পড়ে শুধু সবুজে সবুজ, গাছের গায়েও সজীবতার পরশ, দূর দিগন্তে নবীন মুগ্ধকর পট। হ্রদটা যেখানে ছিল সেটাকে যেন সেখানে দেখতে পেল না ওরা, শেষ পর্যন্ত সারি সারি গাছপালার মধ্য দিয়ে যখন সেটা ওরা দেখতে পেল হ্রদটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

'তুমি সামনে এগোও' ক্যাথরিন বলল। 'আমি তোমাকে ভাল করে দেখব।'

ডেভিড তাই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল ক্যাথরিনকে রেখে। কিছুটা পথ এগোনর পর একটা বেঞ্চি দেখে সেটাতে বসে পড়ল। বেশ খানিকটা দূরে হ্রদটা দেখতে পাচ্ছিল ও, জায়গাটা যে বেশ দূরে অনেকটা পথই হাটতে হবে সেটুকু বুঝল ও। ডেভিড বেঞ্চিটায় বসেই ছিল একটু পরে ক্যাথরিন এসে পাশে বসে বলল, 'সব ঠিক আছে।'

তবু রেটিরোতে ডেভিডকে কেন যেন চেপে ধরেছিল অনুশোচনা, আর এখন ঠিক এই মুহূর্তে সেটা এমনই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ও ক্যাথরিনকে বলল প্যালেসের কাফে'তে ওর সঙ্গে দেখা করবে।

'তোমার শরীর মন ভাল আছে তো আমি কি তোমার সঙ্গে যাব ?' ক্যাথরিন বলল।'

'না আমি ঠিক আছি। শুধু আমাকেই যেতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা করব,' ক্যাথরিন বলল।

সেদিন সকালে ক্যাথরিনকে সত্যিই চমৎকার লাগছিল, ও ডেভিডকে দেখে ওদের গোপন রহস্যের কথা মনে করে মিষ্টি হাসল। ডেভিডও প্রত্যুত্তরে হাসল, তারপর ওর অনুশোচনা সঙ্গে নিয়েই কাফের দিকে এগোল। ও যে মন সঙ্গে করে সেখানে সত্যিই পৌঁছবে আদৌ ভাবেনি, কিন্তু তাতে ও সক্ষম হল পরে, ক্যাথরিন যখন এসে পড়ল। ডেভিড সেই মুহূর্তে ওর দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করছিল। সেটাই ওর মন থেকে অনুশোচনা বোধ দূর করে দিল।

'কেমন আছ, দুষ্টু?' ডেভিড বলে উঠল।

'আমি যে তোমার দুষ্টু,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল। 'আমি এক গ্লাস পাব না?'

ওয়েটার ক্যাথরিনের মনোহারিনী সৌন্দর্য লক্ষ করে দারুন খুশি তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সে চলে যেতে ক্যাথরিন প্রশ্ন করল, 'কি নিয়ে চিন্তা করছিলে?'

'কি জানি। হঠাৎই খুব বাজে লাগছিল কিন্তু এখন দারুণ লাগছে।'

'এতখানি খারাপ?'

'না,' মিথ্যেই বলল ডেভিড।

মাথা ঝাঁকায় ক্যাথরিন। 'আমি খুবই দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম মাঝখানে কোন রকম দুঃখবোধ করার মত ব্যাপার থাকবে না।'

'আর ভেবোনা, সেটা চলে গেছে।'

'খুব ভাল কথা, এখানে গ্রীষ্মকালে যখন কেউ থাকে না এসে ভাল করিনি? আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম।'

'আবার ভাবতে শুরু করেছ?'

'আমরা এখানে শুধু থেকে যেতে পারি। সমুদ্রের ধারে যাবই না। এ জায়গাটা আমাদের একান্ত নিজস্ব—এই শহর এই জায়গা সব। আমরা এখানে থেকে তারপর সোজা গাড়ি নিয়ে নাপুলি ফিরে যেতে পারি।'

'এখন আর এ রকম নতুন নতুন ব্যাপার হাতে নেবার সময় নেই।'

'উঁহু। আমরা তো সবে আরম্ভ করেছি।'

'হুঁ. যেখান থেকে শুরু করেছি সেখানেই আবার ফিরতে পারা যায়।

'নিশ্চয়ই যায়, আর আমরা তাইই করব।'

'এখন আর এ নিয়ে আলোচনা করব না,' ডেভিড উত্তর দিল।

ডেভিডের মনে হচ্ছিল আবার সেই আগেকার ভাবনা যেন ওকে চেপে ধরতে চাইছে। ও গ্লাস তুলে দীর্ঘ চুমুক দিল। 'এটা খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার,' ও

এবার বলে উঠল। 'এই গ্লাসের পানীয়টুকু ঠিক যেন অনুশোচনার মতই লাগছে। ঠিক তারই স্বাদ, অথচ ভাবটা আবার এটাই কাটিয়েও দিতে চাইছে।'

'তুমি এজন্যই এটা খাও আমার ইচ্ছে নয়' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আমরা কক্ষণও এমন নই। কক্ষনও হব না।'

'হয়তো আমিই তাই, কে জানে?

কক্ষণও তোমায় হতে দেব না,' ক্যাথরিন গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলে উঠল। ও চারদিকে নজর বুলিয়ে ডেভিডের দিকে তাকাল আবার। 'আমি এটা করতে পারি। আমার দিকে তাকিয়ে সেটা হতে দাও। বেশ, এবার দেখ এই মাদ্রিদের প্যালেসে বসেই কেমন প্রাদোর রাস্তা, গাছের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব কিছু, সবই কেমন বাস্তব হয়ে উঠেছে। এর সবই অদ্ভুত রকমের ক্লান্ত হলেও আমি রূপও দিতে পারি। এবার দেখতে পাবে। এ ঠোঁট আবার তোমার সেই প্রেয়সীর, আর আমিই তোমার সবকিছুরই বাস্তব। কি, করতে পারিনি? বল, উত্তর দাও।'

'এরকম করার কোন দরকার নেই।'

'তুমি আমাকে মেয়ে হিসেবেই চাও, তাই না?' ক্যাথরিন বেশ গুরুত্ব দিয়েই যেন বলতে চাইল, তারপর হেসে ফেলল।

'হ্যাঁ', উত্তর দিল ডেভিড।

'খুব ভাল' ক্যাথরিন বলল। 'আনন্দ হচ্ছে অনেকেই এটা চায় অথচ কি বিরক্তিকর ব্যাপার।'

'তাহলে আর অন্য ভাব দেখাতে চেও না।'

'বললাম না করে ফেলেছি? আমায় করতে দেখোনি? তুমি কি আমাকে পাকিয়ে দুটো টুকরো করে নিতে বলছ যেহেতু তুমি মনস্থির করতে পারছ না? যেহেতু কোন কিছুতেই তুমি লেগে থাকতে পার না?'

'দয়া করে এটা একটু থামাবে?'

'কেন, থামাবো কেন? তুমি একটা মেয়ে চাও? আমার মেয়ের হিসেবে যা যা থাকা সম্ভব, তাও? তুমি চাও নাটকের দৃশ্য, পাগলামি, মিথ্যে অভিযোগ, ঘ্যানর ঘ্যানর, মেজাজ এই সবই, তাই না? আমি থামছি। তোমাকে ওয়েটারের সামনে আর বিব্রত করব না। ওয়েটারকেও তা করব না। এবার আমার ওই চুলোর চিঠিগুলো পড়ব। কাউকে পাঠিয়ে ওগুলো আনানো যাবে?'

'আমিই নিয়ে আসছি.' ডেভিড বলল।

'না, আমি এখানে একা বসে থাকতে রাজি নই।'

'ঠিক আছে,' ডেভিড উত্তর দিল।

'এবার দেখছ কেন কাউকে আনার জন্য বললাম?' ক্যাথরিন বলল।

'কর্তৃপক্ষ কোন লোককে ঘরের চাবি দেবে না। সেইজন্যই আমি যাব বললাম।'

'এসব নিয়ে আমার ভাবনা নেই,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আমি সেভাব দেখাচ্ছি না। কেন সে রকম ভাব দেখাব? সব কেমন হাস্যকর আর অসম্মানের মনে হয় আমার কাছে। ব্যাপারটা এমনই ছেলেমানুষের মত যে তোমার কাছে ক্ষমাও চাইব না। তাছাড়া আমাকেই ঘরে যেতে হবে।'

'এখনই?'

'কারণ আমি একজন হতভাগ্য মেয়েমানুষ। আমি জানতাম মেয়ে হয়ে থাকলে চিরকাল তাইই থাকতে হবে আর একটা বাচ্চার মাও হতে হবে কিনা কে জানে।'

'সেটা হয়তো বা আমারই ত্রুটি।'

'কার ত্রুটি এ নিয়ে তর্ক না করাই ভাল। তুমি এখানেই থাক, আমি চিঠিগুলো নিয়ে আসছি। আমরা চিঠি পড়ব আর বছরের এই অসময়ে এই মাদ্রিদে আসা এক বুদ্ধিমান আমেরিকান ভ্রমনার্থী দম্পতির মতই ব্যবহার করে যাব।'

মধ্যাহ্নভোজের সময় ক্যাথরিন বলল, 'আমরা নাপুলিতে যাব। সেখানে কেউ নেই, জায়গাটা নিরিবিলি, শান্ত, আমরা শুধু দুজনে দুজনের কাছাকাছি রয়ে যাব। আমরা আফ্রিকা-এ যেতে পারব আর সিজান দেশটাও দেখে নিতে পারব। এর আগে বেশিদিন সেখানে থাকা হয়নি।'

'বেশ চমৎকার সময় কাটবে।'

'খুব তাড়াতাড়ি সেখানে কাজ আরম্ভ করতে হবে না নিশ্চয়ই?'

'না। তবে কাজ আরম্ভ এখনিই করলে ভাল হয় বলেই ভাবছি।'

'সুন্দর হবে, আমিও স্পেনীয় ভাষা শিখতে শুরু করব। কত কি যে পড়ার আছে।'

অনেক কাজও করার আছে।'

'সেগুলোও আমরা করে ফেলব।'

নতুন পরিকল্পনাটি টিঁকে রইল এক মাসের কিছু বেশিই। বিরাট একখানা গোলাপী রঙের প্রোভাংস বংশের বাড়ির একপাশের বড় তিনখানা ঘর ভাড়া করেছিল ওরা, যেখানে ওরা আগেও কাটিয়ে এসেছে কিছুদিন। লা-নাপুলির

এস্তেরেলের দিকে পাইন অরণ্যের মাঝখানেই জায়গাটা। জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলেই চোখে পড়ে সমুদ্র। বাগানে, বিশাল বাড়ির সামনের বাগানে যেখানে ওদের খাওয়ার জায়গা, সেখান থেকে তাকালে ওদের চোখে ভেসে ওঠে ধূ ধূ তটভূমি, বিরাট বিরাট প্যাপিরাস ঘাস। নদীর বদ্বীপে, উপসাগর পেরিয়ে দৃষ্টি এগিয়ে চলে বহুদূরে ক্যানের বক্রতা ছাড়িয়ে বিশাল পর্বতমালার উপর।

বিরাট বাড়িটায় তেমন লোকজন কেউই ছিল না এই গ্রীষ্মকালে। হোটেলের মালিক আর তাঁর স্ত্রী তাই ওদের আবার কাছে পেয়ে খুব আনন্দিতই হয়ে উঠেছিলেন।

ওদের শোবার ঘরখানা একেবারে শেষ দিকে। বেশ বড় ঘর। ঘরখানার তিন দিকে জানালা, এই গরমের দিনেও তাই বেশ ঠাণ্ডা। রাত্তিরে ওদের নাকে ভেসে আসতে থাকে পাইন গাছ আর সমুদ্রের নোনা গন্ধ। রোজ সকালে উঠে লেখা শুরু করে ডেভিড ঘরের এক কোন বেছে নিয়ে সেখানে বসে। বেশ ভোরেই ওঠে ও, তারপর অনেকক্ষণ লেখার পর ওর চোখ পড়ে বিছানায় নিদ্রিত ক্যাথরিনের উপর। ক্যাথারিন উঠলে তাকে নিয়ে ওরা দুজন চলে যায় পাথুরে খাঁড়ির মাঝখানে। ছড়ানো বালুময় তট পেরিয়ে সোনালী রোদ্দুরে ওরা জলে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করে। কখনও কখনও ক্যাথরিন কোথাও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে ডেভিড ওর জন্য অপেক্ষায় থাকে। তখন ও লেখার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায় বারান্দায় বসে। এখানে ওর পছন্দ হুইস্কি আর পেরিয়ার জল। এতে মালিকের দারুণ আনন্দ হয় তাতে সন্দেহ নেই, যেহেতু এরকম গ্রীষ্মে তার তেমন খরিদ্দার জোটে না। এই বোর্ন দুজনকে তাই তার খাতিরও হয়ে চলে বেশি। ভদ্রলোক কোন রাঁধুনীর ব্যবস্থা করেন নি, তার স্ত্রীই রান্নার কাজ সামলে চলেন। এক পরিচারিকাই ঘর সাফাইয়ের কাজ করে, আর এক ছোকরা করে চলে ওয়েটারের কাজ।

ছোট্ট গাড়িটা চালিয়ে বেশ আনন্দ পায় ক্যাথরিন। গাড়িতে ও ছুটে যায় ক্যানে আর নিজ্ঞ এ কেনাকাটা করতে। শীতকালীন সময়ের বড় বড় ডিপার্ট-মেণ্টাল দোকানগুলো বন্ধ থাকলেও নানারকম টুকিটাকি খাবার আর পানীয় পেতে অসুবিধা নেই সেখানে। বই আর পত্রিকার দোকানেও ঘুরে ঘুরে পছন্দসই কেনাকাটা করে ও।

চারদিন ধরে বেশ পরিশ্রম করেই লিখে গেছে ডেভিড। সারা বিকেল ওরা কাটিয়েছে নতুন এক খাঁড়ির বালুকাবেলায়। সাঁতার কাটতে কাটতে ওদের মাঝে মাঝে সময়ের জ্ঞানও থাকেনি, তারপর ক্লান্ত হয়েই একসময় জল ছেড়ে উঠে ঠিক

সন্ধ্যার মুখে ওরা ফিরেছে। সারা দেহে ওদের নোনা জলের শুষ্ক দাগ, মাথার চুলেও তাই। ক্লান্ত ভঙ্গীতে ফিরে পান করার জন্য ওদের প্রাণ ব্যাকুল হতে চেয়েছে। স্নান করে, গা মুছে অলস ভঙ্গীতে দুজনে হাতে তুলে নিয়েছে গ্লাস।

রাতে শয্যায় আশ্রয় নেবার পর জানালা দিয়ে ভেসে আসে সমুদ্রের বাতাস। বেশ শিরশিরে আবহাওয়ায় দুজনে বিছানায় গায়ে চাদর টেনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে রোজ।

সেদিন অন্ধকারের মধ্যে ক্যাথরিন বলল, 'তুমি বলেছিলে কথাটা তোমাকে জানাতে, মনে আছে?'

'আমি জানি।'

ক্যাথরিন ডেভিডের শরীরের উপর ঝুঁকে ওর মাথা দুহাতে জড়িয়ে চুম্বন করল।

'আমি অনেক কিছু চাই। আমার যা খুশি করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'উঃ, আমি কত সুখী। কত মতলব করেছি,' ক্যাথরিন বলল। 'এবার কিন্তু আগের মত খারাপ আর বন্যভাবে শুরু করব না।'

'কি রকম মতলব শুনি।'

'বলতে পারি কিন্তু করে দেখাতে চাই, সেটাই ভাল হবে। আমরা কালই করতে পারি। কাল আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'ক্যানে'তে, যেখানে গতবারে এখানে আসার পর গিয়েছিলাম। লোকটি বেশ ভাল চুল কাটিয়ে। সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে আর বিয়ারিৎসের চেয়ে ঢের ভাল, কারণ আমার কথা ও বেশ বুঝতে পেরেছে।'

'সেখানে কি করেছ তুমি?'

'আজ সকালে তুমি যখন কাজে ব্যস্ত তখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ওকে সব বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে সব সে ভাল করে বুঝে নেয়, সে একথাও বলল এটা বেশ সুন্দর হবে। আমি ওকে বলেছি এখনও মন ঠিক করিনি। তবে করলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করব তোমাকে সঙ্গে নিয়ে, যাতে তোমার চুল ছাঁটতে পারে সে।'

'কি রকম ছাঁট?'

'দেখতে পাবে। আমরা একসঙ্গে যাব। ছাঁট হবে কেমন জানো, স্বাভাবিক লাইন বরাবর পিছন থেকে। লোকটির খুব উৎসাহ। আমার মনে হয় ও

বুগাত্তির ব্যপারে প্রায় পাগল। ভয় পাচ্ছো?'

'না।'

'দেরি করার সময় নেই। ও একটু হালকা করে দিতে চায়, তবে আমি বলেছি তোমার পছন্দ হবে না।'

'রোদ্দুর আর নোনা জলেই হালকা হয়।'

'এটা আরও ভাল। ও বলছিল একদম স্কান্দীনেভীয়দের মত করে দেবে।'

'না, আমাকে হাস্যকর লাগবে।'

'এখানে কাকেই বা চেনো যে ভাবতে হবে। সাঁতার কাটতে সুবিধা হবে।'

ডেভিড উত্তর দিল না কথাটার।

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, যা করার আমিই করছি', ক্যাথরিন বলল।

'কোন মতলব জানতে চেও না, দুষ্টু। কাল সকালে উঠে এখানে আমি লিখব, তুমি যতক্ষণ পারো ঘুমিয়ে থেকো।'

'তাহলে আমার জন্যেও লিখ,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি যত খারাপই হই সেটা লিখলেও তোমাকে কত ভালবাসি লিখতে ভুলো না।'

'হুঁ, এরকম একটু লিখেছি।'

'আমি পড়তে পারি সেটা?'

'আগে ঠিকঠাক করে নিই তারপর।'

'উঃ, আমার খুব গর্ব হচ্ছে, এ তো ছাপতে বা বিক্রি করতে হবে না। কোন সমালোচনা থাকবে না, তোমাকেও সচেতন থাকতে হবে না। শুধু যখন ভাল লাগবে আমরাই কেবল পড়ব।'

ভোরের আলো ফুটে উঠলে উঠে পড়ল ডেভিড, তারপর সর্ট পরে একটা সার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে বাতাস নেই, সমুদ্রও শান্ত। চারপাশে শিশির মেশানো পাইনের সুবাস। বারান্দা পেরিয়ে খালি পায়েই ডেভিড কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। এখানে বসেই ও লেখে। জানালা খোলা থাকায় ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা আর প্রভাতী আমেজে পূর্ণ।

ডেভিড মাদ্রিদ থেকে জারাগোসা অবধি যে উঁচু নিচু পথ বিস্তৃত তার কথাই লিখছিল। এই ধূলিধূসর পথ ধরেই ওরা ছোট্ট গাড়িখানা নিয়ে এসেছিল। এক সময় এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে ধরে ফেলেছিল ক্যাথরিন। একটু একটু করে ট্রেনের গতিকে হার মানিয়েছিল ক্যাথরিন। পর পর কামরা ছাড়িয়ে ইঞ্জিনকেও ছেড়ে গেলে একসময় চোখের আড়াল হয়ে যায় ট্রেনটা। কল্পনার তুলিতে দৃশ্যটা এঁকে

চলল ডেভিড।

ডেভিডের মনে পড়ল ও সে সময় একটা ম্যাপ দেখছিল। ক্যাথরিনের হাতে ছিল স্টিয়ারিং। অাঁকাবাঁকা পথ কোথায় যেন জনারণ্যে হারিয়ে গেছিল, শুধু সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল ওরা দুজন। রাস্তার দুপাশে সারি সারি পপলার গাছ, একটু তফাতে কতো নদী।

কল্পনার রেশ আচমকাই ছিঁড়ে গেল ডেভিডের। বাগানে ক্যাথরিনের গলা শুনে ও লেখা বন্ধ করে পাণ্ডুলিপি স্যুটকেসে রেখে ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে এল।

ক্যাথরিন চাতালে প্রাতরাশের টেবিলে বসেছিল। টেবিলে লাল ডোরা একখানা কাপড় পাতা। ক্যাথরিনের দেহে সদ্য কাচা ওর গ্রাউ দু রোই'র সার্ট আর ফ্লানেলের স্ল্যাকস।

'হ্যাল্লো,' ও বলে উঠল। 'বেশি ঘুমোতে পারলাম না।'

'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগছে।'

'এই স্ল্যাকসটা কোথায় পেলে?'

'নিস-এ বানিয়েছিলাম বড় দর্জির কাছে। ভাল না?'

'ছাঁট চমৎকার। শহরে পরবে নাকি?'

'না। এখন ক্যানে'তে এটা কেউ পরে না। এখানে সবাই আমাদের আগের মত সার্ট পরে ঘোরে।

প্রাতরাশের পর ডেভিড দাড়ি কামিয়ে স্নান করল তারপর ফ্লানেলের ট্রাউজার আর জেলে সার্ট পরে নিল। ক্যাথরিন একটা নীল কলার খোলা লিলেনের সার্ট আর ভারি সাদা স্কার্ট পরল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে পড়ল।

বেশ পেশাদারী অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সেলুনটায়। মালিক মঁসিয়ে জঁ প্রায় ডেভিডেরই সমবয়স্ক, দেখে ফরাসীর বদলে ইতালীয় বলেই মনে হয়। তিনি বললেন, 'মাদাম বললেন সেই ভাবেই করব, আপনি রাজি তো, মঁসিয়ে?'

'আমি কারও দলে নেই, আপনারা দুজনে যা বোঝেন করুন,' ডেভিড বলল।

'মঁসিয়ের উপর কিছু পরীক্ষা তবে চালানো যাক,' মঁসিয়ে জঁ বললেন।

কিন্তু মঁসিয়ে জঁ প্রথমে ক্যাথরিনের চুলেই বেশ সতর্কভাবে ছাঁটা শুরু করলেন। ডেভিড তাকিয়ে দেখল খুব গভীর প্রত্যয় নিয়ে লোকটি কাঁচি চালিয়ে চলেছে। সে যেন কোন ভাস্কর, নিজের কাজে আত্মনিবেদিত প্রাণ। মঁসিয়ে জঁ বলে উঠলেন এক সময়, 'কাল সারারাত এই নিয়ে ভেবেছি, মঁসিয়ে। ব্যাপারটা আমার কাছে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কাছে আপনার কাজ যেরকম,

বুঝবেন নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক জোরে জোরে শ্বাস টানছিলেন আর মাঝে মাঝে কাঁচি থামিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখছিলেন। একসময় বড় একখানা আয়না ক্যাথরিনের মাথার পিছনে ঘুরিয়ে রাখলেন।

মসিয়ে জ্যঁ এবার বলে উঠলেন, 'মঁসিয়ে, আপনার চুল কি রকম রঙ হবে?

'যতখানি ফর্সা পারা যায়,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'রঙ পরিষ্কার করা চাই যতটা সম্ভব।'

'না, না, এটা বলবেন না,' মঁসিয়ে জ্যঁ বললেন। 'আপনিই ঠিক মত দেখিয়ে দিন।'

'এই আমার গলার মুক্তোর মত রঙ হতে হবে,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল।

'বেশ, বেশ,' মসিয়ে জ্যঁ হেসে বললেন। 'আমার কাছে ক্যাস্টাইল মেশানো শ্যাম্পু আছে তাতে চমৎকার চুলের চেহারা হবে, ভাববেন না। আগে আপনারটার ব্যবস্থা করে নিই। একটু বেসিনের সামনে বসুন।'

ডেভিড মঁসিয়ে জ্যঁর কাজের তারিফ না করে পারল না। মঁসিয়ে জ্যঁ ইতিমধ্যে ক্যাথরিনের মাথায় শ্যাম্পু লাগিয়ে বেশ করে ধুয়ে নিয়েছেন ওর চুল। পরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছিয়ে তিনি পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে লাগলেন।

'এবার ভাল করে লক্ষ্য করুন,' মঁসিয়ে জ্যঁ বলে উঠলেন।

ক্যাথরিনের চুলের গোছা পাখার বাতাসে এলোমেলো হয়ে উড়তে শুরু করতে সেই চুলের রঙ হালকা ধূসর থেকে একেবারে চকচকে রুপোলি হয়ে উঠল।

'সত্যিই এ রঙ মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। আপনি সত্যিই দারুণ লোক, মঁসিয়ে জ্যঁ, ক্যাথরিন বলে উঠল সপ্রশংস ভঙ্গীতে।

মঁসিয়ে জ্যঁ এবার হেসে বললেন, 'এবার আপনার চুল, মঁসিয়ে। মঁসিয়ে কি চুল ছাঁটতেও চান?'

'ছাঁটের কথায় বলতে পারি গত একমাস চুল ছাঁটিনি,' ডেভিড বলল।

'দয়া করে ঠিক আমার মত করে দিন,' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'তবে ছোট করে,' ডেভিড বলল।

'না, না, দয়া করে আমার মত করবেন', ক্যাথরিন আবার বলল।

মঁসিয়ে জ্যঁর পেশাদারী হাত এবার দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল।

ডেভিড যখন আয়নার সামনে নিজেকে দেখল ওর চোখে পড়ল একটা বাদামী দেহ আর ক্যাথরিনের চুলের ছাঁট।

॥ ১০ ॥

প্যালেসের মালিক একটা টেবিলের সামনে চত্বরে বসে এক কাপ কফিতে যখন চুমুক দিয়ে চলেছিলেন নীলরঙের ছোট গাড়িখানা নুড়ি বিছানো পথে শব্দ করে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে এল ডেভিড আর ক্যাথরিন। ভদ্রলোক ওরা যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ভাবেন নি, বসেই তিনি ঝিমুচ্ছিলেন।

'মাদাম আর মঁসিয়ে, আপনাদের চুলের রঙ একদম অন্য রকম করে ফেলেছেন।'

'মাপ করবেন, মঁসিয়ে, এটা হল যুগের সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা।'

'অবশ্যই, মঁসিয়ে। ভালই করেছেন, বেশ কাজ করেছেন।'

'চমৎকার,' ক্যাথরিন ডেভিডকে বলল। 'আমরা হচ্ছি ভাল মক্কেল। অতএব ভাল মক্কেল যা করে তাই ভাল। তুমি ভালই করেছ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ওরা ঘরে ঢুকেই বেশ মিষ্টি বাতাস টের পেল। সমুদ্র থেকে বইছিল সেই বাতাস।

'তোমায় নীল সার্টটায় বেশ ভাল লাগছে,' ডেভিড বলল। 'একটু দাঁড়াও দেখি।'

'এটার ওই গাড়িটার মতই রঙ,' ক্যাথরিন বলল। 'স্কার্ট ছাড়া ভাল লাগবে?'

'তোমার গায়ে স্কার্ট ছাড়া সবই ভাল লাগে।'

এরপর ডেভিড উঠে গেল তারপর এক বোতল শ্যাম্পেন আর দুটো গ্লাস হাতে নিয়ে ফিরে এল।

'অ্যাই, আর নয় এবার বিছানায় এসো আমি তোমাকে প্রাণভরে দেখে ছুঁতে চাই,' ক্যাথরিন বলল। ও হাত বাড়িয়ে ডেভিডের সার্টটা খুলতে লাগল।

ক্যাথরিন ঘুমিয়ে পড়লে ডেভিড উঠে নিজের প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখতে লাগল। ও একটা ব্রাশে চুল আঁচড়াতে চাইল। এত ছোট চুলে চিরুনি চলবে না। চুলের রঙ একেবারে ক্যাথরিনের মতই। ও বিছানার কাছে গিয়ে ক্যাথরিনের দিকে তাকাল তারপর টেবিল থেকে হাতআয়নাখানা তুলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে চাইল।

'হুঁ তাহলে এটাই দাঁড়িয়েছে,' আত্মগত ভাবে বলে উঠল ডেভিড। 'তুমি

নিজের স্ত্রীর মতই চুল ছেঁটে এসেছ। কি রকম লাগছে এখন?' ও আয়নাকে প্রশ্ন করল। 'বল, উত্তর দাও।'

'তোমায় ভালই লাগছে,' ও উত্তরটা নিজেই দিল।

ও আবার আয়নার দিকে তাকাল। যাকে ও দেখছে সে যেন অন্য লোক, তবে একেবারে অচেনা নয়।

'বেশ, তোমাকে ভালই লাগছে। এবার যা বাকি সেটাই করতে থাকো, তবে কেউ তোমাকে লোভ দেখিয়েছে বা বাধ্য করেছে এমনটা বোলো না।'

ও নিজে কি রকম বোধ করছে বুঝতে পারছিল না, তবু আয়নায় যা দেখেছে সেটাই অনুধাবন করার চেষ্টা চালাল।

বিশাল বাড়িটার বারান্দাতেই ওরা নৈশভোজ সেরে নিল সে রাতে। সব কেমন উত্তেজনায় ভরে উঠতে চাইছিল। আধো আলো আঁধারির মাঝখানে বারবার ওরা পরস্পরকে দেখে নিতে চাইছিল। নৈশভোজের শেষে ক্যাথরিন যে ছেলেটি কফি নিয়ে এল তাকে বলল, 'আমাদের ঘরে শ্যাম্পেনের যে পাত্র আছে নিয়ে এস।'

'আমাদের আর এক পাত্র দরকার?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'তাই তো ইচ্ছে। তোমার ইচ্ছে নেই?'

'আছে।'

'কাল কাজ করতে হবে?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'দেখা যাক।'

'ইচ্ছে থাকলে কোরো।'

'আর আজ রাতে?'

'আজ রাতের কথা আমরা ঠিক করে নেব।'

রাত বেশ অন্ধকারে ঢাকা। বাতাসের ঢেউ পাইন অরণ্যে শব্দ তুলছে, যে শব্দ পৌছচ্ছিল ওদেরও কানে।

'ডেভিড?'

'বল।'

'দুষ্টু মেয়ে, কেমন লাগছে?

'খুব চমৎকার।'

'তোমার মাথার চুল একটু ছোঁব, দুষ্টু মেয়ে। কে এমন করে ছেঁটেছে। জাঁ?

ঠিক আমারই মত। তোমাকে একটু চুমু খেতে দাও, দুষ্টু মেয়ে। ওঃ কি সুন্দর তোমার ঠোঁট। ঠিক আমারই মত। চোখ বন্ধ কর সোনা।'

ডেভিড চোখ বন্ধ করল না তবুও। বাইরে তখন বাতাসের গর্জন।

'মেয়ে হয়েও কিন্তু মেয়ে হওয়া সহজ নয়' জেনে রেখ।'

'জানি।'

'কেউই জানে না। তুমি আমার দুষ্টু সোনা বলেই বলছি। তুমি সহজে সন্তুষ্ট হওনা। আমি কিন্তু হই। কিন্তু তোমাকে জড়িয়ে ধরে কত আনন্দ।' আমাকে আদর কর, যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে। আমাকে অনেক কিছু দাও—।'

ওরা ক্যানের দিকের ঢাল বেয়ে যখন নেমে চলেছিল বাতাসের বেগ তখন চূড়োতেই পেঁাছেছিল। সমতলে নেমে জনহীন তীরে পেঁাছে ওরা নদীর সেতু পেরিয়ে শহরের পথে গতি বাড়াতে চাইল। বিরাটাকৃতি ঘাসের বনে লেগেছে তখন বাতাসের দোলা। তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে রাখা বোতল বের করে দীর্ঘ চুমুক দিতে চাইল ডেভিড। আজও সারা সকাল কলম স্পর্শ করেনি ও। ক্যাথ-রিনই আজ গাড়ি চালিয়ে এসেছে। ডেভিড তাই বোতলটা এগিয়ে ধরল।

'আমার লাগবে না,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'চমৎকার বোধ করছি।'

'ভাল কথা।'

ওরা গলফ-জুয়ান ছেড়ে এগিয়ে গেল। পাইন বনের ছায়ায় ঘেরা পথ বেয়ে ছুটে চলেছিল গাড়িটা। দূরে চোখে পড়ছে সমুদ্রের হলদে তটভূমি। পিচ ঢালা কালো পথে ওরা এরপর পেরিয়ে গেল রেল লাইনকে পাশ কাটিয়ে অ্যানটিবস। একটু পরেই খোলা জায়গায় এসে পড়ল।

এককাঁকে ওরা মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে নিল। প্রাচীন ওই এলাকায় পাহাড়ি নদীর ঢল চোখে পড়ল ওদের। পাহাড়ের বুক থেকে ছুটে আসছিল প্রচণ্ড বাতাস। মাটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে উপভোগ করল দুজনে।

'বেড়ানোর মত জায়গা নয় এটা,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'কেন যে এলাম বুঝতে পারছিনা।'

উঠে দাঁড়িয়ে ওরা পাহাড় আর তারই কোন ঘেঁসা ছবির মত গ্রামগুলোর দিকে তাকাল। গ্রামের পিছনে অতন্দ্র প্রহরীর মত পর্বত। বাতাসে এলো-মেলো হতে চাইল ক্যাথরিনের মাথার চুল।

'ওখানে গেলে কেমন হত?' ক্যাথরিন বলে উঠে। 'কি চমৎকার ছবির মত গ্রামগুলো, কিন্তু বড় গায়ে গায়ে লাগানো। এরকম ভাল লাগেনা।'

'এ জায়গাটা সুন্দর,' ডেভিড বলল। 'নদীটাও চমৎকার তাই না?'

'তোমার এখন ভাল লাগছে?'

'দারুণ লাগছে।'

'এ দম খারাপ লাগেনি?'

'না।'

'আমার কোন কথা শুনেও না?'

ডেভিড বোতলে আবার দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলল, 'না। এধরণের কথা আমি ভাবিই নি।'

বাতাসের প্রবল ধাক্কায় ক্যাথরিনের চুল আবার এলোমেলো হয়ে গেল। ওর বুকের উপর আছড়ে পড়ল বাতাস। ও চোখ তুলে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

'চল ক্যানেতে খবরের কাগজ কিনে কাফেতে বসে পড়ে নিই,' ক্যাথরিন বলল।

'তুমি নিজেকে জাহির করতে চাও?'

'কেন জাহির করব না? এই প্রথম এখানে দুজনে একসঙ্গে এসেছি। করলে তোমার আপত্তি আছে?'

'একটুও না। করব কেন?'

'তুমি না চাইলে করতাম না।'

'তুমি তোমার ইচ্ছে মত কাজ করতে চাও।'

'কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে না। এর চেয়ে বেশি করতে পারব না'

'কেউ তো তোমাকে সেটা করতে বলেনি।'

'এবার এ প্রসঙ্গ রাখবে? আজকে শুধু আনন্দ করতে চাই।'

'তাহলে যাওয়া যাক, চল।'

'কোথায়?'

'যেখানে ইচ্ছে। সেই চুলোর কাফেতেই চল।'

ওরা ক্যানে পৌছে খবরের কাগজ আর নতুন একখানা ফরাসী সংস্করণের ভোগ পত্রিকার সঙ্গে আরও দুখানা সাময়িক পত্র কিনে ফেলল। সামনে পানীয় নিয়ে আবার দুজনে দুজনের বন্ধু হয়ে উঠল।

ঠিক তখনই দুটি মেয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে রাস্তার উপর সেটা রেখে কাফেতে ঢুকল। দুজনেই এবার পানীয়ের হুকুম দিল। দুজনের মধ্যে যে ব্র্যাণ্ডির আদেশ দিল যে একজন সত্যিকারের সুন্দরী।

'ওরা কারা,' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল। 'ওদের চেনো?'

'কস্মিনকালেও দেখিনি।'

'আমি দেখেছি। ওরা কাছাকাছি কোথাও থাকে। ওদের নিস-এ দেখেছি।'

'একজন খুবই সুন্দরী দেখছি,' ডেভিড বলল। 'পা দুটো ওর ভারি চমৎকার।'

'ওরা দুই বোন,' ক্যাথরিন বলল। 'দুজনকেই দেখতে ভাল।'

'তবে একজন অপূর্ব সুন্দরী। ওরা আমেরিকান নয়।'

মেয়ে দুটি তর্কাতর্কি শুরু করায় ক্যাথরিন ডেভিডকে বলল, 'বেশ ঝগড়া লেগেছে দুজনের মধ্যে মনে হচ্ছে।'

'ওরা বোন জানলে কি ভাবে?'

'নিস-এ তাই মনে হয়েছিল। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে না। গাড়িটায় সুইস প্লেট লাগানো।'

'গাড়িটা পুরনো আইসোটা।'

'কি হয় অপেক্ষা করে দেখব নাকি? অনেকদিন নাটক দেখিনি।'

'মনে হচ্ছে ইতালিয় মার্কা ঝগড়া।'

'হুঁ, খুব জমে উঠেছে।'

'তাই হবে। একজন আবার ভয়ানক সুন্দরী।'

'খুবই সুন্দরী। দেখ, ও এদিকে আসছে।'

উঠে দাঁড়াল ডেভিড।

'দুঃখিত,' মেয়েটি ইংরাজীতে বলল। 'মাপ করবেন, আপনি বসুন না' ও ডেভিডকে বলল।

'আপনিও বসুন না?' ক্যাথরিন ওকে বলল।

'আমার বসা ঠিক হবে না। আমার বন্ধু আমার উপর রেগে আগুন হয়ে আছে। ওকে বললাম আপনারা ব্যাপারটা বুঝবেন। আমাকে ক্ষমা করছেন তো?'

'ওকে ক্ষমা করা যাবে, ডেভিড?' ক্যাথরিন বলল।

'হ্যাঁ, মাপ করে দাও।'

'আমি জানতাম আপনারা বুঝবেন,' মেয়েটি বলল। 'আমি কেবল জানতে চাইছিলাম আপনারা কোথায় চুল ছেঁটেছেন সেটা একটু যদি বলেন।' মেয়েটি প্রশ্ন করে একটু লাল হয়ে উঠল। 'আমার বন্ধু বলছিল 'ছাঁটটা ভয়ঙ্কর রকমের।'

'আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি,' ক্যাথরিন বলল।

'আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে,' মেয়েটি বলল। 'আপনারা রাগ করেন নি?'

'না, না', ক্যাথরিন বলল। 'আমাদের সঙ্গে একটু পান করবেন?'

'সেটা উচিত হবে না। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করব?'

মেয়েটি বন্ধুর দিকে এগিয়ে যেতে সেখানে দুজনের মধ্যে চাপা স্বরে কথাবার্তা চলল কিছুক্ষন।

মেয়েটি আবার এসে বলল, 'আমার বন্ধু মাপ চাইছে, সে আসতে পারবে না। আশাকরি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। চমৎকার মানুষ আপনারা।'

মেয়েটি ফিরে যেতেই ক্যাথরিন বলল, 'কেমন বুঝলে?'

'এরপর ও এসে জানতে চাইবে তোমার স্ল্যাকস কোথায় ছাঁটা হয়েছে।'

মেয়ে দুটির মধ্যে তখনও কথা কাটাকাটি চলছিল। হঠাৎ দুজনেই উঠে পড়ে এগিয়ে এল।

'আমার বন্ধুকে পরিচয় করাতে এলাম। ও হল—।'

'আমি নীনা।'

'আমারা বোর্ণ', ডেভিড বলল। 'আপনারা আসায় খুব খুশি হলাম।'

'আমাদের আসতে দেয়ায় আমরাও খুশি,' সুন্দরী মেয়েটি বলল। 'কাজটা বিশ্রী লাগছে,' ও লাল হয়ে উঠল।

'না, না অত প্রশংসা করবেন না' ক্যাথরিন বলল। 'ম'সিয়ে জ'া খুব ভাল কাজ করেন।"

"নিশ্চয়ই তাই.' সুন্দরী মেয়েটি বলল। ও যেন কথা বলতে হাঁফিয়ে উঠেছিল আর লালও হয়ে উঠেছিল। 'আমরা আপনাকে নিস্‌-এ দেখেছি। সেখানেই কথা বলব ভাবছিলাম, মানে, জানতে চাইব ভেবেছিলাম।'

ডেভিডের মনে হল ও আর লাল হবে না, কিন্তু সেটাই হল।

'আপনাদের মধ্যে কে চুল ছাঁটবেন?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'আমি,' সুন্দরী মেয়েটি উত্তর দিল।

'আমি ভারি বোকা নীনা বলল।

'তুই কিন্তু তা নয় বলেছিস।'

'আমি মত পাল্টেছি।'

'আসলে কিন্তু আমিই বোকা,' সুন্দরী মেয়েটি বলল। 'এবার বিদায় নেব। আপনারা এই কাফেতে প্রায়ই আসেন?'

মাঝে মাঝে,' ক্যাথরিন জবাব দিল।

'আশাকরি আবার দেখা হবে,' সুন্দরী মেয়েটি বলল। 'বিদায়' সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ।'

মেয়ে দুটি ফিরে গিয়ে দাম মিটিয়ে কাফে ছেড়ে যেতে ডেভিড বলল, 'ওরা ইতালিয়ান নয়। একজন খুবই সুন্দর, একটু নার্ভাস করে দিতে পারে ও।'

'ও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। আমাকে সিস্-এ দেখেছিল ও।'

'ও আমার সঙ্গে থাকলে কিছুই করার নেই। আগেও এমন ঘটেছে, তাতে ওদেরই ভাল হয়েছে।'

'নীনাকে কেমন মনে হল?'

'একটা মাদী কুকুর,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল।

'নেবড়ে বাঘিনী। খুব মজার ব্যাপার।'

'আমার সে রকম মনে হয় না,' ক্যাথরিন বলল। 'আমার মতে দুঃখের ব্যাপার।'

'আমারও তাই মত।'

'আমাদের আজ একটা কাফে খুঁজতে হবে', ক্যাথরিন বলল।' এতক্ষণে ওরা বিদেয় হয়েছে।'

'এরা কেমন যেন কল্পনার জীব।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' ক্যাথরিন বলল। 'তবে একজন খুব ভাল। ওর চোখ-দুটো ভারি সুন্দর লক্ষ্য করেছ?'

'খালি লাল হয়ে ওঠে ও।'

'ওকে বেশ লাগল। তোমার লাগেনি?'

'লেগেছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'যারা লাল হতে পারে না তারা অপদার্থ।'

'নীনা একবার হয়েছিল', ডেভিড বলল।

'ওর সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার কঃতে পারি।'

'সেটা ওর গায়ে লাগবে না।'

'না, গায়ের চামড়া মোটা মনে হচ্ছে।'

'নাও, এবার বাড়ির দিকে চল।'

রাত্তিরে ঘুম ভাঙতে ডেভিড বাতাসের গর্জন শুনতে পেল। ও চাদরটা টেনে আবার চোখ বুঁজল। ওর কানে এল ক্যাথরিনের নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ। আস্তে আস্তে ঘুম নেমে এল ওর দুচোখে।

দুদিন ধরে বেশ জোরালো বাতাস বয়ে চলেছে, একটুও কমার লক্ষণ ছিলনা। ডেভিড ওদের এই বেড়িয়ে চলার বিষয় লিখতে গিয়ে একটা গল্পের কাঠামো মনে মনে গড়ে নিয়েছিল। রাতে ঘুম আসার ঠিক আগে এই কাঠামো ওর মনের পরদায় আঁকা হয়ে যায় ঠিক দুদিন আগে। ও জানত গল্পটা নিজের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে, কিন্তু এখনই লিখে না ফেলার চেষ্টা করলে হয়তো সেটা হারিয়ে যাবে মন থেকে।

তরতর করেই এগিয়ে চলেছিল গল্পটা, যেভাবে সাধারণতঃ হয়ে থাকে। কোথাও সেটা আটকালো না। অর্ধেকটা লেখা হতে ওর মনে হল এবার থামা যেতে পারে। বাকিটা পরের দিনেই হবে। গল্পটা বেশ ভালই। ডেভিডের মনে পড়ল কতদিন ধরে ও এটা লিখে ফেলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। গত ঝড়ের দিনে গল্পের ধারণাটা ওর মনে ঠিক মত দানা বাঁধতে পারেনি। স্মৃতিশক্তি যেন ঠিক কাজ করেনি। ও জানে গল্পের পরিণতি কেমন হবে। ও জানে এ কাহিনীতে বাস্তবের স্পর্শ কতখানি আছে। কাহিনীকে সাজিয়ে তুলতে বেশি চেষ্টা করার তাই প্রয়োজন হয়নি।

ক্লান্তিতে ক্লিষ্ট হয়েও সুখী ডেভিড, লেখা শেষ হলে ও যখন ক্যাথারিনের লেখা চিরকুটটা দেখল। সে লিখে রেখেছে ডেভিডকে বিরক্ত করবে না বলে ও বাইরে যাচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দেখা হবে।

ডেভিড ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে প্রাতরাশের হুকুম জানিয়ে বসতে হোটেলের মালিক মঁসিয়ে অরোল এসে বসলেন। দুজনের মধ্যে আবহাওয়া নিয়ে কথা হতে লাগল। মঁসিয়ে অরোল জানালেন বছরের এরকম সময় এ ধরণের জোরালো বাতাস থাকে তবে ঝড় নয় এটা। এ রকম বাতাস সাধারণত দিন তিনেক থাকে। তবে এবারের বাতাস যেন বড্ড বেশি রকম এলোমেলো রকমের যা সাধারণত হয় না।

ডেভিড উত্তরে বলল ওরও সেই রকম মনে হচ্ছে। মঁসিয়ে অরোল বললেন যুদ্ধের পর থেকে শুধু আবহাওয়াই নয়, সবই কেমন যেন বদলে গেছে, আগেকার মত কোন কিছুই আর নেই। মঁসিয়ে যদি ভাল করে লক্ষ করে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন। ডেভিড জানাল সে সেভাবে লক্ষ্য করেনি, তবে এটাও ঠিক আবহাওয়া কেমন যেন আশ্চর্য রকমের। মঁসিয়ে অরোল আরও বললেন সবই

দ্রুত বদলাচ্ছে।

কথাবার্তা এখানেই শেষ হলে ডেভিড ওর প্রাতরাশ শেষ করল। এবার ও পাতা উল্টে চলল খেলাধুলো সংক্রান্ত একখানা ফরাসী পত্রিকার। ও ক্যাথরিনের অনুপস্থিতি হৃদয় দিয়ে অনুভব না করে পারল না। এক সময় উঠে নিজের ঘরের দিকেই চলল ডেভিড।

টেবিলে ফার অ্যাওয়ে আর লঙ্ এগো' বই দুখানা দেখতে পেয়ে ও চমৎকার সেই বই দুটো নিয়ে বারান্দায় চলে এল। ক্যাথরিন ওকে উপহার হিসেবেই বই দুখানা আনাতে ব্যবস্থা করেছিল। সত্যিই গর্ব বোধ করল ডেভিড। ওর ব্যাঙ্কের ফ্রাঁ আর ডলারের জমানো রসদ গ্রাউ দু রোই থেকেই যেন অবাস্তব বলে মনে হতে শুরু করেছিল এই টাকাকে ও কখনই সত্যিকার টাকা বলে ভাবেনি। ডব্লিউ. এইচ. হাডসনের এই বই সত্যিই ওকে যেন ধনী বানিয়ে দিয়েছে। ক্যাথরিনকে বললে সে সত্যিই দারুণ খুশি হয়।

ঘণ্টাখানেক বই পড়ার পর ডেভিড খুব বেশি করেই ক্যাথরিনের অভাব টের পেতে লাগল। এক পাত্র হুইস্কি আর সোডা শেষ করেও ওর মন ভাল হলনা। মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেবার বেশ অনেকক্ষণ পরেই ও পাহাড়ি পথে গাড়ির শব্দ টের পেল।

ও তাদের কণ্ঠস্বরও এবার শুনতে পেল। খুবই উত্তেজিত আর উচ্ছল বলে মনে হল ডেভিডের। মেয়েটি আচমকা থামতেই ক্যাথরিনের গলা ভেসে এল, 'দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।'

'সত্যিই আমার এভাবে আসা উচিত হয়নি', মেয়েটি বলে উঠল। এ সেই অতি সুন্দরী মেয়েটি যে দুজনের সঙ্গে আগের দিন ওদের কাফেতে দেখা হয়, বারবার যে লাল হয়ে উঠেছিল।

'কেমন আছেন?' ডেভিড প্রশ্ন করল। ও দেখল মেয়েটির চুল একদম ক্যাথরিনের মতই অবিকল ছাঁটা। ডেভিড এবার বলল, 'তাহলে দোকানটা খুঁজে পেয়েছিলেন।'

মেয়েটি লাল হয়ে ক্যাথরিনের দিকে আত্মরক্ষার তাগিদেই যেন তাকাল।

'ভাল করে ওকে দেখ,' ক্যাথরিন বলল। 'ওর মাথাটা তুলে দেখ।'

'ওঃ ক্যাথরিন,' মেয়েটি বলে উঠল। তারপর ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইচ্ছে হলে দেখুন।'

'ভয় পাবেন না,' ডেভিড বলল। 'কি রকম লাগছে তাই বলুন।'

'খুব ভাল লাগছে এখানে এভাবে এসে', মেয়েটি বলল।

'দুজনে গিয়েছিলে কোথায় ?' ক্যাথারিনকে প্রশ্ন করল ডেভিড।

'অবশ্যই জ'ার ওখানে। তারপর মারিটাকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করতে আপত্তি আছে কি না। আমাদের দেখে খুশি হওনি ?'

'দারুণ খুশি। আর এক গ্লাস খাবে তোমরা ?'

'মার্টিনি বানাবে ?' ক্যাথরিন বলল। 'এক গ্লাসে ক্ষতি হবে তোমার।'

'না, না, আমি খাব না, তোমাকে গাড়ি চালাতে হবে', মেয়েটি বলল।

'তাহলে শেরী ?'

'না, না—।'

ডেভিড ইতিমধ্যে দুটো গ্লাসে বরফের টুকরো দিয়ে মার্টিনি বানিয়ে আনল।

'ওকে আর ভয় নেই তো ?' 'ক্যাথরিন মেয়েটিকে বলল।

'না, না', মেয়েটি লাল হয়ে গিয়ে উত্তর দিল। 'এটা খুব কড়া।'

'হ্যাঁ, একটু কড়া', ডেভিড বলল। 'এরকম বাতাসের জন্য আমরা এটাই খাই।'

'ওহ্। সব আমেরিকানরাই তাই করে ?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'শুধু প্রাচীন পরিবারের মানুষ যারা তারাই করে', ক্যাথরিন বলল। 'আমরা, মর্গ্যানরা, উলওয়ার্থেরা, এই রকম পরিবারেরা।'

'প্রচণ্ড ঝড় বাতাসের আর ঘূর্ণিঝড়ের দিনে খুবই দরকার এ জিনিস', ডেভিড বলল। 'আমার মনে হয় এর জুড়ি নেই।

'যখন গাড়ি চালাতে হবে না সেরকম সময় আমিও খেয়ে দেখব', মেয়েটি বলল।

'আমরা খাচ্ছি বলে তোমাকে তাবলে খেতে হবে না,' ক্যাথরিন বলল। 'আমরা কিন্তু সব সময় ঠাট্টা করিনা ওকে দেখ, ডেভিড। ওকে নিয়ে এসেছি বলে আনন্দ হচ্ছে না ?'

'তুমি ঠাট্টা করলে ভালই লাগে,' মেয়েটি বলল। 'এখানে এসে দারুণ সুখী হয়েছি শুনে কিন্তু রাগ কোরনা।'

'এসে ভাল করেছেন,' ডেভিড বলল।

ডাইনিং কামরায় মধ্যাহ্নভোজের সময় ডেভিড প্রশ্ন করল,' আপনার বান্ধবী নীনার খবর কি ?'

'সে চলে গেছে।'

'ওকে বেশ সুন্দর দেখতে,' ডেভিড বলল।

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে দারুণ ঝগড়া হয়েছে ও তাই চলে গেল।'

'ও একটা কুকুরী', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'অবশ্য আমার মনে হয় অনেকেই তাই।'

'কথাটা ঠিকই,' মেয়েটি বলল।

'আমি কিন্তু অনেক মহিলাকে চিনি যারা তা নয়', ডেভিড বলল।

'নী না সুখী ছিল?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'মনে হয় ও সুখী হবে', মেয়েটি উত্তর দিল।

'বুদ্ধিমান মানুষরা সুখী হয় এমন কথা শুনিনি।'

'ভুল করলে দ্রুত জানা যায়', মেয়েটি বলল।

'আজ সারা সকালই তুমি সুখী', ক্যাথারিন বলল। 'আমরা চমৎকার কাটিয়েছি?'

'সে কথা বলতে হবে না', মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমার ধারণা আমি বহুদিন এ রকম সুখী হইনি।'

স্যালাড খেতে খেতে ডেভিড প্রশ্ন করল,' উপকূল ছাড়িয়ে অনেক দূরে থাকছেন নাকি?'

'বেশিদিন এখানে থাকব বলে মনে হয় না।'

'সত্যি? খুবই খারাপ খবর.' ডেভিড কথাটা বলেই টের পেল আচমকা যেন আবহাওয়াটা একটু থমথমে হয়ে এসেছে। ও মেয়েটির দিকে তাকাতেই দেখল সে এমনভাবে চোখ নামিয়ে রয়েছে যে ওর গাল স্পর্শ করতে চাইছে। ডেভিড এবার ক্যাথরিনের দিকে তাকাতে সে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বলল', ও প্যারী চলে যাচ্ছিল, আমি তাই বলেছি অরোল একখানা ঘর দিতে পারলে থেকে যেতে। ওকে এও বলেছি মধ্যাহ্নভোজে এসে ডেভিড ওকে পছন্দ করে কিনা দেখতে। ডেভিড, ওকে পছন্দ হয়?'

ডেভিড উত্তরে বলল, 'এটা কোন ক্লাব নয়, এটা হোটেল।' ক্যাথরিন মুখ ঘুরিয়ে নিতে পরিস্থিতি সামলাতে চাইল ডেভিড যেন কথাটা বলাই হয়নি। আপনাকে আমাদের খুবই পছন্দ। আমার বিশ্বাস মসিয়ে অরোল একখানা ঘর দিতে পারবেন। আরও একজনকে পেলে তিনি খুশিই হবেন।'

মেয়েটি মুখ নিচু করেই উত্তর দিল, 'আমার না থাকাই উচিত।'

'দয়া করে কটা দিন থাকো', ক্যাথরিন বলল। 'ডেভিড আর আমার দুজনেরই তাই ইচ্ছে। ও যখন কাজ করে আমাকে সঙ্গ দেবার কেউ থাকেনা। আজ সকালে যেমন হল, চমৎকার সময় কাটাব আমরা দুজন। এই ডেভিড ওকে বলোনা।'

চুলোয় যাক। ডেভিড মনে মনে বলল।

'বাকামি কোর না', ও বলল। 'ম'সিয়ে অরোলকে খবর দাও' ডেভিড পরিবেশনকারী ছেলেটিকে বলল এবার। 'দেখি একখানা ঘর পাওয়া যায় কিনা।'

'সত্যিই আপনারা কিছু মনে করবেন না?' মেয়েটি বলল।

'মনে করলে নিশ্চয়ই বলতামনা', ডেভিড উত্তর দিল। 'আপনাকে আমাদের খুবই পছন্দ। আপনার রুচি আছে।'

'পারলে আপনাদের কাজে লাগার চেষ্টা করব', মেয়েটি উত্তর দিল।

'আগের মত আনন্দ করুণ তাহলেই হবে', ডেভিড বলল।

'ঠিক আছে, তাই করব। ভাবছি একটু মার্টিনি খেলে হত, এখন তো গাড়ি চালাব না'. মেয়েটি বলল।

'আজ রাত্তিরে পাবে', ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'সুন্দর হবে। এবার ঘরটা দেখব চলো।'

ডেভিড মেয়েটিকে নিয়ে পুরনো বিরাট আইসোটা কনভারটিবল গাড়িটা আর ওর ব্যাগ ক্যানের কাফের সামনে থেকে নিয়ে আসতে গেল।

ফেরার পথে মেয়েটি বলল', আপনার স্ত্রী চমৎকার মহিলা, আমি তো ওর প্রেমে পড়ে গেছি।'

'আমিও পড়ে আছি', ডেভিড উত্তরে বলল।

'আমি আপনারও প্রেমে পড়েছি', মেয়েটি বলল। 'আপত্তি নেই তো?'

মেয়েটি ওর পাশে বসে থাকায় সে লাল হয়ে উঠল কিনা বুঝতে পারল না ডেভিড ও শুধু হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করতে সে ওর গায়ে এলিয়ে পড়ল।

'সেটা দেখতে হবে', ডেভিড উত্তর দিল এরপর।

'আমি ছোটোখাটো বলে খুশি।'

'কার চেয়ে ছোটো?'

'ক্যাথরিনের চেয়ে', মেয়েটি বলল।

'এ রকম বলা কিন্তু ঠিক নয়', ডেভিড বলল।

'মানে বলছিলাম আমার মত আকৃতি আপনার পছন্দ হতে পারে। নাকি লম্বা মেয়েই আপনার পছন্দ?'

'ক্যাথরিন লম্বা নয়।'

'নিশ্চয়ই না। আমি শুধু বলছিলাম আমি অতটা লম্বা নই।'

'হ্যাঁ, আপনার রঙও বেশ গাঢ়।'

'হ্যাঁ। আমরা বেশ মানানসই হব।'

'কারা?'

'ক্যাথরিন, আমি আর আপনি।'

'সেটা দেখতে হবে।'

'তার মানে?'

'তার মানে হল আমরা এক সঙ্গে থেকে মানানসই না হয়ে পারব কি?'

'আমরা এখন একসঙ্গেই আছি।'

'না', ডেভিড স্টিয়ারিং-এ একহাত রেখে বিস্তৃত রাজপথের দিকে তাকাল। মেয়েটি ওর হাতে হাত রেখেছিল। 'আমরা শুধু একসঙ্গে গাড়িতে চলেছি মাত্র।'

'আমি কিন্তু টের পেয়েছি আমাকে আপনি পছন্দ করেন।

'হ্যাঁ। এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস যোগ্য. তবে তাতে সব কিছু বোঝায় না।'

'কিছু তো বোঝায়?'

ঠিক এর অর্থ যতটুকু।'

'সুন্দর বলেছেন', মেয়েটি উত্তর দিল কিন্তু ওর হাত টেনে নিলনা যতক্ষণ না ওরা চত্বরে পৌছে পুরনো আইসোটার পিছনে কাফের গাছের আড়ালে গাড়ি রাখল। এরপর মেয়েটি হেসে নীল গাড়িটা থেকে নেমে এল।

পাইন গাছের আড়ালে হোটেলে আছড়ে পড়ছিল জোরালো বাতাস। নিজেদের ঘরে বসেছিল ডেভিড আর ক্যাথরিন। ক্যাথরিন মারিটাকে ওর ঘরে ইতিমধ্যে পৌছে দিয়ে এসেছিল আগেই।

'আমার মনে হচ্ছে ও আরামেই থাকবেন', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'অবশ্য আমাদের মত ভাল ঘর হচ্ছে তুমি যেটায় বসে লেখ।'

'আর ও ঘরখানা আমিও রাখছি', ডেভিড বলল। ওটা আমার লেখার ঘর, একটা আমদানী করা মাদী কুকুরের জন্য সেটা ছাড়ব না।'

এত রাগ করছ কেন?' ক্যাথরিন উত্তর দিল। কেউ তোমাকে ও ঘর ছাড়তে বলেনি। আমি কেবল বললাম ওটা বেশ ভাল ঘর।'

'মেয়েটা কে জানতে পারি?'

'আবার রাগ দেখাচ্ছ। মেয়েটা ভালই, আমার খুব পছন্দ। তোমাকে কিছু না জানিয়ে ওকে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি তা জানি, এজন্য দুঃখিত। কিন্তু

যখন কাজটা করে ফেলেছি তখন আর কি হবে? ভেবেছিলাম তুমি যখন লেখায় ব্যস্ত থাকবে তখন কেউ আমাকে সঙ্গ দিলে ভালই হবে।'

'কাউকে চাইলে আমি আপত্তি করতাম না।

'আমি কাউকে চাইনি। হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হল তাই ভাবলাম দুজনেরই ভাল লাগবে।'

কিন্তু ওর পরিচয় কি?'

'ওর কাগজপত্র দেখার সুযোগ হয়নি। দরকার হলে তুমিই জিজ্ঞেস কর।'

'যাক, ও অন্তত ভদ্র। কিন্তু কার ভালবাসার পাত্রী ও?'

'ঠিক আছে। আমি পাগল না হলে ও আমাদের দুজনকেই ভালবাসে।'

'তুমি পাগল নও।'

'হয়তো এখনও হইনি।'

'তাহলে উদ্দেশ্যটা কি?

জানিনা', ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'আমারও সেই অবস্থা।'

'এটা বোধ হয় একধরণের মজা।'

'যাক গে সাঁতার কাটতে যাবে?' ডেভিড বলল। 'গতকাল যাওনি।'

'হ্যাঁ, চল। ওকে জিজ্ঞেস করব?'

'তাহলে সাঁতারের পোশাক পরতে হবে।'

'এই বাতাসে অসুবিধে হবেনা। এই সময় রোদ্দুরে চামড়া পোড়ানো চলেনা।'

'তোমার সঙ্গে পোশাক পরতে ইচ্ছে করেনা।'

'আমারও না। কাল হয়তো বাতাস থাকবে না।'

এরপর এসটোরল রোডে গাড়ি চালাতে গিয়ে ডেভিড বুঝল গাড়ির মোটরে কিছু কারিকুরি প্রয়োজন। তিনজন যাওয়ার সময় ক্যাথরিন বলে উঠল', এখানে দু তিনটে আলাদা খাঁড়ি আছে যেখানে একলা থাকলে আমরা পোশাক ছাড়াই সাঁতার কাটি। রঙগাঢ় করতে গেলে এটাই চাই।'

'আজ সে রকম দিন নয়, বড্ড বাতাস', ডেভিড বলল।

'ইচ্ছে হলে তাহলেও পোশাক খুলেই সাঁতার কাটাতে পারি', ক্যাথরিন মেয়েটিকে বলল। 'অবশ্য ডেভিড কিছু মনে না করলে। খুব মজা হবে।'

'আমার খুব ইচ্ছে আছে, মেয়েটি বলল। 'আপনি কিছু মনে করবেন?' ও এবার ডেভিডকে বলল।

সন্ধ্যেবেলা ডেভিড মার্টিনি তৈরি করলে মেয়েটি বলল', আজকের মতই সব কিছুই এত সুন্দর ?'

'আজ দিনটা বেশ চমৎকার', ডেভিড উত্তরে বলল। ক্যাথরিন তখনও ঘর থেকে বেরোয় নি। ওরা দুজনই শুধু ছোট্ট বার-এর সামনে বসে কথা বলছিল।

'আমি পান করার সময় যা বলতে চাই তা সাধারণত বলিনা', মেয়েটি বলল।

'তাহলে বলবেন না'

'তাহলে পান করার দরকার কি ?'

'সবেতো একটাই খেয়েছেন।'

'সাঁতার কাটার সময় অস্বস্তি বোধ করেছিলেন ?'

'না। করা উচিত ছিল নাকি ?'

'না, তা নয়', মেয়েটি জবাব দিল। 'আপনাকে দেখে ভাল লাগছিল।'

'ভাল কথা', ডেভিড বলল। 'মার্টিনিটা কেমন লাগছে ?'

'খুব কড়া, তবে বেশ লাগছে। আপনি আর ক্যাথরিন কি কারও সঙ্গে ওইভাবে সাঁতার দেননি ?'

'না। দেবার প্রয়োজন ছিল কি ?'

'আচ্ছা, আমার রঙটা আরও বাদামী হলে ভাল হবে ?'

'আপনার রঙ এমনিতেই ভাল। সারা শরীরে তাই করে ফেলুন।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনার কোন সঙ্গিনীর রঙ হালকা হোক।'

'আপনি আমার সঙ্গিনী নন ?'

'হ্যাঁ আমি তাই। আপনাকে আগেই বলেছি।'

'আপনি আর লাল হচ্ছেন না।'

'স্নান করার সময় থেকে কাটিয়ে উঠেছি, বোধ হয় আর হবে না।'

'ওই কাশ্মীরী সোয়েটারে আপানাকে চমৎকার মানিয়েছে', ডেভিড বলল।

ক্যাথরিনের ইচ্ছে আমরা দুজনেই এটা পরব। কথাটা বললাম বলে আমাকে ঘেন্না করছেন না তো ?'

'কি বলেছেন তাই ভুলে গেছি।'

'এই যে আপনাকে ভালবাসি।'

'বাজে বকবেন না।'

'কারও জীবনে এটা হয় বিশ্বাস করেন না ? আপনাদের দুজনকে নিয়ে যেমন হয়েছে ?'

'দুজনের সঙ্গে একসঙ্গে প্রেমে পড়া যায় না।'

'কে বলতে পারে', মেয়েটি বলল।

'বাজে কথা' ডেভিড উত্তর দিল। 'এশুধু কথার কথা।'

'না যা বলছি সত্যি।'

'বিলকুল বাজে কথা।'

'যাই ভাবুন, সে জন্যই আমি আছি।'

'হ্যাঁ. তা আছেন' ক্যাথরিনেকে ঘর থেকে আসতে দেখে ডেভিড বলল।

'এই যে সাঁতারুরা' ক্যাথরিনের গলা শোনা গেল। 'লজ্জার কথা আমি মারিটার প্রথম মার্টিনি খাওয়া দেখতে পেলাম না।'

'এখনও রয়েছে,' মেয়েটি বলল।

'ওর প্রতিক্রিয়া কি রকম, ডেভিড।'

ভুল বকতে শুরু করেছে।'

তাহলে নতুন করে শুরু করা যাক। এই বারটা ত্যাগ করতে পার না? এখানে কোন আয়না নেই।'

'কালই একটা আনানো যাবে,' মেয়েটি বলল।

'বড়লোকী কোরনা। আমরা দুজনেই আনব তারপর আয়নাতে দেখব কে কিরকম ভুল বকছে।'

'আমাকে পরিহাস প্রবণ দেখালেই বুঝতে পারি হেরে গেছি,' ডেভিড বলল।

'তুমি হারতে পারনা। দুটো মেয়ের সঙ্গে হারবে কি ভাবে?' ক্যাথরিন বলল।

'আমিও সেটাই বোঝাতে চাইছিলাম,' মেয়েটি এই প্রথম লাল হতে চাইল।

'ও তোমার প্রেয়সী, আমিও তাই,' ক্যাথরিন বলল। 'এবার গোমড়া মুখো না হয়ে থেকে দুই প্রেয়সী কে কাছে নাও। আমি হলাম ফর্সা মেয়ে যাকে বিয়ে করেছ।'

যাকে বিয়ে করেছি তার চেয়ে তুমি ঢের গাঢ় রঙের।'

'তুমিও তাই, আর তাই তোমার জন্য একটা গাঢ় রঙের মেয়ে উপহার এনেছি। উপহারটা ভাল লাগেনি?'

'দারুন লেগেছে উপহার।'

'তোমার ভবিষ্যতটা কেমন হবে ভাবছ?'

'ভবিষ্যত নিয়ে আমার মাথাবাথা নেই।'

'কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যত নয়, তাই না?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'বাঃ চমৎকার,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'মারিটা শুধু সুন্দরী আর ধনীই নয়,

স্বাস্থ্যবতী আর স্নেহশীলাও দেখছি। ঠাট্টাতেও ওস্তাদ। তোমার জন্য যা এনেছি খুশি হওনি?'

'অন্ধকার ভবিষ্যতের চেয়ে গাঢ় রঙের উপহার হওয়াই আমার কাছে ভাল।'

'হুঁ আবার সেই রকম,' ক্যাথরিন বলল। 'ওকে চুমু খাও, ডেভিড, ওর এটা পাওনা।'

ডেভিড ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতেই মেয়েটিও চুমু খেল। পরক্ষণেই ও মুখ ফিরিয়ে চোখের জল গোপন করতে চ ইল।

'এবার একটু মজার কথা বল,' ডেভিড ক্যাথরিনকে বলল।

'আমি ঠিক আছি,' মেয়েটি বলে উঠল। 'আমার দিকে দয়া করে তাকাবে না।'

ক্যাথরিন ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করলে মেয়েটি বলে উঠল 'আমি ঠিক আছি, কিছু ভাববেন না।'

'আমি খুবই দুঃখিত,' ক্যাথরিন বলল।

'দয়া করে এবার আমায় যেতে দিন। আমাকে যেতেই হবে,' মেয়েটি বলল। ও চলে যেতেই ডেভিড বলল,' এবার কি?'

'কিছু বোলো না, আমি খুবই দুঃখিত, ডেভিড,' ক্যাথারিন বলল।

'ও আবার ফিরে আসবে।'

'তোমার কি ধারণা এর সবটাই সাজানো?'

'ওর চোখের জল একদম খাঁটি। এটাই তো বলতে চাইছ?'

'বোকার মত কথা বোলোনা। তুমি মূর্খ নও।'

'ওকে সতর্কভাবেই চুমু খেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। মুখে অবশ্য।'

'কোথায় খাব ভেবেছিলে?'

'ঠিক আছে। আমি তোমার সমালোচনা করছি না।'

'আমি খুশি তুমি ওকে সাঁতার কাটার সময় চুমু খেতে বলনি দেখে।'

'ভেবেছিলাম.' ক্যাথরিন বলল। ও হেসে উঠতে সেই আগেকার জীবনে যখন কেউ আসেনি সেই সময়ের কথাই যেন মনে হল। 'তুমি কি মনে কর কথাটা বলতাম?'

আমার সেই রকম মনে হতেই ডুব মেরেছিলাম।'

'ভাল কাজই করেছিলে।'

এবার দুজনেই হেসে ফেলল।

'এবার আমাদের খুশির সময় এসে গেছে আবার,' ক্যাথরিন বলল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ,' ডেভিড বলল। 'তোমাকে আমি ভালবাসি. দুষ্টু মেয়ে। ওকে কিছু ভেবে চুমু খাইনি।'

'সে কথা বলতে হবে না,' ক্যাথরিন বলল।' অনেক কষ্টেই খেয়েছিলে।'

আমার ইচ্ছে ও এখান থেকে চলে যাক।'

'এমন হৃদয় হীন হতে চেওনা,' ক্যাথরিন বলল। 'আমিই ওকে উৎসাহ দিয়েছি।'

'আর আমি বাধা দিয়েছি।'

'আমি ওকে তোমার দিকে ঠেলে দিয়েছি। ওকে খুঁজে নিয়ে আসছি।'

'না, এখন থাক। নিজের সম্পর্কে ও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল '

'একথা কেমন করে বললে, ডেভিড? তুমিই ওকে নড়বড়ে করে দিয়েছ।

'না, আমি করিনি।'

'যাই হোক কিছু একটা হয়েছে। আমি ওকে খুঁজে নিয়ে আসছি।'

এটা করার দরকার হলনা কারণ বার-এ পৌঁছতেই ওরা দেখল সে ওখানেই রয়েছে। ওদের দেখে একটু লাল হয়ে উঠল ও। এগিয়ে এসে ও দ্রুত ডেভিডের ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে উঠল,' উপহারটা আমার ভালই লাগছে। কেউ আমার পানীয়টা নিয়ে নিল নাকি?'

'আমি ফেলে দিয়েছি.' ক্যাথরিন বলল। 'ডেভিড আর একটা বানিয়ে দেবে।'

'আমার মনে হয় আপনি এখন দুটো মেয়েই চাইবেন,' মেয়েটি বলল। 'আমি আপনারও যেমন তেমনই আবার ক্যাথরিনেরও।'

'আমার মেয়ে দরকার হয় না,' ক্যাথরিন শান্তস্বরে বলতে চাইলেও ওর নিজের আর ডেভিডের কানেও অদ্ভুত লাগল।

'কোন দিনই চাওনি?'

'না।'

'আমিই তোমার হতে পারি, যদি চাও, আর ডেভিডেরও।'

'এটা বড় বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে না?' ক্যাথরিন বলল।

'সেই জন্যই এখানে এসেছি,' মেয়েটি বলল। 'আমার মনে হয় তোমারও তাই ইচ্ছে ছিল।'

,আমার কোন মেয়ে দরকার ছিলনা,' ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'আমি বড় বোকা।' ঠিক কথা বলতে পারি না। তোমরা আমার সঙ্গে

ঠাট্টা করছ না তো?'

'না, ঠাট্টা করছি না।'

'জানিনা এত বোকামি কেন করি,' মেয়েটি আপন মনেই বলতে চাইল। ও ডেভিডের, ভুল ধারণার কথাটাই ভাবছিল। ক্যাথরিনও তাই ভাবল।

রাত্রিরে বিছানায় শুয়ে ক্যাথরিন বলল', তোমায় এসবের মধ্যে না জড়ানোই উচিত ছিল বুঝতে পারি।'

'ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত।'

'হয়তো আরও খারাপ হত তাহলে। এর মধ্য দিয়েই ঝামেলা কাটিয়ে ওঠাই ভাল।'

'তুমি ওকে ফেরত পাঠাতে পারো।'

'না, এখন সেটা ভাল হবে না। ওর তোমার কাছে কোন দাম আছে?'

'কণামাত্রও না।'

'তা জানি। আমি তোমায় ভালবাসি, তাই অন্য কিছু গ্রাহ্য করিনা। তুমিও সেটা জানো।'

'আমি কিছুই জানিনা, দুষ্টু।'

॥ ১২ ॥

তিনদিন হয়ে গেল সেই ঝোড়ো বাতাস বয়ে চলেছে। তত জোরালো অবশ্য নয়। ডেভিড টেবিলের সামনে বসে গল্পটা পড়ে চলেছিল আর দরকার মত সংশোধন করছিল। বাইরে মেয়ে দুজনের কণ্ঠস্বর শুনেও ও তাকাল না। ওরা জানালার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ও লেখা বন্ধ করে হাত নাড়ল। ওরাও হাত নাড়ল আর মারিটা হাসতেই পিছন থেকে ক্যাথরিন ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত করল। মেয়েটিকে খুবই সুন্দর লাগছিল, মুখখানা দারুণ উজ্জ্বল আর গাঢ় গায়ের রঙ ঝলসে উঠছিল। ক্যাথরিন বরাবরের মতই সুন্দর। ডেভিডের কানে গাড়ির শব্দ পৌছল ও বুঝল ওটা সেই বুগাত্তি। ও এবার গল্প লেখায় মন দিয়ে দুপুরের আগেই সেটা শেষ করে ফেলল।

প্রাতরাশ খাওয়ার মত সময় আর ছিল না। তাছাড়া বেশ ক্লান্তই লাগছিল ডেভিডের এতক্ষণ লেখার পর। পুরানো আইসোটা চালিয়ে শহরে যেতে ওর

ইচ্ছে হল না। ক্যাথরিণ বলে গিয়েছিল ওরা ক্যানেয় যাচ্ছে ফেরার পথে কাফেতে দেখা হবে।

এখন ওর একপাত্র বীয়ার দরকার ভাবল ডেভিড, কিন্তু সেটা হবার নয় যেহেতু এই এলাকায় ভাল বীয়ার মেলে। ওর মনে পড়ল প্যারীতে বেড়ানোর কথা, ও সে কাহিনী লিখেও রেখেছে। বিয়ের পর এটাই ওর লেখা প্রথম কাহিনী। এখন বাকি লেখা শেষ করতে হবে. না করলে এর কানাকড়িও মূল্য থাকবে না।' আগামীকাল সেখানে থেমেছি সেখান থেকেই শুরু করব' ভাবল ডেভিড। কিন্তু শেষ করব কিভাবে?

কাজের বাইরের কথা ভাবতে যেতেই সে কথা গুলো অন্তরে লুকিয়ে ছিল সেগুলো সবই বেরিয়ে এল। ও গতকালের রাতের কথাটা ভাবল, তারপর আজকে রাস্তায় ক্যাথরিন আর মেয়েটির কথা। ওর মনে পড়ল ক্যাথরিনের সঙ্গে দুদিন আগে ও গাড়ি চালিয়ে এসেছিল, কথাটা ভাবতেই ও অসুস্থ বোধ করতে চাইল। ওদের এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। এখন বিকেল। হয়তো ওরা কাফেতেই এসে গেছে। ক্যাথরিন কিছু একটা ভেবেছে। ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে সেটাও বোধহয় ও জানে।

লেখা শেষ করেও তোমার চিন্তা শেষ হলনা। তোমার আর একটা গল্প শুরু করাই ভাল। একটা কঠিন গল্পই শুরু করা ভাল। ওর কাছে নিজেকে জাহির করতে হলে আরও কঠিন পরিশ্রম চাই। ওর কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছ তুমি? অনেকটাই, তুমি বলতে চাইবে! না, কখনই তা নয়। আগামীকালের মধ্যেই তাহলে গল্পটা আরম্ভ করে দাও। চুলোয় যাক আগামী-কাল। আজকেই আরম্ভ করে দাও।

চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে ডেভিড লেখার ঘরে এসে বসে পড়ল তারপর কলম নিয়ে যে গল্পের কথাটা ও ভেবেছিল তারই প্রথম অনুচ্ছেদটা লিখে ফেলল। সহজ বর্ণনায় ওর লেখা এগিয়ে চলল। বেশ কিছুক্ষণ লেখার পর ও উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এল তারপর এক পাত্র হুইস্কির হুকুম করল।

মালিকের ভাইপো বোতল আর গ্লাস এনে টেবিলে রেখে বলল, 'ম'সিয়ে আজ প্রাতরাশ খাননি।'

'অনেকক্ষণ কাজ করেছি।'

'হ্যাঁ স্যর', ছেলেটি বলল।' কিছু আনব? শ্যাণ্ডউইচ?'

আমাদের মালপত্র রাখার ঘরে একটা খাবারের টিন আছে. সেটাই আনতে পার।'

'সেটা ঠাণ্ডা নয় ?'

'ওকেই চলবে। নিয়ে এস।'

ছেলেটি খাবার নিয়ে এলে ডেভিড খেতে শুরু করল। খেতে খেতে ও খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে চলল।

ওর মনে পড়ল গ্রাউ দু রোইতে গরম খাবারই ওরা খেতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু সে যেন অনেকদিনের কথা। গ্রাউ দু রোইর কথা ভাববার মুখেই ওর কানে পৌঁছল গাড়ির শব্দ।

ডেভিড উঠে বারের দিকে চলল। সেখানে গ্লাশে হুইস্কির মধ্যে বরফের টুকরো ফেলে চুমুক দিয়ে চলল ও।

ওদের হাস্যোচ্ছল কণ্ঠস্বর ওর কানে এসে ঢুকল। গতদিনের মতই হাসি-খুশি ক্যাথরিন। উত্তেজনায় টানটান। মেয়েটিও সেই রকম। ওর মাথার চুল বাতাসে এলোমেলো।

'তোমাকে কাফেতে দেখতে না পেয়ে চলে এলাম', ক্যাথরিন বলল।

'অনেকক্ষণ লিখেছি। কি রকম কাটল, দুষ্টু ?'

'খুউব ভাল। ও কেমন কাটাল জানতে চেওনা।'

'খুব কাজ করলে বুঝি। ডেভিড ?' মেয়েটি এই প্রথম ডেভিডকে তুমি' সম্বোধন করল।

'ঠিক ভাল বউয়ের মত প্রশ্ন', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

'নিস-এ কি করলে ?'

'বলার আগে এক গ্লাস পেতে পারি ?'

ওরা দুজনেই ডেভিডের গা ঘেঁসে দাঁড়ানোয় ও তাদের স্পর্শ টের পেল।

'ভাল ভাবে কাজ করেছ, ডেভিড ?' মেয়েটি আবার জানতে চাইল।

'নিশ্চয়ই করেছে', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'ওটাই ওর কাজ, বোকা কোথাকার।'

'সত্যি ডেভিড ?'

'হ্যাঁ' ডেভিড ওর মাথার চুল নেড়ে বলল। 'ধন্যবাদ।'

'এক গ্লাস খাওয়ার মত কিছু পাওয়া যাবে না ?' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আমরা তো কাজ করিনি, শুধু ঘুরে জিনিস কিনেছি আর লজ্জার কাজ করেছি।'

'মানে, সে রকম লজ্জার নয় অবশ্য।'

'কি রকম লর্জ্জার কাজ ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'আমি কিছু মনে করিনি, বরং উপভোগ করেছি।', ক্যাথরিন বলল।

'নিস-এ কে একজন ওর স্ল্যাকস নিয়ে কি যেন বলে।'

'সেটা লজ্জার ব্যাপার নয়', ডেভিড বলল। 'এ রকম বড় শহরে এটা ঘটেই থাকে '

'আমায় কি অন্যরকম দেখাচ্ছে ?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।' তোমার কি মনে হচ্ছে ?'

'না', ডেভিড ওর দিকে তাকিয়ে বলল। ওকে সত্যিই অপরূপা মনে হচ্ছিল।

'চমৎকার', উত্তর দিল ক্যাথরিন। 'আজ নিস-এ যাওয়ার সময় ওকে চুমু খেয়েছিলাম, আর ও আমাকে চুমু খায়।' ক্যাথরিন যেন বিদ্রোহিনীর ভঙ্গীতে ডেভিডের দিকে তাকাল', তারপর বলল' 'ওকে চুমু খাও, ডেভিড।'

ডেভিড মেয়েটির দিকে ফিরতে সেও ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল। ডেভিডের চুম্বনের ইচ্ছে ছিলনা তবুও ও বাধ্য হল। আবার এরকম হবে ও ভাবতে পারেনি।

'নাও যথেষ্ট হয়েছে,' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'কি রকম আছ ?' ডেভিড মেয়েটিকে প্রশ্ন করল।

'দারুণ ! খুবই সুখীই ভাবছি নিজেকে,' ও বলল।

'সবাই সুখী', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'সবাই দোষের ভাগ নিয়েছি।'

তিনজনেই বেশ ক্ষুধার্ত, তাই খাওয়া বেশ জমে উঠেছিল। ওরা ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে পড়ল।

'নৈশ ভোজের আগে বা পরে যাই হোক একটা বেশ ভাল চমক আছে', ক্যাথরিন বলল। 'মারিটা মাতাল কোন ভারতীয় তেলের খনির মালিকের মতই দুহাতে খরচ করে, ডেভিড।'

'ওরা বুঝি খুব ভাল ?' মেয়েটি বলে উঠল। 'নাকি মহারাজাদের মত ?'

'ডেভিড তোমায় বলতে পারবে। ওর দেশ ওকলাহোমায়।'

'ওঃ, আমি ভেবেছিলাম পূর্ব আফ্রিকা

'না। ওদের কিছু পূর্বপুরুষ ওকলাহোমা থেকে পূর্ব আফ্রিকায় চলে যান, ও তখন খুব ছোট।'

'দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার তো।'

'ও যখন কিশোর তখন পূর্ব আফ্রিকায় থাকা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেফেলে।'

'তা জানি।'

'তুমি পড়েছ না কি ?' ডেভিড জানতে চাইল।

'হ্যাঁ', ও বলল। 'এ নিয়ে জানতে চাইবে নাকি ?'

'না, তা চাইব না।'

'পড়ে আমি কেঁদেছি', মেয়েটি বলল। চরিত্রটা তোমার বাবার ?'

'কিছুটা বলা যায়।'

তাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতে ?'

'হ্যাঁ, বাসতাম।'

'তার সম্পর্কে আমাকে কোনদিন কিছু বলনি তো ?' ক্যাথরিন বলল।

তুমি তো জানতে চাওনি।'

'চাইলে বলতে ?'

'না।'

'বইটা আমার খুব ভাল লেগেছে', মেয়েটি বলল।

'বেশি বাড়াবাড়ি কোরনা', ক্যাথরিন বলে উঠল।

'না তা করছি না।'

'তুমি যখন ওকে চুমু খেলে— ।'

'তুমিই খেতে বলেছিলে।'

'আমি জানতে চাইছিলাম যখন ওকে চুমু খেলে তখন কি লেখক হিসেবে ভাবছিলে ওকে ?'

'তা বলতে পারব না.' মেয়েটি বলল। 'কথাটা ভেবে দেখিনি।'

'আমি খুশি,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি ভাবছিলাম আবার সেই কাগজের টুকরোর মত হবে।'

মেয়েটি একটু ধাঁধাঁয় পড়ে যেতেই ক্যাথরিন ব্যাখ্যা করতে গেল। 'এ হল ওর দু নম্বর বইয়ের সমালোচনা। ও দুখানা বই লিখেছে জানো নিশ্চয়ই।'

'আমি শুধু 'দি রিফট্' বইটা পড়েছি।'

'দ্বিতীয় বইটা আকাশের ওড়া নিয়ে। যুদ্ধের কাহিনী। প্লেনে ওড়া নিয়ে এমন সুন্দর বই কেউই লেখেনি।'

'দুত্তোর।' ডেভিড বলে উঠল।

'আগে পড তারপর দেখবে,' ক্যাথরিন বলল। এমন একখানা বই এটা যে যে কোন লোকই লেখার জন্য যৌবনপণ করবে। নিজেকে উজাড় করে দিতে হয়। কখনও ভেবোনা ওর বই সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, আর এটাও ভেবনা ওকে যখন চুমু খাই তখন লেখক বলেই খাই।'

'আমার মনে এবার একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার,' ডেভিড বলে উঠল। 'তোমার একটু ঘুমোনো দরকার দুষ্ট। নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়েছ।'

'আমি বড্ড কথা বলছি' ক্যাথরিন বলল। 'খাওয়াটা জোর হয়েগেছে তাই বোধ হয় বেশি বকছি আর অহঙ্কার করছি।'

'বই সম্বন্ধে যখন বললে তোমাকে খুব ভাল লেগেছে,' মেয়েটি বলল। 'তুমি সত্যিই অসাধারণ।

'আমার নিজেকে অসাধারণ মনে হচ্ছেনা.' ক্যাথরিন বলল। 'তোমার অনেক পড়ার আছে, মারিটা ?'

'এখনও দুখানা বই আছে। দরকার হলে দুটো আরও ধার করা যাবে।'

মারিটা চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। ডেভিড ওর দিক থেকে নজর সরিয়ে নিল মারিটাও তাকাল না।

তোমাকে বিরক্ত করব না তো ?'

'কোন দরকারী আমার তো নেই', ও উত্তর দিল।

ক্যাথরিন আর ডেভিড ওদের বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিল। বাইরে বাতাসের উদ্দাম সেই তাণ্ডব প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে।

'এবার সব কথা বলি ?'

'থাক না।'

'না আমায় বলতে দাও। আজ সকালে যখন গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমার কেমন করছিল। সাবধানে চালাতে গিয়েও কেমন যেন ভিতরে কাঁপা মনে হচ্ছিল। দূরে ক্যানে শহর চোখে পড়ল, পাহাড়ের সারিও দেখছিলাম। রাস্তাও পরিষ্কার। আমি এক সময় গাড়ি থামালাম। ও আমায় চুমু খেল,আমিও খেলাম। এরপর কেমন আশ্চর্য বোধ হতে চাইল। আমরা গাড়িতেই বসে রইলাম। তারপর নিস-এ গেলাম। জানিনা লোকেরা বুঝতে পেরেছে কিনা, তবে আমি গ্রাহ্য করিনি। আমরা নানা জায়গায় ঘুরে কত কি কিনল'ম। ও কিনতে ভালবাসে। কে একজন অশ্লীল মন্তব্য করল যেন। আমি এসব গ্রাহ্য করিনি। তারপর যখন ফিরে আসছিলাম মারিটা বলল আমি ওর প্রেয়সী হলে ভাল হয়। আমি উত্তর দিলাম ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিনা, আমি যে একটা মেয়ে তাতেই আমি খুশি। ও বোধ হয় আমাকে সাহায্যই করতে চাইছেন। ও আমাকে আবার চুমু খেলে আমি কিছুক্ষণ গাড়ি থামালাম। ওকে যখন চুমু খেলাম আমার মধ্যে সেই ভাবনাটা যেন নাড়া দিতে চাইল।

তারপর বাড়ি ফিরে এলাম। আমার সবই ভাল লেগেছে, এখনও লাগছে।'

'যা করার তা করেছ,' ডেভিড সতর্ক ভঙ্গীতে বলল,' সবই পেরিয়ে এসেছ।'

'না তা হয়নি। এটা আমার পছন্দ হয়েছে, খুব উপভোগ করলাম, আবারও করব।'

'না। এরকম করার দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, দরকার আছে। যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ করে যাব।'

'কে বলল শেষ হতে চলেছে?'

'আমি বলছি, ডেভিড।'

ডেভিড কিছুই বলল না।

'ও আমার অপেক্ষায় আছে। শোননি ও যেতে বলল?'

'আমি প্যারী যাচ্ছি,' ডেভিড বলল। 'ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।

'না,' ও বলল। তোমায় আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'আমি সাহায্য করতে পারব না।'

'হ্যাঁ পারবে। তুমি এভাবে চলে যাবে গেলে সহ্য করতে পারব না। আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাইনা, শুধু একটা কাজই করতে চাইছি। ব্যাপারটা বুঝতে না? দয়া করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। তুমি সব সময়েই তো তাই করেছ।

'এরকম ব্যাপারে নয়।'

দয়া করে আমার কথাটা শোন। আগেও তো করেছ।

'হ্যাঁ, আগে করেছিলাম বটে।'

'এটা আমাদের দুজনের মধ্যেই শুরু হয়েছিল, শেষ হলে আমাদের মধ্যেই থাকবে। আমি আর কাউকেই ভালবাসিনা।'

'এমন কোরনা।'

'আমায় করতেই হবে। যখন স্কুলে পড়েছি তখনও করেছি, সবাই আমার সঙ্গে এটা করতে চেয়েছে। আজও করতে হবে।'

ডেভিড কোন জবাব দিলনা।

'যাই হোক ও তোমাকে ভালবাসে ব্যাপারটা শুধু সেই ভাবেই নাও।'

'পাগলের মত কথা বোলো না', ডেভিড উত্তর দিল।

'আমি জানি', ক্যাথরিন বলল।

'একটু ঘুমিয়ে নাও, ভাল লাগবে।'

'তোমাকে কত ভালবাসি', ক্যাথরিন বলল। 'তুমিই আমার সত্যকার সঙ্গী।

কথাটা ওকেও বলেছি। ও তোমার কথা শুনে খুশি হয়। এবার যেতে হবে।'

'না, যেও না।'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো বেশি দেরি হবে না।'

ও যখন ফিরে এল ডেভিড ঘরে ছিলনা। ও শূন্য বিছানার দিকে একবার তাকাল তারপর স্নানের ঘরে ঢুকে বড় আয়নায় নিজেকে দেখতে চাইল। ওর মুখে কোন মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ছিলনা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিজেকে কেবল খুঁটিয়ে দেখে নিল ও।

॥ ১৩ ॥

প্রায় সন্ধ্যার সময় ক্যানে থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরল ডেভিড। ঝড়ো সেই বাতাস থেমে গেছে, গাড়ি রেখে ও পায়ে পায়ে বাগানে যেখানে আলোর রেখা এসে পড়েছে সেদিকে এগুলো। মারিটা ঘর থেকে বেরিয়ে ওরই দিকে এগিয়ে এল।

'ক্যাথরিন যেন কি রকম বোধ করছে', ও বলল। 'ওর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার কোরো।'

'তোমরা দুজনেই চুলোয় যাও, ডেভিড প্রায় খিঁচিয়ে উঠল।

'আমার বেলায় তা ঠিক, তবে ওর নয়। এরকম বোলোনা, ডেভিড।'

'কি করব না করব আমাকে শেখাতে এসনা।'

'ওকে যত্ন করবে না?'

'সে ইচ্ছে নেই।'

'আমার আছে।'

'থাকতে পারে।'

'বোকার মত কথা বোলোনা', মারিটা উত্তর দিল। 'তুমি বোকা নও। ব্যাপারটা গুরুতর।'

'সে কোথায়?'

'ওখানে তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।'

ডেভিড দরজা পেরিয়ে এগিয়ে গেল। খালি বার-এ ক্যাথরিন বসে ছিল।

'হ্যাল্লো, ডেভিড', ও বলে উঠল।

'হ্যাল্লো, দুষ্টু' ডেভিড উত্তর দিল। 'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত।'

ক্যাথরিনের শূন্য দৃষ্টি তার প্রাণহীন কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গেল ডেভিড।

'ভেবেছিলাম তুমি বুঝি চলে গেলে', ক্যাথরিন বলল।

'কোন জিনিস নিয়ে যাইনি দেখেছ নিশ্চয়ই ?'

'দেখিনি। চলে যেতে গেলে কিছু নেবার দরকার হয় না।'

'না', ডেভিড উত্তর দিল। 'আমি শুধু শহরে গিয়েছিলাম।'

'ওহ !' বলে ক্যাথরিন দেয়ালের দিকে তাকাল।

'বাতাস কমে আসছে,' ডেভিড বলল। 'কাল পরিষ্কার দিনই হবে।'

'কাল নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'না নেই। আমাকে প্রশ্ন কোরনা।'

'বেশ। কিছু পান করেছ ?'

'না।'

'আমি বানাচ্ছি।'

'কোন উপকার হবেনা তাতে।'

'হতেও পারে', ডেভিড উত্তর দিল। 'তাতে হয়তো আমরা আবার আমাদের মতই হয়ে যাব।'

ডেভিড একটা গ্লাসে পানীয় ঢেলে এগিয়ে ধরল।

'খাচ্ছে তাই স্বাদ', ক্যাথারিন বলে উঠল।

ডেভিড নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আরও দুটো মার্টিনি বানালো।

'এই গ্লাসটা নিয়ে দেখ', ও বলল।

ক্যাথরিন গ্লাসটা হাতে নিয়ে এমনভাবে তাকাল যেন সবটাই সে ডেভিডের মুখে ছুঁড়ে মারবে। সেটা না করে ও গ্লাসটা নামিয়ে রাখল।

'এখন ভাল বোধ করছি', ক্যাথরিন এবার বলে উঠল ? 'তফাতটা বোধ হয় তুমি ধরতে পারবে না। সকলের জীবনেই হয়তো এরকম ঘটে।'

'তোমার ভাল লাগছে ?'

'অনেক ভাল। কিছু হারালে এরকম হয়তো হয়। আমাদের যা ছিল সবই হারাতে বসেছিলাম। এখন কিছুটা ফিরে পেলাম। কোন সমস্যাই এতে আর নেই, তাই না ?'

'তোমার খিদে পেয়েছে ?'

'না। আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই কি ?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

'যদি জানতাম আমরা কি হারিয়েছিলাম। অথচ তুমিই বললে তাতে কিছু যায় আসেনা।'

'না।'

'তাহলে আবার আনন্দ করা যাক। পুরনো কথা ভেবে লাভ নেই।'

'এমন কিছু যা ভুলে গেছি', ডেভিড বলল। 'খুঁজে বের করা যাবে।'

'কি আমি জানি, তবে ভুলে গেছি।'

'খুব ভাল কথা।'

'যাই হোক তাতে কারও দোষ নেই।'

'দোষ নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।'

'এবার মনে পড়েছে', ক্যাথরিন হাসল। 'আমি কিন্তু অবিশ্বাসিনী নই। সত্যি ডেভিড। কিভাবে সেটা হত? তুমি তো জান। কি করে বললে আমি তাই? কেন একথা বললে?'

'না তুমি তা ছিলেনা।'

'কখনও নই। ওকথা না বললেই পারতে।'

'আমি তো বলিনি, দুষ্টু।'

'কেউ করেছে। কিন্তু আমি নই। অমি শুধু যা করব বলেছি তাই করেছি। মারিটা কোথায়?'

'খুব সম্ভব নিজের ঘরে।'

'ভেবে ভাল লাগছে আবার ঠিক হয়ে গেছি। যেই সব ফেরত নিলে আবার ঠিক হয়ে গেলাম। আমরা আবারও আমরা হয়েছি, তাই না?'

'ঠিকই।'

ক্যাথরিন হেসে উঠল। 'চমৎকার? যাই, মারিটাকে ডেকে আনি। কিছু মনে করবে? ও আমায় নিয়ে ভাবছিল।'

'সত্যিই?'

'আমি বড্ড বেশি বকবক করি', ক্যাথরিন বলল। 'ও কিন্তু চমৎকার মেয়ে। ডেভিও, যদি জানতে। ও আমাকে খুব যত্ন করেছে।'

'চুলোয় যাক ও।'

'না। তুমি তো সব ফিরিয়ে নিয়েছ, মনে আছে? আবার শুরু হোক চাইনা। ব্যাপারটা গোলমেলে।

ঠিক আছে নিয়ে এস ওকে। তুমি আবার আগের মত হয়েছ দেখে ওর ভাল লাগবে।'

'নিশ্চয়ই। ওরও খারাপ লেগেছিল?'

'আমার যখন লাগছিল। যখন ভাবছিলাম আমি অবিশ্বাসিনী। তুমিই

ওকে নিয়ে এসো, ডেভিড। তাহলে ওর খারাপ লাগবে না। না, থাক, আমিই যাচ্ছি।'

ক্যাথরিন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে ডেভিড তাকিয়ে দেখল। ওর চলার মধ্যে যান্ত্রিকতা আর ছিলনা, কণ্ঠস্বরও ভাল হয়েছে। ও যখন ফিরে এল গলার স্বর একদম স্বাভাবিক, হাবেভাবে খুশির চমক।

'ও এক মিনিটের মধ্যেই আসছে,' ও বলল। 'ওকে'বেশ লাগছে, ডেভিড। ওকে এনেছ বলে ভাল লাগছে।'

মেয়েটি আসতেই ডেভিড বলল, 'তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।' মারিটা তাকিয়েও মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর আবার তাকিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল' দেরির জন্য দুঃখিত।'

'তোমাকে ভারি সুন্দর লাগছে', ডেভিড বলে ওর দুঃখভরা চোখ দুটোর দিকে তাকাল।

'ওর জন্য মার্টিনি বানাও ডেভিড', ক্যাথরিন বলে উঠল।

'তোমার ভাল লাগছে দেখে খুব খুশি হয়েছি', মারিটা বলল।

'ডেভিডই আমাকে আবার ভাল করে তুলেছে', ক্যাথরিন বলল। আমি ওকে সব কথা বলেছি, ও সবই বুঝতে পেরেছে।'

মেয়েটি ডেভিডের দিকে তাকাতে ডেভিড ওকে ঠোঁট কামড়াতে দেখল। ওর চোখের দৃষ্টিতে কিছু পড়ে নিতে ভুল করল না ডেভিড। 'শহরে সব কেমন যেন প্রাণহীন। আজ সাঁতার দেয়া হলনা', ডেভিড বলে উঠল।

'কি যে হারিয়েছ জাননা', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'অনেক কিছুই। সারা জীবন যা চেয়েছি তাই পেয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছে।'

মেয়েটি নিজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'সবচেয়ে ভাল লাগছে নিজেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হলাম ভেবে', ক্যাথরিন বলতে চাইল।' তবে বড্ড ক্লান্ত লাগে। অবশ্য যা চেয়েছি তাই করে ভাল লেগেছে। তবে আমি একদম শিক্ষানবীশ।'

'তবে তো শিক্ষানবিশীর জন্য টাকা পাওনা হয়েছে তোমার', সুযোগ পেয়ে হালকা ভঙ্গীতে বলে উঠল। 'কথা বলার আর বিষয় নেই? এই বিকৃতি জিনিসটা খারাপ আর একদম সেকেলে। আমি জানতান না আজকালকার কেউ এমন কাজ করে।'

'আমার মনে হয় যারা প্রথমবার করে তাদের ভাল লাগে', ক্যাথরিন বলল।

'আর যে করে একমাত্র তারই কাছে, অন্যদের নয়,' ডেভিড বলে তাকাল

মারিটার দিকে। 'আমার কথা ঠিক, রাজকন্যা?'

'ওর নাম রাজকন্যা? বাঃ মজার নাম তো!' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'আমি ওকে মাদাম বা মাননীয়াও বলতে পারি', ডেভিড বলল। 'কি বল রাজকন্যা? বিবৃতি নিয়ে তোমার মত কি?'

আমি যা ভেবেছি তা হল, এটা একটু বাড়াবাড়ি আর বোকার কাজ,' ও বলে উঠল। 'এটা শুধু মেয়েরাই করে যেহেতু আর ভাল কিছু তাদের করার নেই।'

'তবে প্রথমবার দারুণ লাগে,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল।

'হ্যাঁ,' ডেভিড বলল। 'কিন্তু তুমি কি প্রথমবার দৌড়ে অংশ নিয়ে বার বার তা শোনাও? নাকি একা মাটি থেকে আকাশে প্লেনে উড়লে সে গল্প বার বার বলবে?'

'আমি লজ্জিত,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'তাকিয়ে দেখে নাও লজ্জিত কি না।'

ডেভিড ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'লজ্জিত হয়ো না, শুধু রাজকন্যার কাছে শুনে নাও সে কি রকম একলা পৃথিবী ছেড়ে একলা প্লেনে আকাশে ভেসে বেড়িয়েছে। হয়তো সে প্লেন দুম করে মাটির বুকে আছড়ে পড়তে পারত। আছড়ে পড়লে কিভাবেও ওর সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, টাকাকড়ি সবই হারিয়ে বসত, হারিয়ে ফেলত ভালবাসার পাত্র তোমাকে, আমাকে বা যীশুকে।

'কোনদিন একা উড়েছ নাকি, রাজকন্যা?'

'না,' মারিটা বলল। 'তবে ইচ্ছেও নেই। আর এক গ্লাস হলে ভাল হত। তোমাকে খুব ভালবাসি ডেভিড।'

'ওকে আবার আগের মত চুমু দাও, ডেভিড,' ক্যাথরিন বলল।

'অন্য সময়,' ডেভিড উত্তর দিল। 'আমি পানীয় তৈরী করছি।'

'আমরা আবার সবাই বন্ধু হয়েছি বলে খুব আনন্দ হচ্ছে,' ক্যথরিন বলল। ওকে খুবই খুশি খুশি লাগছিল যেন জীবনী শক্তিতে ভরপুর।

'রাজকন্যা আজ সকালে যে আশ্চর্য জিনিসটা এনেছে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে আসছি।'

ক্যাথরিন চলে গেলে মেয়েটি ডেভিডের একটা হাত মুঠো করে ধরে তার ওপর চুম্বন এঁকে দিল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল এবার। আনমনা হয়েই মেয়েটি ডেভিডের হাত নাড়াচাড়া করে চলল। তারপর একসময় বলে উঠল,' আমাদের কথা বলার দরকার নেই, তাই না?'

'না। তবে একসময় কথা বলতেই হবে।'

'তুমি কি চাও আমি চলে যাই ?'

'যাওয়াটা খুবই সাহসিক হবে।'

'আমার থাকা যে ঠিক সেটা বোঝানোর জন্য একবার চুমু দেবে ?'

ততক্ষণে ক্যাথরিনও পৌছে গেছিল, কিশোর ওয়েটার ছেলেটিও একটিন বড় কেভিয়ার আর বরফ সহ ট্রে এনে উপস্থিত।

'চমৎকার চুমু, মেয়েটি উত্তর দিল। 'সবাই দেখে এবার বুঝতে পারবে এর মধ্যে কোন রকম অন্যায় বা কলঙ্কের কিছু নেই।'

ক্যাথরিন বলল,' রাজকন্যা আজ তোমার জন্য চমৎকার কিছু প্রাচীন বোলিংগার ব্রাট এনেছে। সেটা এবার খাওয়া যাক কি বল ?'

'নিশ্চয়ই', ডেভিড উত্তর দিল।

'আমি আর রাজকন্যা বেশ বড়লোক বলে তোমার কোন ভাবনাই নেই, তাই না ? তোমার সব দায়িত্ব আমরাই নিয়েছি, তাই না, রাজকন্যা ?'

'অন্তত : চেষ্টা করব,' মারিটা উত্তর দিল। 'আমি ওর প্রয়োজনের দিকে তাই নজর রাখছি।'

॥ ১৪ ॥

প্রায় দুঘণ্টা ঘুমোনর পর দিনের আলো চোখে পড়লে জেগে উঠল ডেভিড। ও তাকাতে দেখতে পেল ক্যাথরিন বেশ সহজ ভঙ্গীতে ঘুমিয়ে রয়েছে। ডেভিড মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাথরুমে ঢুকল। স্নান করে যখন ও বেরিয়ে এল সারা শরীর ঝরঝরে মনে হল ওর। ছোট একটা প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে বাগান পেরিয়ে ও লেখার ঘরের দিকে চলল। আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সকালের তাজা বাতাস গ্রীষ্মের দিনটা বেশ চমৎকারই লাগল ওর।

নতুন করে কঠিন সেই গল্প লেখায় মন দিল ডেভিড। প্রায় এগারোটা পর্যন্ত টানা লিখে চললও। তারপর উঠে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসতেই দুটি মেয়েকেই বাগানে দাবা খেলায় মশগুল দেখতে পেল। দুজনকেই টাটকা ফুলের মত পরিষ্কার আর বৃষ্টি স্নাত আকাশের মত দেখতে পেল ডেভিড।

'ও আবার আমায় হারিয়ে দিচ্ছে,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'কেমন আছ, ডেভিড ?'

মেয়েটি লাজুক ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকাল।

এমন দুটি সুন্দরী মেয়ে কমই দেখেছি মনে মনে কথাটা ভাবল ডেভিড।

আজকের দিন কি নিয়ে আসছে কে জানে।   শুধু বলল,' তোমরা দুজনে কেমন আছ ?'

'আমরা দারুণ আছি,' মেয়েটি উত্তর দিল। ভাগ্য ভাল ছিল তো ?'

'মন্দ নয়,' ডেভিড উত্তরে বলল।

কোন প্রাতরাশ খাওনি ?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'বাজে কথা,' ক্যাথরিন বলল। 'রাজকন্যা, আজ তুমিই হবে এদিনটার মত ওর বউ, এতএব ওকে প্রাতরাশ খাওয়াও।'

'একটু কফি আর ফল খাবে না, ডেভিড, মেয়েটি জানতে চাইল। 'কিছু খাওয়া দরকার।'

'ব্ল্যাককফি খেতে পারি,' ডেভিড বলল।

'আমি আনছি' মেয়েটি বলে হোটলের মধ্যে ঢুকে গেল।

ডেভিড ক্যাথরিনের পাশে বসে পড়লে ও দাবার ছক তুলে ডেভিডের চুলে হাত বোলাতে শুরু করল। ডেভিড, ভুলে গেছে তোমার মাথার চুল আমারই মত রুপোলি ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা আরও পাতলা হতে থাকবে, আমার রংও হবে আরও গাঢ়।'

'চমৎকার হবে।'

'হ্যাঁ, আবার আগের মত।'

ছোট্ট সেই সুন্দরীকে এবার দেখা যাচ্ছিল হাতে ট্রে নিয়ে এগিয়ে আসতে। ট্রেতে ছিল দু টুকরো মাখন দেয়া রুটি লেবুর সরবৎ। পিছনে ছোকরা পরিচারক নিয়ে এল তিনটে গ্লাস আর এক বোতল বোলিঙ্গার।

'এগুলোই ডেভিডের পক্ষে ভাল হবে,' মেয়েটি বলল। 'তারপর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের আগে সাঁতার কাটতে যাব।'

সাঁতারের পর সমুদ্রের তীরে রোদ্দুরের মধ্যে শুয়ে থাকার পর মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে ক্যাথরিন বলে উঠল,' আমার সত্যিই ক্লান্ত লাগছে আর ঘুমঘুম পাচ্ছে।'

'তুমি অনেক দূর চলে গিয়েছিলে,' ডেভিড বলল। 'একটু ঘুমোব সবাই।'

'আমি অনেকক্ষণ ঘুমোব,' ক্যাথরিন বলল।

'শরীর ভাল আছে তো, ক্যাথরিন ?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

'তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি, চল.' ডেভিড বলল। 'তোমার কাছে থার্মোমিটার আছে ?' মেয়েটিকে প্রশ্ন করল ও।

'না, আমার জ্বর হয়নি,' ক্যাথরিন বলল। 'কেবল অনেকক্ষণ ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।'

ক্যাথরিনকে বিছানায় শুইয়ে ডেভিড থার্মোমিটারে উষ্ণতা দেখে হাতের নাড়াও দেখল। জ্বর ছিলনা, নাড়ীর গতি একশ পাঁচ।

'নাড়ীর গতি একটু বেশি.' ডেভিড বলল। তবে স্বাভাবিক তোমার কত তা জানি না।

'আমিও জানিনা. বোধ হয় একটু বেশিই।'

'জ্বর জ্বর লাগলে ক্যানে থেকে ডাক্তার নিয়ে আসতে পারি.' ডেভিড বলল।

'না. আমার ডাক্তার লাগবে না,' ক্যাথরিন বলল। শুধু ঘুমোব।'

'বেশ ঘুমোও, সোনা। দরকার হলে আমাকে ডেকো।'

ডেভিড আর মারিটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্যাথরিনকে ঘুমের চেষ্টা করতে দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডেভিড একা এসে জানালা দিয়ে তাকাতে দেখল ক্যাথরিন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যাথরিনের জানালার সামনে দুটো চেয়ার এনে ওরা দুজন বসে পড়ল তারপর পাইন বনের মধ্য দিয়ে তাকাল সুনীল সমুদ্রের দিকে। 'কি ভাবছ ?' ডেভিড মারিটাকে প্রশ্ন করল।

'জানিনা। ক্যাথরিনকে সকালে বেশ খুশি দেখেছিলাম। তোমার লেখার সময় যেমন দেখি।'

'আর এখন ?'

'হয়তো গতকালের প্রতিক্রিয়া। ও খুবই স্বাভাবিক মেয়ে. ডেভিড।'

'গতকালকে মনে হয় কোন মৃতকে ভালবাসা,' ডেভিড বলল। 'এ ঠিক নয়। উঠে দাঁড়িয়ে ও আবার ক্যাথরিনকে আর একবার দেখে এল, তারপর বলল : তুমি একটু ঘুমোবে না'

'ভাবছি।'

'আমি লেখার ঘরে যাচ্ছি', ডেভিড বলল।' দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটা দুদিক থেকেই খোলা যায়।'

একটু পরেই ডেভিড দরজাটা খুলে যেতে দেখল। মারিটা পায়ে পায়ে এবার ঘরে এসে দাঁড়াল। তারপর ডেভিডের পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরতেই ডেভিড বলল', আমাকে চুমু দাও।'

'তোমায় চুমু খেতে আমি ভালবাসি, ডেভিড', মারিটা বলল। 'চুমু দিলেও

অন্য কিছু করতে পারব না কিন্তু।'

'পারবে না?'

'না পারব না, ডেভিড। কথাটা বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মারিটা বলল, এখন তোমার জন্য কিছু করতে পারি না? অন্য ব্যাপারটায় খুবই লজ্জা পাচ্ছি. কিন্তু তুমি তো জান এতে অনেক গণ্ডগোল হতে পারে।'

'শুধু আমার পাশে শুয়ে থাক।'

'খুবই ভাল লাগবে।'

'তা হলে সেটাই কর।'

'তাই করি', মারিটা বলল। 'চমৎকার লাগবে।'

ক্যাথারিন সারা বিকেল আর সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঘুমোল। ডেভিড আর মারিটা বার-এ বসেছিল। আচমকা মারিটা বলে উঠল 'ওরা আয়না আনেনি।'

'অরোলকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?'

'হ্যাঁ। তাকে বেশ খুশিই মনে হল।' ওকে চারটে বোতল দিয়েছি। আমার শুধু ভয় মাদামকে নিয়ে. সেই গোলমাল করতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ।'

'আমি কোন গোলমাল চাই না ডেভিড।'

'না, তা চাও না এটা ঠিক।'

'এবার দেখে আসি ক্যাথারিন কেমন আছে।'

মারিটা প্রায় দশ মিনিট হল চলে গেছে। ডেভিড মারিটার গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঠোঁটের কাছে ঠেকাল। ওর ইচ্ছে হল পান করে ফেলে। গ্লাসটা মারিটার ভাবতেই ওর অদ্ভুত, অনাস্বাদিত একটা আনন্দ হল। এটাই তোমার দরকার ডেভিড, ও ভাবল। জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করতেই এটা দরকার। দুজনকেই ভালবাসায় ভরিয়ে দাও। গত মে মাস থেকে তোমার হল কি? তুমি আসলে কে? আবার গ্লাসটা মুখের কাছে আনল ও। সেই একই রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। নাঃ, এবার তোমাকে কাজে মন দিতে হবে। যেখানে ছেড়ে এসেছ সেখান থেকেই শুরু কর।

ততক্ষণে আবার ফিরে এল মারিটা। দারুন খুশি লাগছিল তাকে। ক্যাথারিন পোশাক পরছে', ও বলল। দারুণ বোধ করছে ও। খুব ভাল খবর, তাই না?'

'হ্যাঁ' ক্যাথারিনকে বরাবরের মত ভালবাসে বলেই ডেভিড উত্তর দিল।

'আমার গ্লাস কোথায় গেল?' মারিটা প্রশ্ন করল।

'আমি খেয়ে ফেলেছি', ডেভিড বলল। 'তোমার বলেই খেলাম।'

'সত্যি?' 'দ'রুণ খুশিতে লাল হয়ে উঠল মারিটা।

'সত্যিই বলছি। এই নাও নতুন এক গ্লাস।

মারিটা গ্লাসে আলতো করে ঠোঁট বোলাল তারপর ডেভিডের দিকে এগিয়ে দিল। ডেভিড এক চুমুকে সব পানীয় শেষ করে ফেলল।

'তুমি ভারি সুন্দর', ও বলল! 'তোমায় তাই ভালবাসি, মারিটা।'

॥ ১৫ ॥

ওর কানে এল বুগাতিতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। শব্দটা ডেভিডের কাছে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই এল কারণ এই অঞ্চলে মোটর গাড়ির আওয়াজ বড় একটা কানে আসেনা। ঠিক এই মুহূর্তে ও লেখার মধ্যে এমনই আত্মমগ্ন হয়ে ছিল যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেন সংযোগই ছিলনা। কঠিন এই কাহিনীকে ও ধাপে ধাপে সাজিয়ে তুলতে চাইছিল। কাহিনীর চরিত্রে, আবহাওয়া, দিনরাত্রি সবই রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল ওর লেখায়। এক সময় ক্লান্তি ওখে চোখে ধরতে চাইল। ডেভিডের মনে হল ও যেন কোন আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোতে চাপা কোন মরু প্রান্তরে সম্পূর্ণ একা এগিয়ে চলেছে, সামনের বিস্তীর্ণ এক সবুজ প্রান্তর আর হ্রদ, অথচ ও সেখানে কিছুতেই পৌছতে পারছে না। ওর কাঁধে যেন বোঝার মত আটকে রয়েছে একটা দুনলা বন্দুক। সামনের সেই হ্রদ ঘেঁসে আকাশের নীলিমা। কেউ কোথাও নেই। শুধু পিছনে এগিয়ে আসছে একদল ভারবাহী মানুষ।

সেদিন সকালে এখানে যে মানুষটি ছিল সে ও নয়। ওর দেহে ডোরাকাটা অথচ রঙ উঠে যাওয়া ওই বর্বুরয় জ্যাকেট ছিল না। ঘামে যে জ্যাকেটের হাতা প্রায় ছিন্ন হয়ে এসেছে। সে জামা খুলে তার কাম্বা পরিচারকের হাতে গুঁজে দিয়েছিল সেও ও নয়। অথচ দৃশ্যটা ওর সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে। নিকষ কালো পরিচারকের মুখে হাসির ঝিলিক লোকটির চোখে পড়েছিল। লোকটার কাঁধের রাইফেলের নল ভাগ করা ছিল ভারবাহী মানুষগুলোর দিকে।

মানুষটি সে নয়, কিন্তু ও যখন লিখে চলেছিল তখন যেন ও নিজেকেই সেখানে দেখতে পাচ্ছিল। এ কাহিনী অন্য সময় অন্য একজন যখন পড়বে সেও

তখন এই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পারবে না। মধ্যাহ্নের সূর্যের গণগনে আঁচের তলায় সে এসে পৌছবে দিগন্ত রেখার কাছে। এই অনুভূতিই চেপে ধরবে পাঠককে।

তোমার বাবা যা দেখেছেন, আবিষ্কার করেছেন সে সব তোমার জন্যও করেছেন, ভাবল ডেভিড। এর মধ্যে অবশ্যই ছিল, যা কিছু ভাল, সুন্দর, মন্দ, আরও মন্দ, তার চেয়েও মন্দ, সত্যিকার খারাপ আর সবচেয়ে খারাপ কিছুও। এটা খুবই লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় তার মত একজন প্রতিভাধর মানুষের শেষ পরিণতি এমন দুঃখজনক হল! বাবার কথা মনে পড়লে ডেভিড এক অনির্বচনীয় আনন্দ পায়, ও জানে ওর বাবা বেঁচে থাকলে ডেভিডের এই গল্প পড়ে আনন্দ পেতেন। প্রায় দুপুর গড়িয়ে এলে ডেভিড ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। খালি পায়ে ও নুড়ি পথ ধরে হোটেলে ঢোকবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বড় একখানা ঘরে কিছু লোক একটা আয়না লাগাচ্ছিল। অরোল আর কিশোর ছেলেটি কাজের তদারক করছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে ডেভিড রান্নাঘরে ঢুকতেই মাদামের সঙ্গে দেখা হল।

'আপনার এখানে বীয়ার আছে মাদাম?' ও প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই আছে, ম'সিয়ে বোর্ণ,' মাদাম কথাটা বলে আলমারী থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার বের করলেন।

'বোতল থেকেই খাব', ডেভিড বলল।

'ম'সিয়ের যেমন ইচ্ছে', মাদাম উত্তর দিলেন। 'মাদামেরা বোধ হয় নিস-এ গেছেন। ম'সিয়ে কেমন লিখলেন?'

'খুব ভাল।'

'ম'সিয়ে খুব পরিশ্রম করেন, কিন্তু প্রাতরাশ না খাওয়া উচিত নয়।'

'টিনে আর কিছু কেভিয়ার আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'কয়েকটা খেতে পারি।'

'ম'সিয়ে অদ্ভুত মানুষ', মাদাম বললেন। 'গতকাল এটা খেয়েছিলেন শ্যাম্পেনের সঙ্গে, আজ বীয়ারের সঙ্গে।'

'আজ একা আছি', ডেভিড উত্তর দিল। ও একচামচ কেভিয়ার নিয়ে মাদামের দিকে এগিয়ে ধরল। 'আপনি একটু নিন, মাদাম। চমৎকার জিনিস।'

'না, না, আমার নেয়া উচিত নয়,' মাদাম বললেন।

'বাজে বকবেন না, নিন। এক গ্লাস শ্যাম্পেনও ঢালুন।'

মাদাম একথায় এক চামচ কেভিয়ার নিয়ে গ্লাসে রোজ সিরাপওঁ নিলেন।

'সত্যিই চমৎকার', মাদাম বলে উঠলেন।

'সত্যি বলছেন? তাহলে তো আর এক চামচ নিতে হয়।'

'আহ্ ম'সিয়ে, এভাবে ঠাট্টা করবেন না।'

'নয় কেন, মাদাম?' ডেভিড হেসে বলল। 'আমার ঠাট্টার সঙ্গীনিরা হাজির নেই। ওই সুন্দরীরা ফিরলে বলে দেবেন আমি সাঁতার কাটতে গেছি।'

'নিশ্চয়ই বলব। ছোট্টজন কিন্তু ভারি সুন্দরী, তবে মাদামের মত নয়।'

'হ্যাঁ, অন্ততঃ কুরূপা বলতে পারি না।'

'ভারি রূপসী, ম'সিয়ে।'

'অন্ততঃ আর কেউ হাজির না হওয়া পর্যন্ত ওকে দিয়েই চলবে', ডেভিড বলল।

'ম'সিয়ে—', মাদাম একটু অনুযোগের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন।'

'বাড়ির কি কাজ হচ্ছে?' ডেভিড জানতে চাইল।

'ওহ্ বার-এ যে নতুন কাজ হচ্ছে তার কথা বলছেন?'

'সব্বাই দেখছি বেশ আনন্দে ভরপুর', ডেভিড বলল। ছোকরাকে একটু বলবেন আমার গাড়ির চাকাটা দেখে নিতে। পায়ে কিছু দিয়ে মাথার টুপিটা গুঁজে নিচ্ছি আমি।'

ম'সিয়ে তো খালি পায়েই চলতে ভালবাসেন। গ্রীষ্মকালে আমিও তাই করি।'

'আমরা দুজনে একবার খালিপায়ে বেরোব।'

'ওহ্ ম'সিয়ে--', গদগদ হয়ে গেলেন মাদাম। যেন সবই বলা হয়ে গেল।

'কেন আরোল হিংস্রটে নাকি?'

'তা আর বলতে,' মাদাম উত্তর দিলেন। 'দুজন সুন্দরী ফিরে এলেই বলব আপনি সাঁতার কাটতে গেছেন।'

'কেভিয়ারের পাত্রটা অরোলের নাগালের বাইরে রাখবেন', ডেভিড বলে উঠল: 'বিদায়, মাদাম।'

'যাত্রা শুভ হোক, ম'সিয়ে।'

বাইসাইকেল নিয়ে পাইন অরণ্যের মধ্য দিয়ে খাড়াই পথে ডেভিড এগিয়ে চলেছিল। সামনের ধূসর উজ্জ্বল রাস্তায় ঠিকড়ে যাচ্ছিল সকালের চড়া রোদ্দুর। ডেভিড উঠতে গিয়ে যেন পিছনে একটু টান অনুভব করল। সমুদ্র থেকে ভেসে

আসছিল বাতাস। পাথুরে পথে বেশ একটু জোর করেই গতি আনার চেষ্টা করতে হচ্ছিল ডেভিডের। পথের পাশে দূরত্ব লেখা মাইলস্টোন চোখে পড়ল ওর। একটু পরেই শুরু হল উৎরাই। সাইকেল থেকে নেমে সেটা কাঁধে নিয়ে ঢালু পথ বেয়ে সমুদ্রের তীরের দিকে নামতে আরম্ভ করল ও। কিছুক্ষণ পরে একটা পাইন গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ডেভিড। ওর নাকে এল অদ্ভুত একটা গন্ধ, গাছের গন্ধ। বেশ গরম এখন। পোশাক খুলে সাঁতারের পোশাক পরে একটা পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ দিল ডেভিড স্বনাল জলে। শীতল জলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে তীরে উঠে এসে সেখানেই শুয়ে পড়ল ডেভিড চিৎ হয়ে। ওর দৃষ্টি পড়ল বিশাল আকাশের দিকে, তুলোর মত মেঘ বাতাসে ভেসে চলেছে।

অনেকক্ষণ পর উঠে পড়ল ডেভিড। একটা লাল টিলার উপর বসে রোদ্দুরে পিঠ রেখে সাগরের ঐকতান শুনে চলল ও। আজ প্রাণ ভরে লিখেছেও। ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল দুটি মেয়ের মুখ, যাদের কাউকেই ও হারাতে চায়না। ওদের কথা মনে নাড়াচাড়া করতে চাইল ও, সমালোচকের দৃষ্টিতে বা কোন কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে নয়, নিছক ওদের না হলে ওর জীবনে যে শূন্যতা আসতে পারে সেটা ভেবেই। দুজনের জন্য একাকীত্ব বোধ করতেই চাইছিল ডেভিড, দুজনকেই তাই কাছে পেতে চাইল ও।

রোদ্দুরে বসে থাকার অবকাশে ওর দৃষ্টি যেন স্বচ্ছ হয়ে এল। ডেভিড বুঝল দুটি মেয়েকে একা সঙ্গে চাওয়া অন্যায়। নিজের মনকেই ও বলল কাকে তুমি ভালবাস সেটা প্রশ্ন নয়, এই ভালবাসা নিজেই একদিন তার পথ করে নেবে।

সমুদ্রের ঢেউয়ের নাচানাচি লক্ষ্য করার ফাঁকে ও ভাবতে লাগল অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে খারাপটাই ঘটেছে ক্যাথরিনের ক্ষেত্রে। আর তার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যাপার হল ও অন্য মেয়েটি সম্পর্কেও মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। ও বিষয়ে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করেও লাভ নেই যে ও ক্যাথারিনকে ভালবাসে, এটা অবশ্য নয় যে দুটি মেয়েকে একই সঙ্গে ভালবাসা ঠিক নয় আর তা থেকে কোন ভাল হতে পারে না। ও এখনও এটা জানেনা এর পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে। এটুকুই কেবল ও জানে ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। তিনজনে যেন একটা গাড়ির চাকার অংশ আর সেই চাকার একটা অংশ ভেঙে পড়েছে।

আরও একবার জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটতে চাইল ডেভিড। ওর সারা শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর এক সময় জল ছেড়ে ও উঠে এল। শরীরের

জল মুছে পোশাক পরে সাইকেলে রওয়ানা হল এবার ডেভিড। অনেকক্ষণ সাইকেল চালিয়ে বড় রাস্তায় এসে গেল ডেভিড। মনে হচ্ছিল ডেভিড আর ওর সাইকেল যেন কোন চক্রবিশিষ্ট জন্তু। দেবদারু গাছের মধ্য দিয়ে এবার নিচের দিকে নামতে শুরু করল ডেভিড, তারপর সুনীল সমুদ্র সামনে হোটেলের পিছনের চত্বরে পৌছে গেল।

সোজা ঘরে চলে গেল ডেভিড। মেয়েরা তখনও পৌছয় নি। ডেভিড ঝর্ণা কলের নিচে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে স্নান করে আরাম বোধ করল। নতুন ডোরাকাটা একটা সার্ট গায়ে ডেভিড চমৎকার পায়জামাটায় নিজেকে একবার জরিপ করে নিল বার-এ পৌছে।

এক গ্লাস বীয়ারে চুমুক দিতে শুরু করেও মনে চঞ্চলতা গোপন করতে পারল না ডেভিড। ক্যাথরিনরা তখনও ফেরেনি।

একটু পরে ক্যাথরিন আর মেয়েটিকে ফিরে আসতে দেখল ডেভিড। দারুণ উত্তেজিত ক্যাথরিন কিন্তু এর সঙ্গিনী কেমন যেন শান্ত. সমাহিত।

'হ্যালো, ডার্লিং', ক্যাথরিন ডেভিডকে বলে উঠল। 'ভারি সুন্দর আয়নাটা, তাই না? অপেক্ষা কর, আমি স্নান করে আসছি। দেরী হল বলে দুঃখিত।'

'শহরে দেরি হয়ে গেল', মারিটা বলে উঠল, 'অপেক্ষা করালাম বলে মাপ চাইছি।' ডেভিডকে আলতো করে চুমু খেয়ে ও এগিয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এল ক্যাথরিন। ওর দেহে গাঢ় নীল রঙের লিনেনের সার্ট আর স্ল্যাকস। এটা ডেভিডের দারুণ পছন্দ।

'তুমি রাগ করোনি তো?' ক্যাথরিন বলল। 'আমাদের দোষ নেই। জ'ার সঙ্গে দেখা হতে ওকে একটু আমাদের সঙ্গে পান করতে ডেকেছিলাম। খুব ভাল লোকটা।'

'সেই চুল কাটিয়ে লোকটা?'

'হ্যাঁ, সেই জ'া। ক্যাণেয় আর কোন জ'াকে চিনি? ও তোমার কথাও জিজ্ঞেস করল। এক গ্লাস মার্টিনি দাওনা, মাত্র এক গ্লাস খেয়েছি।'

'মধ্যাহ্নভোজ তৈরি হয়ে আছে।'

'তা হোক, ডার্লিং, মাত্র একটা।'

ডেভিড দুটো মার্টনি বানাতে মারিয়াও চলে এসেছিল। ওর দেহে সাদা পোশাক, শান্ত সজীব লাগছিল ওকে। 'আমি একটা পেতে পারি, ডেভিড?' ও বলে উঠল।' আজ বড্ড গরম তাইনা? কেমন কাটালে?'

'তোমার এখানে থেকে ডেভিডকে পরিচর্যা করা উচিত ছিল', ক্যাথরিন বলল।

আমি ভালই কাটিয়েছি', ডেভিড উত্তর দিল। 'আজ সমুদ্র চমৎকার।'

'তুমি বেশ সুন্দর বিশেষণ যোগ কর, সব কেমন সজীব হয়ে ওঠে', ক্যাথরিন বলল।

'দুঃখিত', ডেভিড জবাব দিল।

'এটাও একটা ফালতু শব্দ,' ক্যাথরিন বলল। 'ফালতু মানে কি তোমার নতুন সঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দাও। এটা মার্কিণী শব্দ।'

'আমি কথাটার মানে জানি। ওটা ইয়াঙ্কি ঢং। রেগে যেওনা, ক্যাথরিন।

'আমি রাগিনি,' ক্যাথরিন জবাব দিল। 'কদিন আগে তুমি যখন আমাকে প্রেম জানাতে চেয়েছিলে আজ যদি মনে করি তুমি সেদিন আমি কিছুই জানি না মনে করেছিলে এটা সেই রকমই কিছু।

'খালি দুঃখিত আর দুঃখিত,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'আমি যেন জানিনা যা শিখেছি সেটা তোমারই শেখানো।'

'এবার মধ্যাহ্নভোজে যেতে পারি?' ডেভিড বলল। বড় গরমের দিনটা, দুষ্টু, তোমরা ক্লান্তও হয়েছ।'

'সবাইকে দেখে আমি ক্লান্ত,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। আমাকে মাপ কোরো।'

'মাপ করার কিছু নেই,' ক্যাথরিনের কাছে এসে মেয়েটি আলতো চুমু খেল। 'এবার টেবিলের কাছে যাবে এসো।'

প্রায় অন্যমনস্ক হয়ে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিল ক্যাথরিন। খাওয়া শেষ হতে ও বলল, 'আমায় মাপ কোরো, এবার একটু ঘুমোতে চাই।'

'চল, তোমায় ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি,' মেয়েটি বলল।

'আমিও ঘুমোব, চল।,' ডেভিড বলল।

'না, ডেভিড,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর এনো।'

আধ ঘণ্টা পরে মেয়েটি ফিরে এল। 'ও ঠিক আছে,' ও বলল। 'তবে ওর সঙ্গে আমাদের ভাল ব্যবহার করতে হবে।'

বেশ খানিকটা পরে ডেভিড যখন ঘরে ঢুকে খাটের উপর বসল ক্যাথরিন তখনও জেগেই ছিল।

'বড্ড বেশি পান করে ফেলেছিলাম,' ক্যাথরিন বলে উঠল। ,তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম কেন জানিনা ডেভিড।'

'তোমার মনে ছিল না।'

'না। আমি ইচ্ছে করেই করেছি।, আমাকে ফিরিয়ে নেবে, ডেভিড?'

'তুমি তো কোথাও যাওনি।'

'আমি চাই আবার আমাকে কাছে টেনে নাও। আমি সত্যিকার তোমার দুষ্টু শোনা হব, ডেভিড। আমাকে সুযোগ দেবে ডেভিড ?'

ডেভিড ওকে চুম্বন করল।

'আবার খাও। না, না, এবার আস্তে আস্তে—।'

প্রথমদিন ওরা যেখানে গিয়েছিল সেখানেই সাঁতার কাটছিল ওরা। ডেভিড ভেবেছিল দুটি মেয়েকে সাঁতার কাটতে পাঠিয়ে ও গাড়ির ব্রেক সারিয়ে আসার জন্য ক্যানে' শহরে যাবে। ক্যাথরিনই ওকে বাধা দিয়ে ওদের সঙ্গে সাঁতারে যেতে অনুরোধ করে। ক্যাথরিনকে আজ চমৎকার সজীব আর চনমনে লাগছিল, সেই আগের মত। ডেভিড তাই মারিটার গাড়ি চালিয়ে এসেছে। গাড়ির ব্রেক একেবারে কাজ করছিল না।

'কোনদিন দুর্ঘটনায় মারা পড়বে', ডেভিড মারিটাকে বলল। 'এরকম গাড়ি চালানো আইনতঃ অপরাধ।'

'একটা নতুন গাড়ি কিনতে হবে!' মারিটা প্রশ্ন করল।

'আমাদের তিনজনের মত বড় গাড়ি দরকার,' ক্যাথরিন বলল।

'এ গাড়িটাও সুন্দর,' ডেভিড বলল। 'একটু সারানো দরকার ভালভাবে।'

'দেখোনা ওরা যদি সারাতে পারে,' মেয়েটি বলল। 'না পারলে যেমন বলছ সেই রকম একটা কিনব।'

এরপর সমুদ্রের ধারে বালিতে শুয়ে রোদ পোহানোর সময় ডেভিড বলল, এবার সাঁতার কাটব, চল।'

'আমার মাথায় এক বালতি জল ঢালো,' ক্যাথরিন বলল। 'একটা ছোট্ট বালতি এনেছি।'

'আমার মাথাতেও,' মারিটা বলে উঠল। 'খুব আরাম লাগে।'

ক্যাথরিন ওর সাদা পোশাক বিছিয়ে বালির উপর শুয়ে রইল। ডেভিড আর মেয়েটি জলে নেমে পড়েছিল সাঁতার দিয়ে ওরা সেই খাঁড়ির কাছে চলে গেল। মেয়েটি অনেকটা এগিয়ে গেলে ডেভিড ওকে ধরে ফেলল। ও হাত বাড়িয়ে তার একটা পা ধরে কাছে টেনে এনে গভীর চুম্বন করল। মাছের মত পিচ্ছিল মনে হল মারিটাকে। জলের মধ্যে দুজনে এবার দুজনের শরীরে একাত্ম হতে চাইল। দুজনের ওষ্ঠ পরপর দৃঢ়বদ্ধ। আচমকা একটা পিচ্ছিল সীল মাছের মত হানতে হানতে ছিটকে গেল মারিটা। ডেভিড আবার ওকে জাপটে ধরে চুমু

খেল। দুজনে দুই সুখী মৎস্যকুমারীর মত খেলা করে চলল জলের মধ্যে।

'এখন আর অন্য কিছুই ভাবিনা,' মারিটা বলে উঠল উপরে ভেসে ওঠে। তুমিও ভেবোনা, ডেভিড।'

'ভাববো না,' ডেভিড বলল।

'তুমিও জলে এসো, ক্যাথরিন,' ডেভিড বলে উঠল। 'বেশিক্ষণ রোদ্দুরে থাকলে মাথা গরম হবে।'

'আসছি,' ক্যাথরিন উঠে বলল। 'এবার রাজকন্যা রোদ্দুর পোহাক।'

মারিটা বালির উপর শুয়ে পড়লে ওরা দুজন জলে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

'আমি আর পাগলামি করব না,' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'তুমি তো তা করোনি।'

'কি জানি,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আরো দূরে যাবো?'

'আমরা অনেক দূরেই এসে পড়েছি, দুষ্টু,' ডেভিড বলল।

'তাহলে ফিরে চল, কিন্তু এখানে জলটা ভারি সুন্দর।'

'তাহলে ফেরার আগে আর একবার ডুব সাঁতার দেবে নাকি?'

'আর একবার,' ক্যাথরিন বলল। 'খুব ভাল লাগছে।'

॥ ১৬ ॥

সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, অস্পষ্ট ছায়ার মত চোখে পড়ছে পাইনগাছগুলো। ডেভিড ক্যাথরিনের ঘুম না ভাঙিয়ে সন্তর্পনে উঠে পড়ল, তারপর ওর ছোট্ট প্যান্টটা পরে খালি পায়ে শিশির স্নাত নুড়ি মাড়িয়ে লেখার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরে ঢুকতেই আগত দিনটার এক সামুদ্রিক গন্ধ পেল ডেভিড। বিচিত্র একটা লোনা গন্ধ।

ও যখন লেখায় মন দিলে সূর্য তখনও দিগন্ত রেখার উপরে ওঠেনি। যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছিল সেটুকু পূরণ করল ডেভিড গল্পের জন্য। কিন্তু ও যখন মন দিয়ে গল্পটা আবার পড়ল নিজের সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষরে ওর মন যেন উধাও হয়ে গেল কোন সুদূরে আর তারই সঙ্গে আবার ফিরে এল আগের সমস্যাটা। সূর্য তখন বেশ উঁচুতে—রোদ্দুরের তাপে ওর জামা ঘামে সিক্ত হয়ে গেল। সার্টটা খুলে ও সেটা কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতেই বুঝল এবার এগিয়ে চলার পালা।

সাড়ে দশটা নাগাদ হ্রদ পেরিয়ে ডেভিড পৌছল নদীর কাছে ডুমুর গাছের

ছায়ায়। চারদিকে ছড়ানো শুধু বেবুনগুলোর আধ খাওয়া ফল। উৎকট গন্ধ নাকে আসছিল ডেভিডের।

লেখার কাগজ পেন্সিল স্যুটকেসে রেখে হোটেলের খোলা চত্বরে এসে পৌঁছল ডেভিড। মেয়েটি একটা টেবিলের সামনে বসে বই পড়ছিল। ওর দেহে জেলে-দের মত ডোরাকাটা সার্ট আর টেনিস স্কার্ট। ডেভিডকে দেখে সে চোখ তুলে তাকাল।

ডেভিডের মনে হল মারিটা আবার লাল হয়ে উঠবে। ও বোধ হয় সেটা সামলে বলল,' সুপ্রভাত, ডেভিড। লেখা হল ?'

'চমৎকার হয়েছে, সুন্দরী,' ডেভিড উত্তর দিল।

মেয়েটি উঠে চুমু খেল ডেভিডকে তারপর বলল,' আমার দারুণ ভাল লাগছে। ক্যাথরিন ক্যানেতে গেছে, ও বলে গেছে তোমাকে সাঁতার কাটতে নিয়ে যেতে।'

'ও তোমাকে সঙ্গে নিতে চায়নি ?,

'না। আমায় থাকতে বলেছে। অনেক সকালে উঠে লিখে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে বলে তোমায় সঙ্গ দিতে বলেছে ও। প্রাতরাশের কথা বলি ?'

মারিটা উঠে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল।

'আজ কোন অসুবিধা হয়েছে ?' ও প্রশ্ন করল।

'না', ডেভিড বলল। 'কাজটা কঠিন কিন্তু আটকায় নি।'

'ওহ্ তোমায় যদি সাহায্য করতে পারতাম।'

'কেউ সাহায্য করতে পারবে না,' ডেভিড উত্তর দিল।

'কিন্তু অন্যভাবে আমি সাহায্য করতেও তো পারি ?'

ডেভিডের ইচ্ছে হল বলে, 'না, পারো না।' কিন্তু তা না বলে ও শুধু বলল,' সে সাহায্য তো তুমি করছো। চামচ দিয়ে ডিম তুলে ও আবার বলল,' কেমন ঘুমোলে ?'

'দারুণ। কিন্তু এখনও কি আমরা একটু সহজ হতে পারব না ?'

'ঠিক,' ডেভিড বলল। 'তাহলে এই মুহূর্ত থেকেই 'আমি পারব না, ডেভিড এসব বলা চলবে না।'

'বেশ, তাহলে চল, সাঁতার কাটব এবার,' মারিটা উত্তর দিল। 'আমি ঘরেই থাকব।'

'না, দাঁড়াও.' ডেভিড বলে উঠল। আমি আর নারী বিদ্বেষী নই।'

'ওহ্, ডেভিড, মেয়েরা তোমার কি ক্ষতি করেছে বলতো ?' ম্যারিটা হেসে উঠে ডেভিডের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ওকে চুম খেল। 'যদি সাঁতার কাটতে

চাও সাঁতারের পোশাক তাহলে আনতে পারি।'

'চমৎকার হবে, আমিও নিয়ে আসছি।'

সমুদ্রের তীরে বালির উপর ডেভিড যেখানে পোশাক বিছিয়ে রেখেছিল তার উপরেই শুয়ে ছিল দুজনে। মেয়েটি তখন বলল,' তুমি আগে সাঁতার কাটতে থাকো, আমি পরে আসছি।'

আস্তে আস্তে উঠে জলের দিকে এগোলো ডেভিড, তারপর শীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সারা শরীরে যেন কেউ ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিল ওর। খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে জলের মধ্যে এগিয়ে মাথা তুলল ডেভিড, মেয়েটি একটু দূরে যেখানে ওরই অপেক্ষায় কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে। ওর মাথার রেশমী কালো চুল কাঁধের উপর নেমে এসেছিল। ডেভিড ওকে দুহাতে বুকে চেপে চুম্বন এঁকে দিল, সাগরের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল ওদের শরীরে।

দীর্ঘ চুম্বন শেষে মেয়েটি বলল, 'আমাদের সব কিছু সাগরে ধুয়ে গেছে।'

'চল, এবার ফিরতে হবে।'

'না, দাঁড়াও দুজনে দুজনকে ধরে আর একবার ডুব দেব।'

ক্যাথরিন তখনও ফেরেনি। স্নান শেষ করে ওরা দুজন পোশাক বদলে দুটো মার্টিনি নিয়ে বার-এ বসেছিল। পরস্পরের দিকে ওরা তাকাচ্ছিল আয়নার মধ্য দিয়ে। দুজনে দুজনকে খুব খুঁটিয়ে দেখছিল। ডেভিড সোজা তাকাতে মারিটা একটু লাল হয়ে গেল।

'আমাকে এমন কিছু দিতে পারো না, ডেভিড, যাতে আমার হিংসে হবে না?' মারিটা বলে উঠল।

'আমি বেশি করে নোঙর ফেলব না', ডেভিড জবাব দিল। 'তুমি সব কিছু এলোমেলো করে ফেলবে তাতে।'

'আমি এমন কিছু করব যাতে তোমাকে কাছে রাখতে পারি।'

'খুব ভালো, রাজকুমারী', ডেভিড বলল।

'নামটা বদলানো যায় না, ডেভিড?'

'নাম তো মজ্জায় মজ্জায় মিশে থাকে।'

'না, তা হোক। এ নামটা বদলে দাও।'

'আচ্ছা…তাহলে তোমার নাম দিলাম 'হায়া'।'

'আর একবার বল।'

'হায়া !'

'এটা কি সুন্দর ?'

'নিশ্চয়ই, খুব সুন্দর। আমাদের দুজনের মধ্যে ছোট্ট নাম, এটা আর কারও জন্যে নয়।'

'হায়া মানে কি ?'

'যে খালি লাল হয়ে ওঠে, মিষ্টি মেয়ে।'

ডেভিড ওকে দুহাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরল।

'আমাকে শুধু একটিবার চুমু দাও,' মারিটা আবেশ ভরে বলে উঠল !

ক্যাথরিন বড় ঘরটায় বেশ উত্তেজিত আর খুশি খুশি ভাব নিয়েই ঢুকল।

'ওকে সাঁতারে নিয়ে গিয়েছিলে ?' ক্যাথরিন মারিটার দিকে তাকাল। 'তোমাদের দুজনকেই চমৎকার তাজা লাগছে। দাঁড়াও, ভাল করে দেখি।'

'না, আগে তোমাকে দেখি', মারিটা বলল। 'চুলটা বেশ লাগছে।'

'ভাল লাগছে ? জঁা, একটা নতুন পরীক্ষা করল।'

ওর গাঢ় মুখের সঙ্গে কেমন যেন লাগছিল ক্যাথরিনের চুল।

ক্যাথরিন মারিটার গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'আজ সাঁতারে মজা হয়েছিল ?'

'চমৎকার সাঁতার কেটেছি,' মারিটা বলল, 'তবে কালকের মত নয়।'

'মার্টিনিটা সুন্দর হয়েছে, ডেভিড', ক্যাথরিন বলল। 'এত চমৎকার কি ভাবে করো ?'

'জিন', ডেভিড উত্তরে বলল। 'তোমার চুলের রঙ এখন কি রকম ?'

'সাদা। সাবানের ফেনার মত।'

ওদিন সন্ধ্যায় ক্যাথরিনকে যেন একদম আলাদা মনে হল। যেন অনেক পরিণত সে। ডেভিড পোশাক বদলে বার-এ ঢুকতে মারিটাও এসে পড়ল।

'ডেভিড, একটা কথা ভাবছিলাম,' ক্যাথরিন বলল। 'মারিটাকেও কথাটা বলেছি। আমি চাই তুমি ওকেও ভালবাসো আর ও রাজী হলে ওকেও বিয়ে কর।'

'হ্যাঁ, আফ্রিকায় থাকলে সেটা করা যেত অনায়াসেই ধর্ম বদলে,' ডেভিড উত্তর দিল।

'আমাদের তিনজনেরই বিয়ে হলে ভারি সুন্দর হত', ক্যাথরিন বলল।

তাহলে কেউ কাউকে সমালোচনা করতাম না। সত্যি, ওকে বিয়ে করবে, রাজকুমারী ?'

'রাজি', মেয়েটি বলল।

'উঃ কি যে আনন্দ হচ্ছে', ক্যাথরিন বলল। 'ঝামেলাগুলো আর থাকবে না।'

'সত্যিই বিয়ে করতে চাও ?' ডেভিড মেয়েটিকে প্রশ্ন করল।

সত্যি আর একবার বলে দেখ।'

ডেভিড ওর দিকে তাকাল। কেমন যেন উত্তেজিত মেয়েটি। ডেভিডের মনের পর্দায় সকালের দৃশ্যটা জেগে উঠল। বালির উপর শুয়ে ওরা ভালবাসায় নিজেদের উজার করে দিয়েছিল তখন, সাক্ষী ছিল উদার অনন্ত সমুদ্র।

ডেভিড বলল এবার, 'হ্যাঁ, বলব, তবে এই হাটের মাঝখানে নয়।'

'এটা হাট নয়। 'এটা আমাদের নিজস্ব বার। আমার ইচ্ছে আজ বাড়িতেই তোমাদের বিয়ে দেব।'

'পাগলের মত কথা বোলনা', ডেভিড বলল।

'বলছিও না', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'এটাই আমার মনের কথা। একদম সত্যি।'

'কিছু পান করবে ?' ডেভিড জানতে চাইল।

'না', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আমি যা ভাবছি করব। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।' মেয়েটি মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, ডেভিড ক্যাথরিনের দিকে তাকাল। 'আজই বিকেলে কথাটা ভেবেছি,' ও বলল। 'ওকেও বললাম, তাই না, মারিটা ?'

'হ্যাঁ, ও বলেছে', মারিটা বলল।

ডেভিড বুঝল ব্যাপারটা সত্যই গুরুতর হয়ে উঠেছে, দুটো মেয়ের মধ্যে কোন একটা সমঝোতা গড়ে উঠলেও ও ব্যাপারটা জানেনা।

ক্যাথরিন এবার বলে উঠল, 'আমি এখনও তোমার বউ, আর সেখান থেকেই শুরু করব। আমি চাই মারিটাও তোমার বউ হোক, তারপর ও আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারও পেয়ে যাবে।'

'সেটাও ওর দরকার হবে কেন ?'

'লোকে তো উইল করে, আর এটা উইলের চেয়েও দরকারী।'

'ডেভিড মারিটার দিকে তাকালো। 'তোমার মতটা কি রকম ?'

'তুমি চাইলে আমি করতে রাজি।'

'আমি একটু পান করতে পারি?' ডেভিড বলল।

'স্বচ্ছন্দ্যে', ক্যাথরিন বলল। 'শোন ডেভিড, আমার খ্যাপামীর জন্য আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করতে পারিনা। তাই অনেক ভেবে ঠিক করলাম তুমি ওকে ভালোবাসো, ও তোমাকে। আমার বদলে তুমি কোন কুকুরীর পাল্লায় পড়বে তা আমি চাইনা।'

'এসো, একটু স্ফূর্তি করা যাক তাহলে', ডেভিড বলল।

'তাহলে আমরা করতে যাচ্ছি, সব ঠিক করে ফেলব এবার,' ক্যাথরিন বলল।

॥ ১৭ ॥

আবার এক নতুন সূর্যোদয় ঘটল, এক চমৎকার একটা দিন। ডেভিড নিজেকে বলল নিজের কাজ শুরু কর 'যা ঘটেছে তাকে ফেরানো যাবে না। মাত্র একজনই তা পারে, আর সে জেগে উঠে কি করবে যে নিজেই জানে না। তুমি কি ভাবছ তাতে কিছুই যায় আসেনা। বরং কাজে লেগে থাকে। কোন কিছু থেকেই সাহায্য পাবেনা।'

ও যখন গল্পের মধ্যে ডুবে গেল সূর্য যখন মাথার উপর। ও মেয়ে দুজনের কথা প্রায় ভুলেও গিয়েছিল। ডেভিডের আজ ওর বাবার কথা মনে পড়ল। এমন অবস্থায় পড়লে তিনি কি করতেন? খারাপ কিছুকে তিনি সহজ ভাবেই গ্রহণ করতেন আর তাকে কোন সুযোগ দিতেন না। শয়তান তার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হত। নিজের কাহিনীতে বাবার কথা উল্লেখ করল ডেভিড, তার সেই ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তুলে। বাবার চিতা শিকারের কাহিনী মনে পড়ল ওর। ডুমুর গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে মাটিতে বসেই ঘুমিয়েছিলেন তিনি। ভোরের দিকে চিতাবাঘের গলার শব্দে তার ঘুম ভেঙেছিল। রাতের পর রাত চিতাবাঘের সন্ধানে কাটিয়ে যেতেন তিনি, কোন কিছুতেই হার স্বীকার করতেন না। ডেভিডের মনে হল ওর বাবা এখনও ওকে সঙ্গ দিয়ে চলেছেন এই সুদূরেও।

হোটেলের ছোকরা ওয়েটারকে ডেভিড জানাল ওর প্রাতরাশ দরকার হবেনা, পরিবর্তে এক বোতল হুইস্কি চেয়ে নিল ও। একবার ওর ইচ্ছে হল গাড়িটা সারানোর জন্য ক্যানে চলে যাবে কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল গ্যারাজগুলো আজ হয়তো বন্ধ।

বাবাকে দুটো ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চেয়েছিল ডেভিড। ওর বাবা অন্য

যে কোন মানুষের চেয়ে বিপজ্জনক ভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। জীবনের অতীতের করা ভুল থেকে তিনি নতুন ভুলের নির্যাস সংগ্রহ করতেন। এটা ওকে শিখিয়ে দেন তিনি।

এক সময় লেখা বন্ধ করল ডেভিড। একটু ক্লান্ত লাগছে ওর। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে ও মেয়ে দুজনের কথাটা এবার ভাবল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে স্নান করে নিল।

একটু পরেই ফিরে এল ক্যাথরিনরা। তিনজনে ট্যাভেল পান করার ফাঁকে ক্যাথরিন বলল, 'ডেভিডকে কথাটা বলব?'

'ইচ্ছে হলে বলতে পারো', মারিটা গ্লাসে ঠোঁট ঠেকাল।

'কিভাবে বলব ভুলে গেছি।'

'ঘটনাটা নিশ্চয়ই মনে আছে?' ডেভিড বলল।

'হ্যাঁ আছে। গতকাল আমরা একটু ঘুমিয়েছিলাম, তারপর তুমি উঠে মারিটার ঘরে গিয়েছিলে। আজ এমনিই যেতে পারো। তবু আমার ইচ্ছে আমরা তিনজনে একসঙ্গে ঘুমোব?'

'না', ডেভিডের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'ঠিক আছে,' ক্যাথরিন বলল। 'মাঝে মাঝে কি বলছি মনে থাকেনা আমার, সব ভুল হয়ে যায়।'

ঘরে এসে ডেভিড ক্যাথরিনকে বলে উঠল, 'চুলোয় যাক ও।'

'না ডেভিড। ওকে আমি যা বলেছি তাই করেছে। ওই বলবে সেকথা।'

'চুলোয় যাক ও', ডেভিড আবার বলল।

'সেতো ও গেছেই, তুমিই সে পথে নিয়ে গেছ, ডেভিড।'

'বাজে বকবক কোরনা।'

'কথাটা আমি বলিনি, শুধু তোমার কথাই টেনিসবলের মত ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক ও কি বলবে?'

আমি ওকে যে কথা বলেছি। রাগ কোর না ডেভিড। রাগ করলে তোমায় বড় গম্ভীর লাগে। বুঝতে পারছ না আমি কতখানি যুক্তি দিয়ে কথা বলছি।'

'একেবারেই বলছ না।'

'তবু আমায় ভালবাসো?'

'অবশ্যই।'

'বেশ, তাহলে একটা গোপন কথা বলব?'

'নতুন কিছু?'

'না, পুরনো।'

'ঠিক আছে।'

'তোমাকে খারাপ করা খুব শক্ত। এবার ঘরে গিয়ে আমি কি বলেছি সেটা শুনে নাও ভাল ছেলের মত, ডেভিড।'

হোটেলের অন্য প্রান্তে মারিটার ঘরে এসে ঢুকল ডেভিড। মারিটার পাশে শুয়ে ও বলল, 'ব্যাপারটা কি একটু বলতো।'

'ও গত রাতে যা বলেছে শুধু তাই। ও সত্যিই এটা চায়।'

'আমাদের ভালবাসার কথা ওকে জানিয়েছ?'

'না।'

'ও ব্যাপারটা জানে।'

'তাতে কিছু আসে যায় কি?'

'মনে হচ্ছেনা।'

'এক গ্লাস হুইস্কি নাও, ডেভিড, একটু আরাম কর,' মারিটা বলল। 'আর এটা নিশ্চয়ই জানো আমি অবিবেচক নই।'

'আমিও নই,' ডেভিড জবাব দিল।

দুজনের শরীর এবার যেন এক সঙ্গে লীন হয়ে গেল। ঠোঁট চেপে বসল ঠোঁটের উপর। ডেভিড অনুভব করল মেয়েটির সুডৌল স্তন চেপে বসেছে ওর বুকে।

ওরা সমুদ্রের বালির উপর শুয়ে ছিল। ডেভিড উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পটে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করছিল, কোন চিন্তার রেশ ছিলনা ওর মনে। ও ভাবছিল চিন্তা না করলেই সম্ভবতঃ এসবের যা কিছু তার রেশ কেটে যাবে। মেয়ে দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বললেও ও তাতে কান দেয়নি, ও শুধু লক্ষ্য করছিল সেপ্টেম্বরের উন্মুক্ত আকাশকে।

হঠাৎই মারিটাকে প্রশ্ন করে ও, 'কি ভাবছিলে?'

'কিছুই না,' সে জবাব দিল।

'প্রশ্নটা আমাকে আমাকে কর', ক্যাথরিন বলল।

'কি ভাবছ আমি আন্দাজ করতে পারি।'

'না. পারবে না। আমি স্পেনে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।'

'সেখানে গেছ?' প্রশ্ন করল ডেভিড।

'এখনও যাইনি

'আমরা সেখানে যাব', ক্যাথরিন বলল। 'কবে যেতে পারব, ডেভিড?'

'যেকোন দিন,' ডেভিড বলল। 'আগে গল্পটা শেষ করি।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল।'

'উঁহু, তা পারব না। তোমাদের যদি তাড়া থাকে আগে চলে যাও, আমি ধরে ফেলব!'

'না. তাহবে না,' মারিটা বলল।

'ঘাবরে যেও না, মারিটা', ক্যাথরিন বলল। 'ও মহত্ব দেখাচ্ছে।'

'না, না, এটা ঠিক নয়,' মারিটা বলে উঠল। 'ও গল্পের মাঝখানে এসেছো।'

'তাতে কি? গত ছ' সপ্তাহ ধরে ও লিখেই চলেছে। আমরা কেবল দুজনে স্পেনে গেলে মজা হবে না।'

'ও একটা কাজ করছে।'

'ও স্পেনে বসেও লিখতে পারে। স্পেনেও ঢের লেখক জন্মেছে।'

'না, না। সেটা ঠিক নয়,' মারিটা বলে উঠল। 'আমার বিবেক মানছে না।'

'হ্যাঁ, বিবেকের কথা তোমারই মুখে মানায়,' ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেক আছে বৈকি।'

'ভাল। তবে এখন আমার কাজে নাক গলিও না, যা ভাল. আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।'

'আমি এখন সাঁতার কাটতে যাচ্ছি,' ডেভিড বলে উঠল।

মারিটাও উঠে ডেভিডকে অনুসরণ করল। সাঁতার কাটার ফাঁকে ও ডেভিডকে বলল,' একদম পাগল হয়ে গেছে ও।'

'অতএব ওকে দোষ দিওনা।,

'কিন্তু তুমি কি করবে?'

'গল্পটা শেষ করে আবার নতুন একটা ধরব।'

'আমরা কি করব?'

'যা পারব তাই করব।'

ডেভিড চারদিনের মধ্যে গল্পটা শেষ করল। একটা চাপের মধ্যে থেকেই কাজ করছিল ডেভিড তাই ভয় ছিল গল্পটা উতরে যাবে কিনা। যতটা ভাল ও আশা করেছিল ততটা যে হলনা তা বলাই বাহুল্য।

'আজ কি রকম হল ?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'শেষ করেছি।'

'পড়তে পারি ? কিছু মনে করবে না তো ?'

'স্বচ্ছন্দ্যে।' মনে করার কিছু নেই। স্যুটকেসের মধ্যেই আছে,' চাবিটা এগিয়ে দিল ডেভিড।

মারিটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে একটু তফাতে বসে পড়তে শুরু করল।

পড়া শেষ হলে ডেভিড প্রশ্ন করল, 'ভাল লাগল ?'

'ভাল বা মন্দর প্রশ্ন নয়। তোমার বাবার কথা, তাই না ?'

'অবশ্যই।'

'তাকে যখন ভালবাসতে বন্ধ করলে তখনকার কাহিনী ?'

'না, আমি বাবাকে সবসময়ই ভালবেসেছি। তাকে যখন বুঝতে শুরু করলাম এ তখনকার কাহিনী '

'গল্পটা ভয়ঙ্কর তবে দারুণ।'

'তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম.' ডেভিড বলল।

ওরা সমুদ্রের তীর থেকে ফিরে এসে ক্যাথরিনকে বাগানে দেখল।

'তাহলে তোমরা ফিরে এসেছ' ও বলল।

হ্যাঁ,' ডেভিড উত্তর দিল। 'চমৎকার কাটল। তুমি থাকলে ভাল হত।'

'হ্যাঁ, ছিলাম না এই যা', ক্যাথরিন বলল।

'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'নিজের কাজে ক্যানেয় গিয়েছিলাম। মধ্যাহ্নভোজে কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আবার পান করছ দেখলাম।'

'ব্যায়াম করার পর দরকার,' ডেভিড বলল।

'খাঁটি ইংরেজের মতই কথা বলছ,' ক্যাথরিন বলল।

'ইংরেজ ? হুম্ আমার তো নিজেকে একটা তাহিতি মার্কা গাধা মনে হচ্ছে।'

'তোমার এই ভাষা শুনলে গা রিরি করে,' ক্যাথরিন বলল।

'হুম। খাওয়ার আগে একপাত্র চাই ?'

'ভাঁড়ামি কি না করলেই নয় ?'

'পাকা ভাঁড় কথা কয়না।'

ডেভিড তিনটে মার্টিনি বানালো। ক্যাথরিন বলে উঠল,' তিনটে কেন ?'

'তৃতীয়টা মারিটার জন্য।'

'ও :, তোমার সেই উপপত্নীটির জন্য ?'

'আমার কি বললে ?'

'তোমার উপপত্নী।'

'দারুণ একখানা কথা বলেছ,' ডেভিড বলল এ রকম চমৎকার উদাহরণ জীবনে শুনিনি, কোনদিন শুনব আশাও করছিনা তুমি সত্যিই দারুণ।'

'কথাটা খুবই চালু।'

'তা হোক,' ডেভিড বলে চলল, 'তবে এমন করে চাঁচাছোলা ভাবে বলতে পারা শক্ত। দুষ্টু, কথাটা একটু মোলায়েম করে তোমার ছায়াব্রতা উপপত্নী বলা যায় না ?'

ক্যাথরিন ওর গ্লাস উঁচু করে ধরে বলল,' এ ধরণের বেহায়াপনা আমার পছন্দ নয়।'

'ক্যাথরিন, আমরা আর একটু ভব্যসব্য হতে পারি না ?'

'না, ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'ওই যে তোমার কি যেন নাম। সেই তিনি এসে গেছেন, যেন নিরীহ গোবেচারি। মারিটা, ডেভিড কি লেখার আগে সুরা পান করেছিল ?'

'করেছ নাকি, ডেভিড ?' মারিটা প্রশ্ন করল।

'আমি একটা গল্প শেষ করেছি।'

'এবং মারিটা সেটা পড়েছে ?'

'হ্যাঁ পড়েছি।'

'আমি ডেভিডের কোন লেখাই পড়িনি : আমি ওর কাজে নাক গলাই না। আমি শুধু দেখি ও যাতে কাজটায় সফল হয় অর্থকরী দিক থেকে।'

ডেভিড ওর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ক্যাথরিনকে লক্ষ্য করে চলল।

'আমার মনে হয় গল্পটা চমৎকার,' মারিটা বলল। 'গল্পটা আমার ভীষণ-ভাবে নাড়া দিয়েছে।'

'কারণ ডেভিড ওটা লিখেছে না সত্যিই লেখাটা ভাল ?'

'জুটোই।'

'এই অভাবিত কাহিনী আমার না পড়তে পারার কোন কারণ আছে?' ক্যাথরিন বলল। 'আমি যখন এর জন্য টাকা দিয়েছি।'

'তুমি কি করেছ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'হয়তো পুরোপুরি নয়। আমাকে বিয়ে করার সময় তোমার ছিল মাত্র পনেরো'শ ডলার, আর বইটা অবিশ্বাস্য রকম বিক্রি হয়েছে, তাই না? অবশ্য কত আমায় বলনি। আমি বেশ কিছু টাকা তোমাকে দিয়েছি যার ফলে বিয়ের আগে যেমন কাটিয়েছ তার চেয়ে ঢের আরামেই জীবন কাটাচ্ছ।'

মারিটা কিছুই বলল না। ডেভিড ওর ঘড়ির দিকে তাকাল। ছোকরা ওয়েটার টেবিল গোছাতে শুরু করেছে। 'আমি একটু সাফ সুরত হয়ে আসছি,' ডেভিড বলল।

'থাম, অত সাজানো নম্রতা না দেখালেও চলবে,' ক্যাথরিন বলে উঠল। গল্পটা আমার পড়তে বাধা কেন?'

'ওটা পেন্সিলে লেখা। এভাবে পড়তে তোমার ভাল লাগবে না।'

'মারিটা কিন্তু ওই ভাবেই পড়েছে।'

'তাহলে মধ্যাহ্নভোজের পরেই পড়তে পারো।'

'না, আমি এখনই পড়ব, ডেভিড।'

'মধ্যাহ্নভোজের আগে না পড়াই উচিত।'

'কাহিনীটা কি বিরক্তিকর, ডেভিড?'

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার ১৯১৪ সালের আগে আফ্রিকার কাহিনী। তখন মাজি-মাজি লড়াই চলছিল। ১৯০৫ সালের টাঙ্গানাইকার নেটিভদের বিদ্রোহের গল্প।'

'তুমি যে ঐতিহাসিক কাহিনীও লেখ জানতাম না।'

'আমি যখন আট বছরের তখনকার কাহিনী।'

'আমি ওটা পড়তে চাই।'

বার-এর এক কোণে বসে পানীয়ের গ্লাসে বরফের টুকরো ফেলায় ব্যস্ত ছিল ডেভিড। মারিটা ক্যাথরিনের পাশেই বসেছিল। ক্যাথরিন এক মনে পড়ে চলেছিল।

'শুরুটা ভালই,' ক্যাথরিন বলল। 'তবে তোমার হাতের লেখা জঘন্য। দেশটার বর্ণনা সুন্দর অবশ্য।'

মারিটা চুপচাপ ওকে লক্ষ্য করেচলেছিল। কিছুক্ষণ পড়ার পর ক্যাথরিন প্রথম খাতাটা শেষ করে দ্বিতীয়টা তুলে নিল।

শেষ পর্যন্ত খাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিল ক্যাথরিন,' কদর্য! পড়া যায় না। তাহলে তোমার বাবা এই রকম ছিলেন?'

'না,' ডেভিড উত্তর দিল। 'এটা একটা দিক। সবটা আগে শেষ কর।'

'না, এ আমি পারব না।'

'এই জন্যই তোমাকে পড়াতে চাইনি।'

'না। তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র করেই আমাকে পড়তে বাধ্য করেছ।'

'ডেভিড. চাবিটা দাও এটা তুলে রাখব,' মাটি থেকে ছেঁড়া খাতাটা তুলে নিয়ে বলল মারিটা।

ডেভিড কথা না বলে চাবি এগিয়ে ধরল।

'বাচ্চাদের একটা খাতায় এ গল্প লেখা অন্যায়,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'তুমি একটা দানব, ডেভিড।'

'আমি এ জন্যই তোমাকে পড়তে বারণ করেছিলাম।'

ক্যাথরিন কাঁদছিল। ও বলল,' তোমায় ঘেন্না করি—ঘেন্না করি।'

অনেক রাত্তিরে ওরা দুজনে যখন শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে—ক্যাথরিন কান্না-ভেজা গলায় বলল,' ও চলে যাবে আর তারপরেই তুমি আমায় আটকে রাখবে।'

'না,' কখনও না।'

'তাহলে বললে কেন আমরা সুইজারল্যাণ্ডে যাব?'

'তোমার কোন কষ্ট হলে একজন ভাল ডাক্তার দেখাতে পারি, দাঁত ব্যথার জন্য যেমন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাই।'

'না. আমি যাব না, ওরা আমাকে আটকে রাখবে আমি জানি। জায়গাটা খুব খারাপ।'

'কেন এসব ভাবছ?' ডেভিড বলল। 'গাড়িতে আমরা রোন-এ যাব, তার-পর লিঁও থেকে জেনিভায় যাব। ডাক্তারের কথামত খুব মজা করা যাবে।'

'আমি কিছুতেই যাব না,' ক্যাথরিন বলে উঠল।

'ওই ডাক্তার খুব ভাল লোক—।'

'যাব না, যাব না, যাব না, শুনতে পাচ্ছ না? এবার আরও জোরে চিৎকার করব।'

'ঠিক এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'তাহলে ঘুমোব। তুমি আবার সকালে লিখবে?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে।'

'তাহলে তুমিও ঘুমিয়ে নাও।'

অনেকক্ষণ ঘুম এলনা ডেভিডের। যখন এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়ল ও শুধু আফ্রিকার স্বপ্ন দেখল। চমৎকার সব স্বপ্ন, শুধু শেষের স্বপ্নটা দেখার মধ্যেই ও জেগে উঠল। উঠে লিখতে চলে গেল লেখার ঘরে। লেখার ফাঁকে এক সময় সূর্যোদয় ঘটে গিয়েছিল লক্ষ্য করেনি ডেভিড। লেখাটা বেশ কিছু এগিয়ে গেল। গল্পের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে ফেলল ডেভিড। গল্পের খুদে নায়ক সেই কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরেছিল ডেভিড। চারদিক নিস্তব্ধ। ঘন রাত নেমেছে। হাতির আগমন ওরা টের পায়নি। হাতির ছায়া ওদের ঢেকে দিয়েছিল, ওদের নাকে আসছিল রাতের গন্ধ। হাতিটা এগিয়ে যেতেই ডেভিড দেখতে পেল, হাতির বিরাট একটা দাঁত প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে। চাঁদের আলোর মধ্য দিয়ে ডেভিড আর কুকুরটা ছুট লাগালো। ডেভিড টের পেল কুকুরটা ভয়ে প্রায় সিঁটিয়ে ওর শরীরে লেগে আছে। একটু এগুতে ও হাতির বিশাল দেহটা আবার দেখতে পেল।

ডেভিড কুকুরটাকে আদর করে ওর ভয় ভাঙাতে চাইল। হাতের দুখানা বর্শা ও ফেলে এসেছিল। হাতির বিশাল কান দুটো পাখার মত দুলছিল, প্রকাণ্ড দাঁতও মাটি ছুঁয়ে ছিল।

হাতির স্পর্শ বাঁচিয়ে ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় পৌছে গিয়ে প্রাণীটার ডাক শোনার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু হাতির ডাক শোনা গেল না। হঠাৎই বাবার কথা মনে পড়ে গেল ডেভিডের।

॥ ১৯ ॥

ছোট্ট খাঁড়ির কাছে বালির উপর শুয়ে ছিল দুজনে। মেয়েটি একসময় বলল,' ও সুইজারল্যাণ্ডে যেতে চায় না।'

'ও মাদ্রিদেও যেতে চায় না। খ্যাপামি করার ক্ষেত্রে স্পেন বাজে জায়গা।'

'আমার মনে হচ্ছে কতকাল যেন আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে অথচ শুধু জমেছে, সমস্যার পাহাড়। এবার সাঁতার কাটবে?'

'হ্যাঁ, চলো ওই পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ খাই। সবচেয়ে উঁচুটা থেকে।

'আগে তুমি। আমি সাঁতরে এগিয়ে যাব, আমার ওপর দিয়ে তুমি ঝাঁপ দেবে,' মেয়েটি বলল।

'ঠিক আছে। কিন্তু একটুও নড়ো না।'

ডেভিড জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফোয়ারার মতই ছিটকে গেল জল। ও সাঁতার মেয়েটির কাছে এসে পড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ও। সারা শরীর ওর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

ওরা বার-এ বসে থাকতেই ক্যাথরিন এসে পৌছল। একটু ক্লান্ত মনে হলেও বেশ শান্ত লাগছিল ওকে।

'আমি নিস্-এ গিয়েছিলাম,' ক্যাথরিন বলল। 'একটা চমৎকার যুদ্ধ জাহাজ দেখলাম ওখানে। একটু দেরি হয়ে গেল আসতে।'

'বেশি দেরি হয়নি তো,' মারিটা বলল।

'নিস্-এ কি চমৎকার সব রং দেখলাম। অপূর্ব।'

'দুপুরে এরকম রং দেখা যায়,' ডেভিড বলল। 'কিন্তু তুমি তো কিছু খাচ্ছ না।'

'খিদে নেই আমার।'

পরে নিজেদের ঘরে ক্যাথরিন বলল,' কিছু ভেবোনা, ডেভিড, সব যেন কেমন দ্রুতলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'কি রকম ?'

'তা জানি না। আজ সকালে কেন যেন মনে হল আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। মনে হল তোমাকে একটু ভাল করে দেখাশোনা করা দরকার।'

'সেতো তুমি সব সময়েই করছ।'

'কিন্তু বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল। মাঝে মাঝেই ভাবি তোমার কথা ভাবতে গিয়ে তোমার কুকুরটার কথা মনে হয়।'

'আমার কুকুর ?'

'হ্যাঁ, তোমার আফ্রিকার গল্পের কুকুর। তোমার কিছু লাগবে কিনা দেখতে ঘরে ঢুকে লেখাটা পড়ে ফেললাম। তুমি আর মারিটা ওর ঘরে তখন গল্প করছিলে।'

'গল্পটা অর্ধেক লেখা হয়েছে,' ডেভিড বলল।

'চমৎকার গল্প,' ক্যাথরিন বলল। 'কিন্তু কেমন ভয় ধরানো। কি অদ্ভুত হাতিটা, তোমার বাবাও তাই। তাকে একদম ভাল লাগেনা, আমি কুকুরটাকে খুব ভালবাসি।'

'হ্যা, ভারি সুন্দর কুকুরটা,' ডেভিড বলল।

'আজকের লেখায় ওর বিষয়ে পড়তে পারি, ডেভিড?'

'ভাল লাগলে নিশ্চয়ই পড়বে। ওকে নিয়ে ভেবোনা।'

'বেশ, ভাববো না কিন্তু আবার ও ফিরে এলে পড়ব। কিবো। কি সুন্দর নাম।'

'এটা একটা পাহাড়ের নাম। অন্য অংশ হল মাওয়েঙ্গি।'

'তুমি আর কিবো। তোমাকে এত ভালবাসি। তোমরা দুজনেই এক রকম।'

'তোমার এখন ভাল লাগছে, দুষ্টু?'

'খুব সম্ভব,' ক্যাথরিন জবাব দিল। 'তবে বেশিক্ষণ ভাবটা থাকবে না। সকালে কেমন যেন মনে হল কত বয়স হয়ে গেছে আমার।'

'তুমি মোটেই বুড়িয়ে যাওনি।'

'হ্যা, গেছি। তোমার কুকুরের চেয়েও বেশিদিন থাকব না আমি। গল্পেও না।'

॥ ২০ ॥

গল্পটা শেষ করে নিজেকে কেমন যেন শূন্য মনে করতে চাইছিল ডেভিড। যেখানে থামা উচিত ছিল তার চেয়েও অনেক দূর চলে গিয়েছে ও। সকালে একথা মনে হয়নি, পরে দিনের শেষে এই ভাবটা ওকে চেপে ধরতে চাইছিল।

ডেভিড যেন গল্পের মধ্যেই বিচরণ করে চলেছিল। ওর চোখে ফুটে উঠল কাহিনীর দৃশ্য। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠেছিল ওরা। ওর সঙ্গী জুমা আগেই ওর হাতে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিল।

'এবারই চড়াই শুরু হবে, ডেভী,' ওর বাবা বললেন।

জুমা এ পথ চেনে। হাতির পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেই ওরা চলেছিল। ওর বাবা পথ ভুল করেছেন, কিন্তু আর কিছু করার নেই। জংলীফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ওরা এগিয়ে চলেছিল।

গতরাতের নিদ্রাহীনতার জন্য ঘুমে চোখ বুঁজে আসছিল ডেভিডের। বিকেলের রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল চড়াই-উৎরাই ভরা অরণ্য অঞ্চলে। প্রায় এক ঘণ্টা চলল পথ পরিক্রমা।

এক সময় তাঁবু খাটিয়ে ওরা বিশ্রামের ব্যবস্থা করল অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে।

ওর বাবা নিজের কোট খুলে বিছিয়ে দিলে ডেভিড তার উপর শুয়ে পড়ল। তিনি ওর দিকে ঠাণ্ডা চা আর মাংস এগিয়ে ধরলেন।

'সুস্থ থাকার জন্য খাওয়া দরকার, ডেভী,' তিনি বললেন।

'দারুণ ঘুম পাচ্ছে।'

'তুমি আর কিবো সারারাত ঘুরেছো, ঘুম তো পাবেই। আর একটু মাংস নিতে পার।'

'আমার খিদে নেই।'

'ঠিক আছে। তিনদিন ধরে আমরা ঘুরছি। কালই জলের কাছে পৌছে যাব।'

ওর বাবা শুভরাত্রি জানানোর আগেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল ডেভিড। মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙল ডেভিডের মনে হল হাতিটা ওর মস্ত দুটো কান দুলিয়ে বিশাল সেই দাঁত নিয়ে পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে ওর।

অনুভূতির রেশ বেশিক্ষণ রইল না ডেভিডের। কল্পনার রঙীন জগত ছেড়ে ও আবার পেঁাছে গেল বাস্তবে।

লেখার মধ্যেই যেন বারবার নিজেকে খুঁজে পায় ডেভিড। এটাই ওর এগিয়ে চলবার পথ।

ডেভিড উঠে বারের দিকে গিয়ে এক বোতল বীয়ার হাতে নিয়ে মাদামের খোঁজে রান্নাঘরের দিকে চলল। মাদামকে ও জানিয়ে দিল ও ক্যানে যাচ্ছে মধ্যাহ্নভোজে থাকছে না। মাদাম একটা পীরিচে কিছু রান্না মাংস আর স্যালাড এগিয়ে ধরলেন।

'এগুলো না খেয়ে বীয়ার খাবেন না যেন।'

'আমার কিছু হয়না এতে,' ডেভিড হেসে বলল। 'মেসে থাকার সময় আর যুদ্ধে এ রকমই খেতাম।'

'অবাক লাগে আপনারা মাতাল হন না দেখে।'

মাদাম ফরাসীদের মদ খাওয়ার কথা বলে ঠাট্টা করলেন মেয়েরা ডেভিডকে ছেড়ে গেছে বলে। ডেভিডও কম যায়না ও বলল মেয়ে দুজনকে ও আর চায়না আর মাদাম তাদের জায়গা নিতে রাজি কিনা। মাদাম বললে ওকে প্রমাণ দিতে হবে তাকে সামলানোর ক্ষমতা ওর আছে কি না।

ডেভিড হেসে উত্তর দিল ও ক্যানে শহরে যাচ্ছে সেখানে ভাল করে খেয়ে সিংহের মত হয়ে যখন ফিরে আসবে তখন দক্ষিণের মেয়েদের সাবধানে থাকতে হবে। পরস্পরকে ওরা স্নেহচুম্বন এঁকে দিলো এবার। ডেভিড তারপর ঝরণা কলে স্নান করে শীতল হয়ে নিল।

স্নান করে বেশ ভাল লাগল ডেভিডের। মাদামের সঙ্গে কথা বলে মনটা বেশ ভাল হয়ে গিয়েছিল ওর। ও কেবল আশ্চর্য হল আসল যে ব্যাপার চলেছে ওদের জীবনে মাদাম সেটা জানলে কি বলতেন কে জানে। যুদ্ধের পর আবহাওয়াটা বদলে গেছে, মসিয়ে আর মাদাম দুজনেই সেই পরিবর্তনের শিকার। হোটেলে ওদের মত তিনজন অতিথি তাই খাতির পাচ্ছে খুবই। আজ রুশরা নেই, ইংরেজরা অর্থকরী ভাবে দুর্বল, জার্মানরা নিঃস্ব। গ্রীষ্মের সময় ওরাই একমাত্র অতিথি।

ভাবতে ভাবতে আয়নায় নিজের চুলের উপর নজর পড়ল ডেভিডের। একেবারে রুপোর মত সাদা। দারুণ খারাপ লাগল ওর।

তখনই ঘরে ঢুকল ক্যাথরিন। ডেভিড একটু আগেই ওদের বুগাত্তির শব্দ শুনেছিল।

সানগ্লাসটা চোখ থেকে নামিয়ে ক্যাথরিন ডেভিডকে চুমু খেয়ে ও বলল, 'কেমন কাটালে?'

'খুব ভাল না', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আজ বেশ গরম। বাড়ি এসে ভাল লাগছে।'

ডেভিড বেরিয়ে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে আসার ফাঁকে ক্যাথরিন স্নান করে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়েছিল। ডেভিড গ্লাসটা এগিয়ে দিতে নিজের পেটের উপর সেটা চেপে ধরে ক্যাথরিন বলে উঠল, 'আঃ কি আরাম।' তারপর একটু চুমুক দিয়ে গ্লাসটা স্তনের বোঁটার উপর ধরল। 'আঃ সত্যিই বেশ আরাম লাগছে।'

ডেভিড ওকে চুমু খেল।'

'সব কেমন বদলে গিয়েছিল, তাই না?' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'কিন্তু আমি তোমায় কারও হাতে কিছুতেই তুলে দিচ্ছিনা জেনে রেখ।'

'চল, পোশাক পরে নাও তারপর বাইরে যাব।'

'না, আমি তোমার সঙ্গে সেই আগেকার মত আনন্দ করব।'

'কি করে করবে?'

'সেই আগের মত তোমায় আনন্দ দিয়ে সুখী করব।'

'কতখানি সুখী?'

'অনেক, অনেক সুখী। সেই গ্রাউ দু রোই-এ যেমন করতাম।'

'বেশ, তোমার যদি ইচ্ছে হয়?'

খুব ইচ্ছে। এই দিনের বেলা আমাকে আনন্দ দিতে পেরে আমি দারুণ খুশি। আমি চলে গিয়েছিলাম, আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি। কিন্তু না

তাড়াতাড়ি নয়, খুউব ধীরে।'

'ধীরে?'

'হ্যা, আস্তে আস্তে।'

ওরা দুজনে শুভ্র বিছানায়। ক্যাথরিন ওর গাঢ় বাদামী পা তুলে দিয়েছিল ডেভিডের উপর। 'আমাকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছ, ডেভিড?'

'হ্যা', ডেভিড উত্তর দিল। 'সত্যিই তুমি ফিরে এসেছ।'

'তুমি তো ভাবোনি। গতকালই সব ওলোট পালোট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ আবার আমি ফিরে এলাম। তুমি সুখী?'

হ্যা।'

'মনে আছে আমি গাঢ় হতে চেয়েছিলাম? আজ আমি সবার চেয়েই গাঢ় রঙের।'

'আর সবচেয়ে সুন্দরী, হাতির দাঁতের মত তোমার রঙ।'

উ আমি কি সুখী। আর আমার মন খারাপ ভাবটা নেই। ওর হাতে তোমাকে আমি তুলে দেবনা। তুমি আজ আর কাল শুধু আমার, তারপরের দুদিন হবে মারিটার। নাও, আমার এবার দারুণ খিদে পাচ্ছে।'

পড়ন্ত বিকেলে সাঁতার কাটার পর ডেভিড আর ক্যাথরিন ক্যানের দিকে রওয়ানা হল। সন্ধ্যের পর ফিরে এসে বার-এ ডেভিড মারিটাকে বসে বই পড়তে দেখল। বইটা ডেভিডেরই, সেটা ও দেখে নিয়েছিল। মারিটা ওটা পড়েনি।

'সাঁতার কেটেছ?' মারিটা জানতে চাইল।

'অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম।'

'পাথর থেকে ঝাঁপিয়েছ?'

'না।'

'শুনে খুশি হলাম', মারিটা বলল। 'ক্যাথরিনের খবর কি?'

'বেশ খুশি।'

'ও খুব বুদ্ধিমতী।'

'তোমার খবর কি?'

'দারুণ। বইটা পড়ছি।

'কেমন লাগছে?'

'শেষ না হলে বলতে পারব না। পরশু বলব। তবে তোমার সম্পর্কে

আমার মন বদলায় নি।'

'ভাল। তবে তোমার অভাব আজ খুব বুঝেছি।'

'পরশুদিন', মারিটা বলল। 'ভেবোনা।'

॥ ২১ ॥

পরের দিনে গল্পের বিষয় যেন জমতে চাইছিল না। ডেভিড একাগ্র হয়ে গেল কাহিনীর মধ্যে। গল্প জীবন্ত হয়ে উঠল আবার। প্রথম তিন ঘণ্টার সজীবতা ওকে প্রফুল্লই করে তুলেছিল বলে তখনই ও জুমাকে '৩০৩ রাইফেলটি আনতে বলল। জুমা রাজী না হয়ে মাথা নাড়ল। জুমা চিরদিনই ডেভিডের সেরা বন্ধু আর ওকে শিকার করতে সেই শিখিয়েছে। দলের তিনজনেই পেশাদার শিকারি তাই জুমা ওর হাসিটুকুও অপব্যয়ে রাজী হয়নি। হাতিটার কথা মনে জেগে উঠল আবার ডেভিডের। ও তাকিয়ে দেখতে পেল জুমা ওর বাবার সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই অনেকটা উঁচুতে উঠে ওরা আবার তাঁবু খাটালো। চারপাশে পাখিদের কলকাকলি তৎক্ষণে থেমে গেছে। পাখির মাংস রান্না করল জুমা এবার আগুন জ্বেলে।

খাওয়ার ফাঁকে ডেভিড বলে উঠল, 'ওটার থেকে কতখানি দূরে আছি আমরা?'

'অনেকটাই কাছে এসে পড়েছি', ওর বাবা বললেন। 'এখন প্রশ্ন হল হাতিটা চাঁদের আলোয় আবার চলতে শুরু করবে কিনা।'

'হাতিটা কোথায় জুমা এত নিশ্চিত কেন '

'জুমা ও ব্যাপারে দক্ষ। তাছাড়া ও জন্তুটাকে আহতও করেছে, ওর সঙ্গিনীকে ও মেরেও ফেলেছে।'

'সে কবে ?'

'পাঁচ বছর আগে, তখন তুমি ছোট্ট ছিলে।'

'হাতিটা কত বড় ?'

'বিরাট। প্রায় দুশ পাউণ্ড ওজন হবে ওর দুটো দাঁতের।'

অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় ভুগতে চাইছিল ডেভিড। নিজের উপর ওর রাগ হতে লাগল, হাতিটার প্রতি ওই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওর হদিশ ওই দিয়েছে। ওর মনে ইচ্ছে হল হাতিটাকে ও না দেখলেই ভাল হত।

সারা সকাল লেখার ফাঁকে ডেভিডের মন চঞ্চল হয়ে রইল। ও ভাবতে চাইছিল সেদিন রাত্তিরে কি ঘটেছিল।

অনেকক্ষক্ষণ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে রাতের অরণ্য শিহরণের সঙ্গে এক হয়ে মিশেছিল ডেভিড। এক সময় আত্মসংবরণ করে লেখার সরঞ্জাম তুলে রেখে ও বারান্দায় চলে এল। মারিটা এক কোনে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না ডেভিড বিচিত্র অবস্থার কথা স্মরণ করেই। ও একবার মারিটার দিকে তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ক্যাথরিন ঘরে ছিলনা। আফ্রিকাই যেন বাস্তব এমন কিছু বোধ হয় ভেবে নিয়েই ডেভিড আবার বারান্দায় মারিটার কাছে এসে দাঁড়াল।

'সুপ্রভাত,' ও বলল। 'ক্যাথরিনকে দেখেছ?'

'ও কোথায় যেন গেল,' মারিটা উত্তর দিল, 'তোমাকে জানাতে বলে গেছে তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

'কোথায় গেছে জানো না'

'না', মারিটা বলল। 'ও সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে।'

'হায় ভগবান' ডেভিড বলল। 'ওটা কেনার পর বহুদিন চালায় নি ও।'

'ও ঠিক আছে' বলল। সকালটা ভালই কাটিয়েছ তো?'

জানিনা, কাল জানতে পারব।'

ডেভিড সোজা নিজের ঘরে গিয়ে স্নান করতে ঢুকল। একটু পরেই ফিরে এল ক্যাথরিন, ওর দেহে সেই গ্রাউ ডু রোই এর সার্ট আর স্ল্যাকস। সারা শরীর ওর ঘামে ভেজা।

'দারুণ লাগল', ক্যাথরিন বলে উঠল। 'কিন্তু সাইকেল চালালে পায়ে যা ব্যথা হয়।'

'খুব বেশি দূরে গিয়েছিলে নাকি, দুষ্টু?'

'ছ' কিলোমিটার', ক্যাথরিন বলল।

'খুব সকালে না উঠে চালালে খুব পরিশ্রম হয়', ডেভিড বলল। 'কিন্তু আবার চালিয়েছ বলে খুব ভাল লাগল।'

ক্যাথরিন স্নান করে ঘরে ঢুকে বলে উঠল', দেখেছ, আমরা কত গাঢ় রঙের হয়েছি? ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম।'

'তোমার রঙ আরও গাঢ়।'

লম্বা আয়নার সামনে এবার দাঁড়াল দুজনেই।

'আমার এখানে একটু হাত রাখ? ক্যাথরিন বলে উঠল।

ডেভিড ক্যাথরিনের স্তনের উপর হাত রাখল।

মাথার চুল আঁচড়তে আঁচড়াতে ক্যাথরিন এবার বলল', তোমার পছন্দ সই জামা পড়ব আমি, ঠিক গ্রাউ দু রোইতে যেমন পড়েছি। এবার চল, বড় খিদে পেয়েছে।'

দুজনে প্রাতরাশ পেট ভরেই খেয়ে নিল। খেতে খেতেই ক্যাথরিন এবার বলল,' আমার সঙ্গে একবার জ'া এর কাছে যাবে? ওর কাছে চুল ছাটার জন্য যাব।'

'আমি তোমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করব।'

'দয়া করে চলোনা, ডেভিড। আগেও তো গিয়েছিলে কোন ক্ষতি হয়নি।'

'না, দুষ্টু। আগে গিয়েছি তা ঠিক। আমার একদম ভাল লাগে না। আমায় মাপ কর।'

'আমি শুধু আগের মত হতে চাইছি, সোনা। আমার ভাল লাগে।'

'আমরা আর আগের মত হব না।'

'হ্যা, হব। শুধু তুমি হতে দিলেই হব।'

'আমি সত্যিই হতে চাই না।'

'আমি চাইলেও না?'

'অর্থ হয় এমন কিছু করতে চাওনা কেন?'

'হ্যা, তা চাই। তবে সেই আগেকার মত হতে চাই যেমন আমরা ছিলাম। কোন ঝামেলা হবে না সমুদ্রই সব করে দিয়েছে।'

'তাহলে সমুদ্রকেই করতে দাও।'

'শুধু আজকের জন্য চাই।'

'তাহলে সুখী হবে আশা করি।'

'আমি খুশী কারণ ব্যাপারটা করতে যাচ্ছ, আমি বরাবর খুশি থাকব। এই রকম ভেবে রাখনা।'

'একেবারে ছেলেমানুষী ব্যাপার।'

'কখনও না, শুধু আমায় করতে দিয়ে দেখ।'

'যদি না করি কতটা খারাপ লাগবে তোমার?'

'তা বলতে পারব না, তবে অনেক অনেক।'

'ঠিক আছে,' ডেভিড বলল। 'তোমার ইচ্ছে যখন।'

'খুব ভাল,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'বেশিক্ষণ লাগবে না। জ'া বলেছে আমাদের জন্য ও দোকান খোলা রাখবে।'

'আমি যে রাজি হব সব সময় এটাই ভাবো বুঝি ?'

'আমার ইচ্ছে কতটা জানলে তুমি রাজী হবে জানতাম।'

'এতখানি না ভাবলেই ভাল।'

'মারিটাকে নিয়ে ভেবোনা।'

'সে এর মধ্যে কোথায় আসছে ?'

'ও বলেছিল আমার জন্য না করলে অন্ততঃ ওর জন্য করবে তুমি।'

'সব ব্যাপারটা গুলিয়ে তুলোনা।

'না ও আজ সকালেই বলেছে।'

'একবার নিজেকে দেখলে পারতে,' ক্যাথরিন বলল।

'না দেখেই পুলকিত হচ্ছি।'

'একটু আয়নায় দেখ।'

'ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'তাহলে আমার দিকে তাকাও। আমার ইচ্ছে মতই হয়ে উঠেছ তুমি।'

'এরকম না করলেই ভাল লাগত,' ডেভিড বলল। 'তুমি যে রকম হতে চাও আমার তাতে সায় নেই।'

'কিন্তু কাজটা যখন করা হয়ে গেছে মেনে নাও না,' ক্যাথরিন উত্তর দিল।'

ডেভিড ক্যাথরিনের মুখের দিকে তাকাল। যে গাঢ় রঙের মুখ আর আয়ত দুটো চোখ ও ভালবাসত তাই ওর নজরে এল। শুধু একরাশ রুপোলি চুলের রাশি ওর মনে বিদ্রোহ জাগাতে চাইল। ও বুঝল এমন করতে দিয়ে কতখানি বোকামি করেছে ও।

॥ ২২ ॥

ওইদিন সকালে আবার যে গল্পলেখায় মন দিতে পারবে ভাবেনি ডেভিড। হলও তাই, ও লিখতে পারল না। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় আবার শুরু করল ও লেখাটা। আবার সেই পরিবেশে একজন মূল্যবান অভিনেতা হিসেবেই নিজেকে অকুস্থলে দেখতে পেল ডেভিড। হাতির রেখে যাওয়া চিহ্ন ওদের চোখে পড়তে ওরা এগিয়ে চলেছিল। হাতির সন্ধান পাওয়া যাবে একেবারে দৃঢ় নিশ্চিত ছিল জুমা। জুমা এতই নিশ্চিত ছিল যে ও তার '৩০৩ রাইফেলটা ওর হাতে দিল। বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর একপাল হাতির কাছাকাছি এসে পড়ায় জুমা রাগতঃ-

ভাবে রাইফেলটা আবার কেড়েও নিল। হাতিগুলোর বিশাল কান নাড়ার শব্দ শুনল ওরা। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আবার বুড়ো হাতিটার পদচিহ্ন খুঁজে পেয়ে গেল ওরা। জুমা ওর হলদে দাঁত বের করে ডেভিডের বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

একটু পরেই ওরা রহস্যের সন্ধান পেয়ে গেল। জায়গাটা বনের ডানদিকে। সেই দিকে চলে গিয়েছিল হাতির পদচিহ্ন। বিশাল হাতিটা এসে পৌঁছেছিল সেখানেই। সামনেই পড়েছিল ডেভিডের প্রায় বুকের মাপের আকারে বিরাট একটা করোটি। সেটা রোদ্দুরে পুড়ে আর জলে ভিজে প্রায় চুনের মতই সাদা হয়ে গেছে। করোটির কপালের নিচে মস্ত দুটো অক্ষিকোটর। গর্ত দুটো যেন বিরাট দুটো গোলাকার শূন্যতা। একটু নিচে চোয়ালের দুপাশের অংশ দেখেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না ওখান থেকেই মস্ত দুটো দাঁত ভেঙে নেওয়া হয়েছে। জুমা ইঙ্গিত করল বিশাল হাতিটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল আর ওর শুঁড় কোন জায়গাগুলো স্পর্শ করেছিল। শ্বেত শুভ্র করোটির একটা গর্ত দেখিয়ে জুমা জানালো ওর রাইফেলের গুলি কোথায় বিঁধেছিল। জুমা ডেভিড আর ওর বাবার দিকে দাঁত বের করে হেসে একটা ৩০৩ বুলেট বের করে গর্তটার সামনে ধরল।

'ওখানেই জুমা মস্ত হাতিটাকে গুলি ছুঁড়ে আহত করেছিল,' ওর বাবা বলে উঠলেন। 'এটাই ছিল হাতিটার সঙ্গী। ওর বন্ধুই। ওই হাতিটাও বেশ প্রকাণ্ড ছিল। ও জুমাকে আক্রমণ করে ওর একটা কান জখম করে দেয়।'

ডেভিড লক্ষ্য করল জুমা আর ওর বাবা খুবই খুশি নিজেদের উপর। ও এবার প্রশ্ন করে বসল, 'হাতিদুটোর বন্ধুত্ব কতদিনের?'

'আমার কোন ধারণাই নেই,' ডেভিডের বাবা বললেন। 'জুমাকে প্রশ্ন করে দেখ।'

'তুমিই কর।'

জুমা আর ডেভিডের বাবা একটু কথা বলার পর জুমা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

'জুমা বলছে তোমার যা বয়স তার চার পাঁচ গুণ হতে পারে,' ডেভিডের বাবা উত্তর দিলেন। 'ও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।'

আমি চাই, ডেভিড ভাবল। রাত্তের চাঁদের আলোয় ওকে আমি দেখেছিলাম ও একাকী ছিল, আমার সঙ্গে ছিল কিবো। আর কিবোর ছিলাম আমি। হাতিটা কারোই কোন ক্ষতি করেনি আর আমরা তাকে খুঁজে বের করেছি শুধু সে যখন তার মৃত বন্ধুকে দেখার জন্য এসেছিল। আমরা তাকেও খুন করতে

চলেছি। এ আমারই দোষ, আমিই ওকে বিশ্বাসভঙ্গ করে ধরিয়ে দিলাম।

জুমা এরপর পদচিহ্নটা দেখার পরেই ওরা আবার চলতে শুরু করে দিল।

ডেভিড ভাবল হাতিদের হত্যা করে আমার বাবাকে বেঁচে থাকতে হবে না। জুমার ক্ষমতাই ছিল না আমি খুঁজে না পেলে ও হাতিটার খোঁজ পায়। জুমা ওকে খুঁজে বের করার পর তাকে আহত করে ওর বন্ধুকে হত্যা করেছে। কিবো আর আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি, আমার উচিত হয়নি কথাটা ওদের জানানো। যেটা উচিত ছিল আমার তা হল, হাতিটাকে ওর বিবিদের কাছে ফিরে গিয়ে আনন্দ করার সুযোগ দেওয়া। এবার থেকে সব কিছু গোপন রেখে চলব। জুমা যদি ওকে মারতে পারে তাহলে হাতিটার দাঁতের ভাগ ওরও জুটবে আর তাই দিয়ে আরও একটা বউ কিনে ফেলবে হতভাগা মানুষটা। কেন হাতিটাকে যখন সুযোগ ছিল তখনই পালিয়ে যেতে দিলাম না? আর মাত্র একটা দিন হাতে আছে। জুমা এরপর নিজেই খুঁজে বের করবে হাতিটাকে। না: কখনই এই ভাবে ব্যাপারিকে ধরিয়ে দেয়া উচিত হয়নি। জীবনে কাউকে কিছু বলা উচিত নয় কখনও না।

চড়াইয়ের উপর ওর বাবা ওর উপরে আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন। ডেভিড উপরে পৌঁছতেই তিনি শান্ত স্বরে বললেন 'হাতিটা এখানেই একটু থেমেছিল। যেভাবে ও চলেছে বেশিদূর যেতে পারবে না, যেকোন মূহূর্তেই ওর দেখা পাব।'

'চুলোয় যাক হাতি শিকার,' ডেভিড বলে উঠল শান্ত স্বরেই।

'কি ব্যাপার?' ওর বাবা প্রশ্ন করলেন।

'হাতি শিকার চুলোয় যাক,' ডেভিড নিচু গলায় বলল।

'ব্যাপারটা গোলমাল করে দিও না, সাবধান,' ওর বাবা ভাষাহীন দৃষ্টি মেলে বললেন।

ডেভিড ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। বাবা ওকে এই কাজে আর বিশ্বাস করবেন না।

এক হিসেবে ভালই হল ভাবল ডেভিড। ভবিষ্যতে তো আর আমি কোনদিন আর বিশ্বাসঘাতকের কাজ করছি না। কখনও না।

সেদিন সকালে ওরা যেখানে পৌছল সেখানেই শিকারের সমাপ্তি ঘটল। ডেভিডের মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল হাতিটার বিশাল সেই রৌদ্র দগ্ধ শুভ্রতার চমক লাগানো করোটির ছবি। চারদিকের দৃশ্য চোখে পড়ল ডেভিডের। বিশাল এই অরণ্যের সবই ওর না দেখা আর অপরিচিত। হাতিটা বনের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে কখন এসে পৌঁছেছিল, আর তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে ওরাও তার

কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে।

নানা কথাই খেলে যেতে শুরু করেছিল ডেভিডের মনে। ও এর আগে কোনদিন হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। এ অভিজ্ঞতা আজ ওর কাছে নতুন আর হাতিটার প্রতি ওর অনুভূতি সম্ভবতঃ ওর ক্লান্তির জন্যই কি রকম জটিল হয়ে উঠতে চাইছিল। এই ক্লান্তিই ওর মনে সহমর্মিতার জন্ম দিল।

এই সহমর্মিতাই এই মুহূর্তে ওকে লিখে যেতে সাহায্য করল। কিন্তু না, প্রকৃত বোঝাপড়ার ব্যাপারটা বড় ভয়ানক, কোন আচমকা শব্দ চয়ন করে সে এই লেখার প্রাণ বিনষ্ট করতে পারবে না, বরং ওকে প্রকৃত ঘটনার বহু প্রতিচ্ছবিই ফুটিয়ে তুলতে হবে। আগামীকালই সঠিক পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করবে ও।

পাণ্ডুলিপি আর লেখার বাকি সরঞ্জাম সরিয়ে রাখল ডেভিড স্যুটকেশের মধ্যে। পায়ে পায়ে এরপর ঘর ছেড়ে ও বেরিয়ে এল বারান্দায় যেখানে মারিটা পড়তে ব্যস্ত।

'প্রাতরাশ চাই নাকি?' মারিটা জানতে চাইল।

'আমি একটু পানীয় নেব,' ডেভিড বলল।

'তাহলে বার-এ চল। ওখানে বেশ ঠাণ্ডা হবে।'

বার-এ পৌঁছে ওরা টুলের উপর বসে পড়তে ডেভিড দু গ্লাস সুরা ঢালল।

'ক্যাথরিনের কি খবর?'

'ও বেশ সুখী আর আনন্দিত হয়েই গেছে।'

'তোমার খবর কি রকম?'

'তোমাকে চুমু খেতে দেবার ব্যাপারেও কি লজ্জা পাচ্ছ?'

দুজনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে ডেভিড আবার যেন নিজের পুরনো সত্তা ফিরে পেল। ও জানত না ওর এই সত্তা কি আশ্চর্য রকম বিভাজিত হয়ে গেছিল। নিজের অন্তর থেকে লেখার তাগিদই বোধ হয় ওকে আবার নিজেকে নিজের মধ্যে এনে দিতে চাইল। আবার নিজেকে ফিরে পাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। ও নিজে এটা উপলব্ধি করল আর এটাই ওর বাকি সবকিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আবার নিজেকে ফিরে পাওয়ার পথ।

ওরা বার-এ বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। একটা শীতল পরশ টের পাচ্ছিল দুজনে। ওখানে পাইন গাছের ছায়াতেই খাওয়া শেষ করল দুজনে।

'এই ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আসে জানো? কুর্দিস্তান অঞ্চল থেকে। খুব শিগ্‌গিরই ঝড়ের সৃষ্টি হবে এটা তারই পূর্বপাঠ,' ডেভিড বলল।

'আজ ঝড় আসবে না,' মারিটা উত্তর দিল। 'আজ তাই মাথা না ঘামালেই হবে।'

'যেদিন আমাদের প্রথম ক্যানেতে দেখা হ'ল তার পর থেকে কোথাও কোন রকম বাধা আসেনি।'

'সেদিনের সব কথা তোমার মনে আছে?'

'দিনগুলো যেন যুদ্ধেরও আগেকার বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার যুদ্ধ চলছিল গত তিনদিন ধরে', মারিটা বলল। 'সে যুদ্ধ থেমেছে মাত্র আজই সকালে।'

'আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না', ডেভিড উত্তর দিল।

'তোমার লেখা পড়ছি', মারিটা বলল। 'কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না তুমি কি রকম। তোমার বিশ্বাস কি রকম সে কথা তুমি পরিষ্কার করতে চাওনি।'

ডেভিড দুজনের গ্লাস আবার সুরায় পূর্ণ করে দিল।

'অনেক পরেই সেটা আমি নিজে জানতে পেরেছি', ডেভিড উত্তর দিল। 'তাই আমি জানি সেটা প্রকাশ করতে চাইনি। আমি শুধু অনুভব করেছি যা দেখেছি তাই কেবল লেখায় বলতে চেয়েছি। বোধ হয় সেই জন্যই বইটা ভাল হয়নি। বোধ হয় তেমন বুদ্ধিমান ছিলাম না।'

'বইটা কিন্তু ভারি চমৎকার। আকাশে ওড়ার ব্যাপারটার তুলনা হয় না, তাছাড়া মানুষের জন্য যে দরদ আর ভাবনা তাও অপূর্ব হয়ে ধরা পড়েছে তোমার বর্ণনাতে।'

'হ্যাঁ মানুষকে আমি ভালবাসি', ডেভিড বলল। 'তাছাড়াও যে বিষয়ের কোন কৌশলগত দিক থাকে তাও আমার ভাল লাগে। কিন্তু নিজের হয়ে আমি ওকালতি করিনি। মারিটা, কোন মানুষ কিছুতে নিমগ্ন হয়ে পড়লে নিজেকে জানতে পারে না। নিজের বিষয় নিয়ে তুমি যদি বাড়াবাড়ি করতে চাও সেটা খারাপই হবে তাছাড়া ব্যাপারটা খুবই লজ্জাজনক।'

'কিন্তু পরে তো জানতে পারো?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পারা যায় বৈকি।'

'বর্ণনাগুলো আমি পড়তে পারি?'

'ক্যাথরিন তোমায় কতটা বলেছে?'

'ও বলেছে সবই আমায় ও জানিয়েছে। ও বেশ গুছিয়ে বলতে পারে।'

'আমার মনে হয় তোমার না পড়াই ভাল। 'আমি অবশ্য তোমায় হুকুম

করতে পারি না।'

'তাহলে আমার পড়ায় আপত্তি নেই?

'অতএব আসল কথা তোমাকে পড়তে দিতে হবে'

'হ্যা। ও বলেছে আমি যেন পড়ি।'

'ও চুলোয় যাক।'

'ও কোন মন্দ ভেবে করেনি, ডেভিড। ও যখন বলেছিল তখন ওর মন মেজাজ ভাল ছিল না।'

অতএব তোমার সবটা আগেই পড়া হয়ে গেছে?'

'হ্যা। খুব সুন্দর। তোমার আগের বইটার চেয়ে অনেক ভাল। এই বইটার গল্পগুলোও ভারি সুন্দর, আগের গুলোর চেয়ে অনেক ভাল।'

'মাদ্রিদের ব্যাপারটা কি রকম লাগল?' ডেভিড প্রশ্নটা করে সরাসরি মারিটার চোখের দিকে তাকালো। মারিটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে বলল,' ও ব্যাপারটা আমি জানি, কারণ তুমি যেরকম আমিও ঠিক তাই।'

ওরা দুজন যখন শুয়েছিল মারিটা বলল, 'আমাকে যখন ভালবাসো তখন ওর কথা ভাবো না?'

'না, তুমি একটা গণ্ড মূর্খ।'

'ও যেমন করে আমি সেই রকম করি চাও না? আমিও ওরকম জানি আর করেও দেখাতে পারি।'

'বকবক না করে একটু অনুভব করো।'

'সত্যিই ওর চেয়ে ভাল পারি।'

'থামো।'

'এটা মনে কোরো না যে —।'

'আঃ, চুপ করো —।'

'কিন্তু তোমাকে —।'

'আমাদের কিছুই করতে হবে না শুধু —।'

দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরে যেন অনন্তকাল শুয়ে থাকার ফাঁকেই মারিটা বলে উঠল, 'এবার আমায় যেতে হবে, আবার ফিরে আসবো। আমার জন্য অপেক্ষায় থেকো।'

মারিটা ডেভিডকে চুমু খেয়ে বিদায় নিল। পরে ও যখন ফিরল ডেভিড

তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেভিড অপেক্ষা করতেই চেয়েছিল তা সত্ত্বেও কখন ও ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ে। মারিটা ওর পাশে শুয়ে পড়ে চুমু খেল। ডেভিডের ঘুম ভাঙল না দেখে মারিটাও পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে বলল। কিন্তু ঘুম আসছিল না। আস্তে আস্তে ও আবার চুমু খেল ডেভিডকে তারপর ওর শরীর নিয়ে খেলা করতে আরম্ভ করে দিল। নিজের স্তন দুটো ও ডেভিডের শরীরে চেপে ধরল। ঘুমের মাঝখানে একটু নড়ে উঠতে মারিটার হাত ওর শরীরের নানা জায়গায় আলতো ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে সুখের অভিব্যক্তি জাগতে চাইল মারিটার কণ্ঠ নিঃসৃত অস্ফুট শব্দের মধ্যে।

বেশ শান্ত শীতল বিকেল। ডেভিড অনেকক্ষণ ঘুমোনোর পর উঠে দেখতে পেল মারিটা নেই. সে কখন যেন উঠে গেছিল। বাইরে বারান্দা থেকে দুজন মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

পোশাক পরে দরজা খুলে ও লেখার ঘরে ঢুকল তারপর আবার বেরিয়ে এল। বারান্দায় কেউই ছিলনা শুধু ছোকরা পরিচারক চায়ের টেবিল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। ডেভিড একটু এগিয়ে যেতে দুজনকেই দেখতে পেল। ওরা দুজন বার-এ বসেছিল।

॥ ২৩ ॥

দুজন বার-এ পানীয় সামনে রেখে বসেছিল। টেবিলে রাখা ছিল বরফের টুকরো আর বোতল। দুজনকেই তাজা আর সুন্দর দেখাচ্ছিল।

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে মনে হচ্ছে যেন প্রাক্তন স্বামীর দেখা পেলাম.' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'তাই আমি বেশ সপ্রতিভ হয়ে থাকব।' ক্যাথরিনকে এমন সজীব আর সুন্দরী আগে যেন দেখা যায়নি। ও আবার বলল, 'তোমার সে রকম লাগছে না?' ডেভিডের দিকে তামাশা ভরা দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাথরিন।

'ওকে নিয়ে চলবে মনে হয়, ক্যাথরিন?' মারিটা ডেভিডের দিকেই তাকিয়ে কথাটা বলেই লাল হয়ে গেল।

'হুঁ, লাজে রাঙা বউ হয়ে উঠেছ। ডেভিড ওকে একটু দেখ', ক্যাথরিন বলে উঠল।

'ও তো ভালই আছে। তুমিও তো চমৎকার।'

'ওকে একেবারে ষোড়শী বলে মনে হচ্ছে,' ক্যাথরিন বলল। 'মারিটা বল-

ছিল লেখাটা ও পড়ে ফেলেছে।'

'আমাকে তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, জানি সত্যিই উচিত ছিল,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি পড়তে শুরু করতে এত ভাল লাগল যে ভাবলাম লেখাটা রাজকুমারীরও পড়া উচিত।'

'আমি হলে 'না' বলতাম।'

'তবে কথাটা হল', ক্যাথরিন বলল, 'মারিটা, ডেভিড কখনও না বললে সেকাজ করে যেও কারণ ওর একথার দাম নেই।'

'আমি বিশ্বাস করিনা', মারিটা বলে হেসে ডেভিডের দিকে তাকালো।

তার কারণ ও এখনও গল্পটা ইদানীংকাল পর্যন্ত লেখেনি লিখলে জানতে পারবে।'

'আমার এই সব কথাবার্তায় রুচি নেই', ডেভিড বলে উঠল।

'এটা নোংরা ব্যাপার,' ক্যাথরিন বলল। 'এ হল আমার কথা আর আমাদের পরিকল্পনা, তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন?'

'তোমার লেখাটা শেষ করা উচিত ডেভিড', মারিটা বলল। 'শেষ করবে তো?'

'মারিটা কাহিনীর মধ্যে আসতে চাইছে, ডেভিড', ক্যাথরিন বলল। 'তোমার কাহিনীর মধ্যে একজন গাঢ় রঙ মেয়ে থাকলে ভাল হয়।'

ডেভিড এক গ্লাস শ্যাম্পেন ঢালল। ও মারিটার দিকে তাকাতেই তার দুচোখে একটা সতর্ক করার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে ক্যাথরিনকে বলল, 'গল্পগুলো শেষ হয়ে গেলে এই বিষয়টা নিয়ে লিখব। যাক, এবার শোনা যাক আজ সারাদিন কি করলে?'

'চমৎকার কাটালাম। নানা রকম পরিকল্পনা করে ফেললাম।'

'হে ভগবান', ডেভিড বলে উঠল।

'খুব সোজা পরিকল্পনা", ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করতে হবেনা তোমাকে। তোমার যেরকম ইচ্ছে সেইভাবেই দিনটা যখন কাটিয়েছ আমি তাতেই খুশি। তবে আমার নতুন পরিকল্পনা করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।'

'কি ধরণের পরিকল্পনা?' ডেভিডের গলা নিরাসক্ত মনে হল।

'প্রথম হল, আমাদের দেখতে হবে বইটা কিভাবে প্রকাশ করা যায়। আমার কাজ এবার পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করে ফেলা, তার সঙ্গে যে সব ছবি থাকবে সেগুলো আঁকিয়ে নেয়া। শিল্পীর সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

'তোমার তো তাহলে আজকের দিনটা বেশ ব্যস্ততায় কেটেছে' ডেভিড বলল। 'তুমি বোধ হয় জানো যে বইটা লিখেছে সে পাণ্ডুলিপিটা দেখে দেবার পরেই টাইপ করার কথা আসে।'

তার দরকার হবেনা যেহেতু শিল্পীকে আমি শুধু মুসাবিদাই দেখাবো।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি যদি টাইপ করাতে না চাই?'

'বইটা ছাপা হয়ে বেরোক চাওনা? কাউকে না কাউকে তো বাস্তব ব্যাপারটা মানতেই হবে।'

'যাদের কথা ভাবছ সেই শিল্পীরা কারা?'

'এক এক অংশের জন্য এক একজন। মেরী লরেনসিন, প্যাসেন, ডিরেন, ডুফি আর পিকাসো।

'ঈশ্বরের দোহাই, ডিরেন।'

'গাড়িতে প্রথম যখন নিসে যাই তখন মারিটা আর আমার লরেনসিনের ছবি দেখনি?'

'কে লিখেছে ব্যাপারটা?'

'তাহলে আমরাই লিখব। এটা খুবই আগ্রহের হবে, অন্ততঃ এই সব আদিম মানুষের নোংরা চালাঘর থেকে। ওগুলোর চারপাশে কদর্য সব মাছির ভনভনানি। মধ্য আফ্রিকায় ওই সব নোংরা পরিবেশ থেকে ভাল হবে এটা।'

'থাক, ঘণ্টা পড়েছে, এবার থামো' ডেভিড বলে উঠল।

'কি বললে, ডেভিড?' মারিটা প্রশ্ন করল।

'আমি বলছি আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারার জন্য ধন্যবাদ,' ডেভিড উত্তর দিল।

'বাকিটার জন্য ওকে ধন্যবাদ জানাতে চাইছ না কেন, ডেভিড?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল। 'তোমাকে নিশ্চয়ই এত আনন্দ দিয়েছে যে বিকেল শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত তোমার ঘুম ভাঙেনি। অন্ততঃ এটুকুর জন্যেও ওকে ধন্যবাদ দাও।'

'আমায় সঙ্গে সাঁতার দিতে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ', ডেভিড মারিটর দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওহ্, তোমরা সাঁতার কেটেছিলে?', ক্যাথারিন্ বলল। 'খুব খুশি হলাম শুনে।'

'অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম', মারিটা বলল। 'আর চমৎকার মধ্যাহ্ন-ভোজও খেলাম। তুমি কেমন খেলে, ক্যাথারিন? ভালো?'

'মনে হচ্ছে ভালোই', ক্যাথরিন উত্তরে বলল। 'মনে পড়ছে না।'

'কোথায় ছিলে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল মারিটা।

'সেই রাফায়েলে,' ক্যাথারিন উত্তর দিল। 'ওখানে একটু থেমেছিলাম মনে হচ্ছে তবে মধ্যাহ্নভোজের কথা মনে নেই। তবে খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল সেটা মনে পড়ছে।'

'ফিরে আসার সময় ভাল লেগেছে?' মারিটা জানতে চাইল। 'বিকেলটা কি শান্ত সুন্দর ছিল।'

'জানিনা, ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'খেয়াল করিনি। আমি শুধু বইটা ছেপে প্রকাশ করার কথাই ভাবছিলাম। যে করেই হোক এটা করতেই হবে। জানিনা ডেভিড কেন যে সব কিছুতে এভাবে অসহযোগিতা করছে। ঠিক যখন শুরু করব তখনই। সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে টেনে নেয়া হচ্ছে যে আমার হঠাৎ কেমন যেন সকলের উপর লজ্জা হচ্ছে।'

'বেচারি ক্যাথরিন' মারিটা বলে উঠল। 'এখন তো তোমার পরিকল্পনা বেশ তৈরি হয়ে গেছে তাই নিশ্চয়ই ভাল লাগা উচিত।'

হ্যাঁ সেটাই লাগছে', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'যখন এসেছিলাম বেশ ভালই লাগছিল বাস্তবে যেটা চাই ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিলাম, তারপর ডেভিড এমন করল যে নিজেকে দারুণ একজন মূর্খ বলেই মনে হতে চাইছিল কি করব নিজেকে আমি দারুণ বাস্তবমুখী আর বিবেচক না ভেবে পারিনা।'

'সেটা আমি জানি, দুষ্টু', ডেভিড বলল। আমি শুধু চাইছিলাম সব ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে না যায়।'

'তালগোল কেউ পাকিয়ে থাকলে তুমিই পাকিয়েছ', ক্যাথরিন বলল। 'সেটা বুঝতে পারছ না? শুধু লাফঝাঁপ দিয়ে উল্টোপাল্টা করে শুধু লিখে চলেছ অথচ তোমার উচিত ছিল গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলা। এ কাহিনী আমাদের কাছে কতখানি তোমার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। গল্পটা চমৎকার ভাবে এগোচ্ছিল বেশ একটা উত্তেজনার শিকার হয়ে উঠেছিল সবাই। কারও তোমাকে বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া দরকার এই গল্পের মধ্য দিয়ে তুমি আসলে তোমার কর্তব্য এড়িয়ে যেতেই চাইছ।'

মারিটা আবার ডেভিডের দিকে তাকাতে ও বুঝে নিল ইঙ্গিতের মাধ্যমে ও কি বলতে চায়। ডেভিড তাই বলে উঠল, আমাকে একটু সাফ সুরত হয়ে নিতে হবে। তুমি মারিটাকে বলতে থাকার ফাঁকে আমি কাজ সেরে আসছি।'

'আমাদের অন্য কথা বলার আছে,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি দুঃখিত

তোমার আর মারিটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি বলে। সত্যিই আমি এখন ভারি সুখী।'

যা কিছু ও শুনল সবটাই মনের মধ্যে নিয়ে ডেভিড স্নানঘরে ঢুকল। ঝরণা-কলের তলায় শীতল জলে স্নান করে বেরিয়ে এসে সেই ছেলেদের মত ডোরাকাটা জামা গায়ে চাপিয়ে ও বার-এ এসে ঢুকল। মারিটা একটা টেবিলের সামনে বসে 'ভোগ' পত্রিকা ওল্টাচ্ছিল।

ক্যাথরিন তোমার ঘর দেখতে নিচে গেছে,' মারিটা বলল।

ও কেমন আছে?'

'আমি কি করে জানব, ডেভিড? ও এখন একজন বিরাট প্রকাশিকা। ও যৌন ব্যাপারটা একদম ত্যাগ করেছে। এতে ওর আর কোন রকম আগ্রহ নেই। ওর মতে এ হল ছেলেমানুষী। ও বুঝতে পারছে না এতদিন কি করে এসব নিয়ে মাতামাতি করল। তবে ও বলেছে কোনদিন মত পাল্টালে ও কোন মেয়ের সঙ্গেই করবে। এই মেয়ের ব্যাপারটা ওর মাথায় এঁটে গেছে।'

'হা ভগবান ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে ভাবতেই পারিনি।'

'এ নিয়ে উতলা হয়োনা,' মারিটা বলে উঠল। 'আজ থেকে আমি তোমাকে ভালবাসবো আর কাল থেকে তুমি আবার লেখা শুরু করবে।'

একটু পরেই ঘরে এসে দাঁড়াল ক্যাথরিন। ও বলল, 'তোমাদের দুজনকে চমৎকার দেখাচ্ছে, আমার দারুণ গর্ব হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমরা আমারই আবিষ্কার। ও আজ ভাল ছিল, মারিটা?'

আমরা চমৎকার মধ্যাহ্নভোজ খেলাম,' মারিটা উত্তরে বলল। 'একটু ভদ্র হও ক্যাথরিন।'

'ওহ, আমি জানি ও একজন চমৎকার প্রেমিক,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'ও অবশ্য সব সময়েই তাই। এটা ওর সেই মার্টিনির মত, বা ওর সুন্দর সাঁতারের দক্ষতার মত। ওকে সাধারণ অবস্থায় দেখিনি। সকলেই বলে ও নাকি দারুণ, ব্যাপারটা অনেকটা সেই শারীরিক কসরত দেখানোর মত। আমি এটা জানতে চাইনি।'

'তুমি আমাদের আজকের দিনটা একসঙ্গে কাটাতে দিয়েছ বলে, ধন্যবাদ, ক্যাথরিন,' মারিটা বলল।

'তোমরা বাকি জীবনটাও একসঙ্গে কাটাতে পারো,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'অবশ্য দুজনে দুজনের জীবনকে একঘেয়ে করে না তুললে। তোমাদের দুজনকে আমার আর প্রয়োজন নেই।'

ডেভিড ওকে আয়নার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করে চলেছিল। ক্যাথরিনকে আজ শান্ত নির্লিপ্ত আর স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। ও দেখল মারিটা ওকে দুঃখের দৃষ্টিতে দেখে চলেছে।

'আমারও তোমাকে দেখতে ভাল লাগে, তুমি যদি কখনও কথা বলার জন্য মুখ খোল সেটাও ভাল লাগে।'

'কেমন আছ?' ডেভিড বলল।

'হুঁ, চেষ্টাটা ভালই হয়েছে,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি ভালই আছি।'

'তোমার নতুন কোন পরিকল্পনা আছে?' ডেভিড একটা জাহাজকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে এমন ভাবেই বলল।

'শুধু তোমাদের যেমন বললাম,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'মনে হয় তাতেই বেশ ব্যস্ত থাকতে পারব।'

'মেয়েমানুষের ব্যাপারে কি সব ধাষ্টামোর ব্যাপার শুনলাম?' ডেভিড টের পেল মারিটা ওর পায়ে লাথি মারছে। ডেভিডও পায়ে চাপ দিয়ে সেটা বুঝেছে ইঙ্গিত করল।

'এটা ধাষ্টামো নয়,' ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'আর একজনকে নিয়ে দেখতে চাই কোন কিছু বাদ গেছে কি না। যেতেও পারে।'

'প্রত্যেকেরই ভুল হয়,' ডেভিড বলতেই মারিটা ওকে লাথি মারছে টের পেল।

'আমি দেখতে চাই,' ক্যাথরিন বলল। 'আমি এ ব্যাপারে ঢের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাই বলতে পারি। তোমার গাঢ় প্রেমিকাকে নিয়ে ভেবোনো। ও আমার ধরনের মেয়ে নয়। ও তোমার। তুমি যেরকম চাও ও হল ঠিক সেই রকম। আমি রাস্তার মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়া নই।'

'আমিও হয়তো রাস্তার মত,' মারিটা বলল।

'কথাটা অনেক মোলায়েম করেই বললে।'

'তবু বলছি আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে, ক্যাথরিন।'

'তাহলে ডেভিডকেই দেখিয়ে দাও গিয়ে কি রকম রাস্তার তুমি। ওর হয়তো ভাল লাগবে।'

'আমি কি ধরনের মেয়ে ও জানে।'

'তবে তো দারুণ,' ক্যাথরিন বলল। 'তোমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত কথা বলার শক্তি খুঁজে পেয়েছ বলে খুব খুশি হলাম। এই রকম কথা বলাই আমার ভাল লাগে।'

'তুমি আসলে কোন মেয়েমানুষই নও', মারিটা বলল।

'তা আমি জানি,' ক্যাথরিন জবাব দিল। 'ডেভিডকে কথাটা বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি। তাই না, ডেভিড ?'

ডেভিড ওর দিকে তাকালেও কোন কথা বলল না।

'কি হল, বলিনি ?'

'হ্যাঁ', ডেভিড উত্তর দিল।

'মাদ্রিদে আমি মেয়ে হতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তাতে আমি প্রায় গুঁড়িয়ে গেছি, আমি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম,' ক্যাথরিন বলে চলল। 'এখন সব কিছুই আমি কাটিয়ে উঠেছি। তোমরাই সত্যিকার এক একজন ছেলে আর মেয়ে। তোমাদের বদলে যাওয়ার দরকার নেই, আমিও তোমাদের বাধা হব না। এখন আমি কিছুই না। আমি যা চেয়েছি তা হল শুধু ডেভিডকে সুখী করতে, আর তার সঙ্গে তোমাকেও। বাকি সবটাই আমার আবিষ্কার।'

মারিটা বলল, 'আমি সেটা জানি, আর ডেভিডকেও বোঝাতে চেয়েছি।'

'সেটা যে তুমি করো তা জানি', তবে এজন্য আমার প্রতি তোমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে না কিছু করতেও হবে না। এটা করবে না। এমন কেউ করেনা আর তোমাদেরও জবাব দরকার হবে না। আমি চাই তোমরা সুখী হও আর ওকেও সুখী কর। আমি জানি তুমি তা পারবে।'

'তুমি একজন সবসেরা মেয়ে, ক্যাথরিন', মারিটা বলল।

'না, তা আমি নই। শুরু করার আগেই আমি শেষ হয়ে গেছি', ক্যাথরিন উত্তর দিল।

'না, এটা হলাম আমি,' মারিটা বলল। 'আমি সত্যিই মূর্খ আর খারাপ।'

'না, তুমি মূর্খ নও। তুমি যা যা বলেছ সবই ঠিক। নাও, এবার কথা বন্ধ করে এস বন্ধুর মতই ব্যবহার করি আমরা। পারব না আমরা ?'

'সত্যি পারব ?' মারিটা ওকেই প্রশ্নটা করল।

'আমি চাই'' ক্যাথরিন জবাব দিল। 'এমন বিষাদ প্রতিমা হয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বইটার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করার চেষ্টা কোরো, ডেভিড, এজন্য সময় নাও। আমি চাই চেষ্টা করে তোমার সেরা লেখাই তুমি বের করে আনো, গোড়ায় এই ভাবেই তো আমরা শুরু করেছিলাম। আমি আর অবশ্য তার মধ্যে নেই, এখন সবই তোমার।'

'তুমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলে,' ডেভিড বলল। 'মধ্যাহ্ন ভোজ হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না।'

'খুব সম্ভব না,' ক্যাথরিন উত্তরে বলল। 'মনে পড়ছে না। কিন্তু সেকথা থাক। আমরা বন্ধুর মত ব্যবহার করতে পারব না? শুধু বন্ধু?'

অতএব ওরা বন্ধুই হয়ে গেল। যেমন বন্ধুই হোক অন্ততঃ ডেভিডের তাই মনে হলো। ও যেন অবাস্তব ব্যাপারটা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাস্তবে শুধু শুনে যেতে চাইছিল। বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে বলেই ডেভিড ভাবল। প্রত্যেকের কথাই ও শুনেছে, কে কার বিষয়ে কি বলেছে, কিই বা ভেবেছে আর প্রত্যেকে তার সম্পর্কে ওর কাছেই বা কি বলতে চেয়েছে। এটাই যদি সেই পারস্পরিক বন্ধুত্বের মাপকাঠি হয়ে থাকে তবে ওরা বন্ধু। এর মধ্যে, এই বন্ধুত্বের মধ্যে পরস্পরের বৈষম্যকেও তো তবে মেনে নিতে হয়। আশ্চর্য হল পরস্পরকে অবিশ্বাস করে বিশ্বাসের একটা বাতাবরণ তৈরী করে নিতে চাইছে ওরা। ওদের সান্নিধ্য ওর ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই তবু আজ রাতে ও তা যথেষ্টই পেয়েছে, আর তা ওর প্রয়োজন নেই।

আগামীকাল ওকে নিজের সেই দেশটাতে যেতেই হবে, যে দেশকে ঈর্ষা করে ক্যাথরিন অথচ ভালবাসে মারিটা, শ্রদ্ধাও পোষণ করে। ওই দেশের কাহিনী ও ভালবাসে। এখানেই ওর সুখ। অথচ ডেভিড জানে এটা এতই ভাল যে দীর্ঘস্থায়ী নয়। ডেভিড এখন কিন্তু উপলব্ধি করছে সেই সুখের এলাকা ছেড়ে ও পৌঁচেছে অপ্রতিরোধ্য একটা উন্মত্ততার মাঝখানে। এই উন্মত্ততা ওকে হাজির করেছে মুখব্যাদান করা নির্মম বাস্তবের সামনে। এতে ক্লান্ত, অবসন্ন ডেভিড আর নিজের শত্রুর সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলায় ও মারিটার কাজ নিয়ে ক্লান্ত। ক্যাথরিন ওর নিজের শত্রু নয় ও শুধু নিজেই নিজের শত্রু হয়ে উঠেছে। আর এই চরম অবস্থানটা গড়ে উঠেছে ওর অলভ্য প্রেমের তৃষ্ণার ফলে আর ওর শত্রুর জন্য। ওর একজন শত্রু স্বভাবতই কাছাকাছি থাকা দরকার। আর ও হল সবচেয়ে চেনা, সবচেয়ে কাছের সেই শত্রু যাকে সহজেই আক্রমণ করা যায়। কারণ সেই শত্রুর সমস্ত রকম দুর্বলতার সঙ্গে ওর নিবিড় পরিচয় আছে। সে এমন চতুরতায় ওর আক্রমণ গড়ে তোলায় দক্ষ যে সেটাই হয়ে পড়ে ওর নিজেরই, তাই শুরু হয় একটা ঘূর্ণি, যে ঘূর্ণিতে যে ধুলোর ঝড় ওঠে তাতে ওরা ঢাকা পড়ে যায়। এ ধুলো নিজেদেরই ধুলো।

ক্যাথরিন ডিনারের পর মারিটার সঙ্গে ব্যাকগামন খেলতে চাইছিল। ওরা বেশ গুরুত্ব দিয়েই খেলাটিতে অংশ নিল টাকা রোজগার করাও অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল দুজনের। ক্যাথরিন বোর্ড আনতে গেলে মারিটা বলল,' আজ রাত্তিরে কিন্তু কখনই আমার ঘরে এসোনা, কেমন?'

ভাল কথা।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?'

'কথাটা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল,' ডেভিড বলল। কাজ করার সময় এসে যাওয়ায় ওর শান্তভাবটা যেন ফিরে এসেছিল।

'রাগ করলে?'

'হ্যাঁ,' ডেভিড উত্তর দিল।

'আমার উপর?'

'না।'

'কোন অসুস্থ মানুষের উপর নিশ্চয়ই রাগ করতে পারো না।'

'তোমার বয়সটা তেমন বেশি হয়নি,' ডেভিড বলল। 'মনে রেখ লোকে এই মানুষদের উপরেই সবসময় রাগ করে যারা অসুস্থ। কোন সময় অসুখ করলে অনুভব করতে পারবে।'

'অন্তত: আমি চাই তুমি রাগ করবে না।'

'মনে হচ্ছে তোমাদের কারো সঙ্গেই দেখা না হলে ভাল হত।'

'এমন কথা দয়া করে বোলোনা, ডেভিড।'

'তুমি জানো কথাটা সত্যি নয়। আমি এখন শুধু কাজের জন্য তৈরি হচ্ছি।'

ডেভিড শোবার ঘরে গিয়ে পড়বার আলোটা জ্বেলে নিল। সেটা বিছানার একপাশেই ছিল। তারপর আরাম করে আধশোয়া অবস্থায় ও ডব্লিউ. এইচ. হাডসনের একখানা বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। বইটার নাম 'নেচার ইন ডাউনল্যাণ্ড'। এ বইখানা নেবার কারণ বইটার নাম একেবারে যাকে বলা চলে অপ্রচলিত। ও জানে এমন একটা সময় আসছে যখন ওর অনেক বই দরকার হবে, আর এই জন্যই ও সেরা বইগুলো সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করছে। অতীতে বইখানায় সে রকম মশগুল হতে পারেনি ডেভিড অথচ আজ যেন নতুন লাগছে ওর হাডসনকে। হাডসন আর ওর ভাইয়ের সঙ্গে যেন ঘোড়ায় চড়ে প্রকৃতির মধ্য দিয়ে চন্দ্রালোকিত পাহাড়ি এলাকায় চলেছিল ডেভিড।

একসময় এরপর বই রেখে উঠে পড়ল ডেভিড এক গ্লাস হুইস্কি আর পেরিয়ার পান করার জন্য। ওর চোখে পড়ল মারিটা আর ক্যাথরিন স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যাকগামন খেলায় মত্ত।

আবার বিছানায় এসে আধশোয়া হয়ে পড়ায় মন দিল ডেভিড। বেশ কিছুক্ষণ পর আলো নিভিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করল ও। প্রায় ঘুম জড়ানো চোখে ও

দেখতে পেল ক্যাথরিন শোবার ঘরে ঢুকল। ও শব্দ শুনে বুঝল ক্যাথরিন বাথরুমে অনেকক্ষণ ঢুকেছে। বেশ কিছু সময় পরেই ঘরে এল ক্যাথরিন। সে শয্যারও আশ্রয় নিয়েছে টের পেলেও চোখ খুলল না ডেভিড। ও সত্যিই চাইছিল ঘুমিয়ে পড়তে।

'তুমি জেগে আছো, ডেভিড?' ক্যাথরিন বলল।

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'জাগার দরকার নেই,' কাথরিন উত্তর দিল। 'এ ঘরে ঘুমোতে এসেছ দেখে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'সাধারণতঃ তাই করি।'

'করার প্রয়োজন অবশ্য নেই।'

'হ্যাঁ প্রয়োজন আছে।'

'তুমি এসেছ বলে সুখী হয়েছি। ধন্যবাদ ও শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি জানিয়ে আমায় চুমু দেবে?'

'নিশ্চয়ই', ডেভিড জবাব দিল।

ডেভিড দুহাতে ক্যাথরিনের মুখখানা তুলে চুম্বন করতে ওর মনে হল আবার সেই আগের ক্যাথরিনই ওর কাছে ফিরে এসেছে।

'আমি যে আবার ব্যর্থ তার জন্য দুঃখ পাচ্ছি।'

'এসব কথা বোলোনা এখন।'

'তুমি আমাকে কি ঘেন্না করো?'

'না।'

'যে সব মতলব করেছিলাম সেভাবে আমরা আবার জীবন কাটাতে পারি?'

'তা মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে এ ঘরে আবার এলে কেন?'

'এ তো আমারই জায়গা।'

'আর কোন কারণ নেই?'

'ভেবেছিলাম তুমি একা একা বোধ করবে তাই।'

'একাকী লাগছিল।

'প্রত্যেকেই একাকী,' ডেভিড বলল।

'বিছানায় একসঙ্গে শুয়ে একাকী বোধ করা ভয়ানক।'

'এর কোন সমাধান নেই,' ডেভিড উত্তর দিল। 'তোমার সমস্ত পরিকল্পনা

আর মতলবই যাচ্ছেতাই রকম।'

'আমি কোন সুযোগই দিইনি।'

'সবটাই পাগলামি। এই পাগলামি আমার ভাল লাগেনা। তুমিই একমাত্র কেউ নও যে এসব করতে গিয়ে ভেঙে পড়েছে।'

'আমি জানি। তবুও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি কতটা ভাল আমি। সত্যিই আমি পারি। আমি বরাবরই তাই।'

'আমি এ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, দুষ্টু। আমার আর ভাল লাগে না।'

'শুধু আর একবার ওর আর আমার জন্যও করতে দেবেনা?'

'এতে কোন কাজ হবে না' আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'ও বলল তুমি সারাটা দিন দারুণ হাসিখুশি থেকে চমৎকার ভাবেই কাটিয়েছ, একেবারেই মন মরা হয়ে থাকোনি। একবারের জন্যও কি আমাদের দুজনের জন্য সুযোগ দেবেনা? বড় ইচ্ছে করছে।'

'তোমার অনেক কিছুই ইচ্ছে করে অথচ সেটা পেয়ে যাওয়ার পর তার কাণা-কড়ি দামও তুমি আর দাও না।'

'এবার আমি দারুণ আত্মবিশ্বাসী তারপর আর যন্ত্রণায় ভুগব না। দাওনা একটা সুযোগ। দেবে?'

'এবার ঘুমোই এসো, দুষ্টু। এ নিয়ে আর কথা বোলোনা।'

'আমাকে আবার চুমু খাও.' ক্যাথরিন বলল। 'আমি ঘুমোব কারণ আমি জানি তুমি আমাকে করতে দেবে। যা চাই সবই যে তুমি করতে দাও আমায়, কারণ তুমি নিজেও যে সেটা চাও।'

'তুমি শুধু তোমার নিজের ইচ্ছেকেই গুরুত্ব দিতে চাও, দুষ্টু।'

'একথা ঠিক নয় ডেভিড। সে যাই হোক আমি, তুমি আর সে। এজন্যই তো করেছি। আমিই সবাই। এটা তো তুমি জানো।'

'ঘুমোও, দুষ্টু।'

'হ্যাঁ ঘুমোব। তার আগে আমাকে আবার চুমু দেবে যাতে একা না হয়ে যাই?'

॥ ২৪ ॥

পরদিন সকালে ডেভিড সেই পাহাড়ি ঢালের কাছে পৌঁছল। হাতিটা এখন আর নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ না করে এলোমেলোভাবেই এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল।

সে মাঝে মাঝেই গাছের পাতা খেয়ে চলেছিল। ওরা বুঝল খুব শিগ্‌গিরই হাতিটার দেখা পাবে ওরা। ঠিক এই মুহূর্তে ডেভিড মনে করার চেষ্টা করছিল সে সময় ওর মনের ভাব কেমন ছিল। হাতিটার প্রতি ওর কোন ভালবাসা জাগেনি তখনও। এ কথাটা মনে রাখতে হবে। ওর মনে শুধু ক্লান্তির জন্যই কিছু দুঃখবোধ জাগ্রত হয়েছিল। ও বয়সে তরুণ হলেও বৃদ্ধত্বের যন্ত্রণা ও যেন ভাল করেই অনুভব করতে পেরেছে। কিবোর জন্য ও একাকীত্ব বোধ করছিল আর জুমা হাতিটার বন্ধুকে মেরে ফেলায় ওর কাছে হাতিটা হয়ে উঠেছিল ভাইয়ের মত। অন্যদিকে এই অপরাধের জন্য জুমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ও। ও জানত ওরা হাতিটাকে মেরে ফেলবে আর একাজে বাধা দেবার ক্ষমতা ওর নেই।

হাতিটার প্রতি ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ও ভাবছিল হাতির দাঁত পেলে ওরা ওকে আর কিবোকেও মেরে ফেলবে অথচ ও জানে একথা কখনও সত্যি নয়। হাতিটা সম্ভবতঃ কোথায় ওর জন্ম সে জায়গাটাই দেখতে চলেছে আর সেখানেই তাকে হত্যা করবে ওরা। ব্যাপারটাকে নিখুঁত করতে চায় ওরা। হাতিটার বন্ধুকে ওরা যেখানে মেরেছে সেখানেই তাকে মারতে চায় ওরা। এ হবে একটা চমৎকার মজার ব্যাপার। এতে দারুণ খুশি হতে পারবে ওরা। একদল নির্লজ্জ বন্ধু হত্যাকারী। একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে পৌঁছে গেছে ওরা। হাতিটা কাছেই ছিল খুব সম্ভব। ডেভিড যেন তার গন্ধ পাচ্ছিল। ও টের পাচ্ছিল সে কাছেই কোথাও গাছের ডালপালা ভেঙে চলেছে। মাটি থেকে এক মুঠো ছাই তুলে আস্তে আস্তে ফেলতে লাগলেন ডেভিডের বাবা। ডেভিডের কাঁধ চেপে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর জুমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন আর ঝোপের মধ্যে নিচু হয়ে ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলেন। ডেভিড তাদের পেছনের দিকটাই কেবল দেখতে পেল। ওদের চলার কোন শব্দ ও শুনতে পেলনা।

ডেভিড চুপ করে হাতিটার গাছপালা ভেঙে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সে রাতে যেমন পেয়েছিল সেই রকমই হাতিটার শরীরের উগ্রগন্ধ ওর নাকে আসছিল। হাতিটার চমৎকার দুটো দাঁতের ছবি ওর মনের পর্দায় জেগে উঠল। আচমকা সব কেমন চুপচাপ হয়ে গেল আর পরক্ষণেই জেগে উঠল '৩০৩ রাইফেলের প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে ওর বাবার ৫০ বোরের বন্দুকের গভীর শব্দ। পরমুহূর্তে শোনা গেল গগনবিদারী এক আর্তনাদ আর গাছপালা ভেঙে কোন ভারি দেহের উন্মত্ত বেগে ছুটে চলার শব্দ। ও তাকাতেই দেখতে পেল কপাল থেকে দরদর

ধারায় রক্ত পড়ছে জুমার আর ওর বাবা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন।

'ও জুমাকে তাড়া করে আক্রমণ করেছিল', ডেভিডের বাবা বলে উঠলেন। 'জুমা ওর মাথায় গুলি করেছে।'

'তুমি কোথায় মেরেছ?'

'যে চুলোয় পেরেছি', ওর বাবা বলে উঠলেন। 'রক্তের ধারা লক্ষ্য করে দেখে নে।'

চারদিকে প্রচুর রক্ত ছিল। আশে পাশের গাছগুলো যেন রক্তস্নান করেছিল।

'ওটার ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে', ওর বাবা বলে উঠলেন। 'কাছাকাছি কোথাও ওকে খুঁজে পাব—নিশ্চয়ই কোথাও থমকে গেছে।'

ওরা সত্যিই তাকে খুঁজে পেল, প্রচণ্ড মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রায় মাটিতে গেঁথে গেছে শরীরটা। ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে বিপুল শরীরটা সে কোন মতে টেনে নিতে চেয়েও মরণযন্ত্রনায় পারেনি। ডেভিড আর ওর বাবা দ্রুত রক্তের নিশানা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছিল। হাতিটা আহত হয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিল। ডেভিড ছায়ার মত একটা বিশাল দেহকে একটা গাছে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল। আরও কিছুটা এগোল ওরা। ডেভিডের বাবা যেন বিরাট কোন জাহাজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডেভিড দেখতে পেল হাতিটার দেহের পাশ থেকে দরদর বেগে নেমে আসছে রক্তের ধারা। শুঁড়টা এলোমেলো ভাবে দুদিকে দুলছে তার। ওর বাবা তৃতীয়বার গুলি করতেই বিরাট দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল ওর আর বিশাল প্রাণীটা শেষবারের মতই উন্মত্তের মত ওদের দিকে তেড়ে এল। তখনও মরেনি সে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল, ডেভিড দেখল তার কাঁধ ভেঙে গেছে। চোখ মেলে সে তাকাল ডেভিডের দিকে। এমন প্রাণবন্ত চোখ ডেভিড আগে দেখেনি।

'ওর কানের নিচে ৩০৩ থেকে গুলি কর', ডেভিডের বাবা চিৎকার করে উঠলেন। 'শিগ্গির।'

'তুমিই গুলি কর', ডেভিড উত্তর দেয়।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে পড়ল জুমা। ওর কপালের রক্তাক্ত চামড়া একপাশে ঝুলছিল। নাকের সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছিল ওর। সে কোন কথা না বলে ডেভিডের হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হাতিটার প্রায় কানে ঠেকিয়ে পরপর দুবার ট্রিগার টানল। হাতিটা প্রথম গুলি খেয়েই যেন অবাক দৃষ্টিতে তাকালো তারপরের মুহূর্তেই ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এল কান থেকে। থরথর করে কেঁপে

উঠল হাতিটা, হয় তো শেষ বারের আক্ষেপের সঙ্গে ওর সমস্ত সৌন্দর্যই এখন লুপ্ত। বিশাল একটা স্তূপ ছাড়া কিছুই ছিলনা সে।

'ওকে তাহলে পেলাম,' ডেভিডের বাবা' বলে উঠলেন। 'এবার একটু আগুন জ্বালানো দরকার। তোকে ধন্যবাদ জানাই, ডেভী। এবার জুমাকে দেখতে হবে, ওকে আবার তাজা করে তোলা চাই। এই ব্যাটা, এদিকে আয়। দাঁতগুলো চুরি যাবেনা, ভয় নেই।'

জুমা একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। হাতির ল্যাজটা কেটে এনেছিল সে। ডেভিডের বাবা এবার জুমার সঙ্গে সোয়াহিলি ভাষায় কথা শুরু করলেন। 'এখান থেকে জল কতদূর' দাঁত কেটে বের করার জন্য গ্রাম থেকে লোক আনতে কতদূর যেতে হবে? দাঁতালটা কি রকম ঘা দিয়েছে? কোথায় হাড় ভেঙেছে, দেখি।'

একথার পর ডেভিডের দিকে তাকালেন ওর বাবা। 'জুমা এখানেই থাকবে তুমি আর আমি মালপত্র যেখানে রেখে এসেছি সেখানে যাব। ওষুধপত্র সেখানেই রয়েছে। ওর ক্ষত বিষিয়ে যাবে না এতো নখের আঁচড়ে হয়নি, চল, যাওয়া যাক।'

ওর বাবা জানতেন ডেভিড এই হাতি শিকার কতটা অপছন্দ করে, তিনি তাই এ নিয়ে কোন কথা বললেন না বা তার ছেলের মনকে বদলাতেও চাইলেন না। ডেভিডও ওর বাবার মন জানার কোন চেষ্টাই চালায় নি। জানতেও চায়নি এই নিষ্ঠুর হত্যার কোন প্রয়োজন একান্তই ছিল কিনা। যেভাবে বিরাট ওই প্রাণীটার দাঁত প্রচণ্ড নির্মমতার মাধ্যমে কেটে নেয়া হয় তারও কি প্রয়োজন ছিল কে জানে? ও চেয়েছিল প্রকৃতির এই বিরাট অরণ্যে চমৎকার ওই প্রাণীটি বেঁচে থাকুক প্রকৃতিরই একজন হয়ে। এটাই একান্ত ইচ্ছে ছিল ডেভিডের মনে। ডেভিডের মনে পড়ল সে রাতের কথা—হাতিটাকে ওরা যখন অনুসরণ করে চলেছিল। বিশাল প্রাণীটা তখন এগিয়ে চলেছিল সে আক্রমণ করতে চায়নি। শেষ মুহূর্তে হাতিটা যখন জুমাকে আক্রমণ করেছিল মনে মনে খুশি হয়েছিল ডেভিড। হাতিটার হাতে নিঃসন্দেহে জুমার মৃত্যু ঘটত ডেভিডের বাবা যদি ঠিক ওই মুহূর্তে গুলি না চালাতেন।

সে রাতে আগুনের শিখার আলোয় ডেভিড তাকাচ্ছিলো ব্যাণ্ডেজ জড়ানো জুমার দিকে। অদ্ভুত লাগছিল জুমাকে। একটা পাঁজরও ভেঙে গিয়েছিল জুমার। হাতিটা নির্ঘাৎ মেরে ফেলত জুমাকে। হাতিটা ওর দিকে কখনই খুশীর দৃষ্টি মেলে তাকায় নি। ও যেন শুধু বিষাদের দৃষ্টিই মেলে ধরেছিল। সে

তার মৃত বন্ধুকেই সেদিন দেখতে এসেছিল।

লেখাটা যখন শেষ হল ডেভিড জানত এ লেখা এক খুবই ছোট্ট বালকের কাহিনী। লেখাটা বেশ কয়েকবার পড়ে নিল ডেভিড কোথাও ভুলভ্রান্তি থাকলে সেটা শুধরে নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। হাতিটার কথা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না ডেভিড। ওর মনে পড়েছিল জীবিত অবস্থায় হাতিটির চোখের কথা। সে চোখের দ্যুতি যখন নিভে গিয়েছিল তখন ওর সামনে যা পড়েছিল তা শুধু একতাল মাংসপিণ্ড। ওর সামনে যা দেখতে পেয়েছিল সে সময় ডেভিড তা এক বিরাট হৃদয় প্রাণীর প্রাণহীন দেহ, কোন সত্যিকার হাতির নয়। তার বিরাট দুটি রক্তমাখা দাঁত পড়েছিল পাশেই, মানুষের নিষ্ঠুর লোভ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল শ্বেতবর্ণের দাঁত দুটো। হাতিটার কাছ থেকে বোধহয় সেদিন থেকেই ডেভিড পেয়েছিল একাকীত্ববোধ।

কসাইয়ের কাজ শেষ হলে ওর বাবা সেদিন ডেভিডকে বলেছিলেন, 'ও একটা খুনী ছিল, ডেভী,জুমা বলেছে কত মানুষ যে ও হত্যা করেছে তার সংখ্যা নেই।'

'তারাও তো ওকে মারার চেষ্টা করছিল, তাই না?'

'খুবই স্বাভাবিক।' ওর বাবা উত্তর দিয়েছিলেন। 'এই রকম মস্ত দুটো দাঁত।'

'তাহলে ও খুনী হল কেমন করে?'

'যা হয় কিছু একটা ভেবে নাও,' ওর বাবা জবাব দিলেন। 'আমি দুঃখিত হচ্ছি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ দেখে।'

'ইচ্ছে হচ্ছে হাতিটা জুমাকে মেরে ফেললে পারত।'

'এটা বেশি বাড়িবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,' ওর বাবা উত্তর দিলেন। 'জুমা তোমার বন্ধু ভুলো না।'

'এখন আর নেই।'

'ওকে একথা বলার দরকার নেই।'

'ও জানে সেটা', ডেভিড উত্তর দেয়।

'আমার মনে হচ্ছে ওকে ভুল বুঝেছ।' ওর বাবা বললে ব্যাপারটার ওখানেই ইতি ঘটেছিল।

এরপর ওরা যখন নিরাপদে দাঁত দুটো নিয়ে ফিরল, সে দুটো মাটির ঘরখানায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়। বিচিত্র দেখাচ্ছিল দাঁত দুটো। বিরাটত্বের জন্য প্রায় ঘরের ছাদ স্পর্শ করেছিল দাঁত দুটো। এতই বিরাট সেদুটো যে ডেভিডের বাবার হাতও মাথা স্পর্শ করতে পারেন নি। যারা দেখার জন্য হাজির ছিল, যারা

দাঁত বয়ে এনেছিল তাদের কাছে ডেভিডের বাবা, জুমা আর কিবো, প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছিল বীর। প্রত্যেকই কিছুটা সুরাসক্ত তখন। ডেভিডের বাবা তখনই বললেন, 'কি ডেভী, মিটমাট করে নেবে নাকি ?'

'ঠিক আছে', ও জবাব দেয়। ওর মনে এটাই জেগেছিল।

'আমি খুবই খুশি হলাম', ওর বাবা জবাব দিলেন। 'এটাই সবচেয়ে সহজ আর ভাল কাজ।'

এরপর আনন্দ করার পালা। মস্ত ডুমুর গাছের ছায়ায় বসে ওরা স্থানীয় মদের সঙ্গে খাওয়া সেরে নিতে চাইল। স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে এনেছিল সেই মদ শুকনো লাউয়ের খোলের তৈরি পাত্রে। সারারাত এইভাবেই কখন শেষও হয়ে গেল।

ডেভিড লেখার ঘর ছেড়ে যখন বাইরে এল নিজেকে শূন্য অথচ বেশ গর্বিত বলেই ভাবছিল ও। মারিটা ওর জন্য বারান্দায় রোদ্দুরে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে বসে অপেক্ষা করছিল। দিন কখন যে শুরু হয় জানতেও পারেনি ডেভিড। চমৎকার সকালটা, শান্ত, শীতলতা মাখানো। নিচের সমুদ্র শান্ত, দূরে, খাঁড়ির পরেই শ্বেতবর্ণ ক্যানের বাঁক চোখে পড়ছিল, পটভূমির পিছনে কাল পাহাড়ের সারি।

'তোমাকে খুব ভালবাসি,' ডেভিড, মারিটা উঠে দাঁড়াতেই বলল। ও দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুম্বন এঁকে দিল তার ঠোঁটে। মারিটা বলল, 'লেখা শেষ করেছ ?'

'নিশ্চয়ই', ডেভিড উত্তর দিল। 'না করার কারণ আছে নাকি ?'

'তোমাকে কত ভালবাসি।' এত গর্ব তোমার জন্য', মারিটা বলল।

পরস্পর হাত ধরাধরি করে ওরা হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

'কেমন আছো ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'খুউব ভাল। দারুণ খুশী আমি,' মারিটা বলল। কিন্তু বলোতো আমাকে ভালবাসো বলে প্রশ্নটা করলে, নাকি শুধু আজ সকালটা দেখে ?'

'আজকের সকাল দেখে', ডেভিড বলেই ওকে চুমু খেল।

'গল্পটা আমি পড়তে পারি ?'

'আজকের দিনটা চমৎকার ?'

'আমি কি একবার পড়তে পারি যাতে তুমি যেমন খুশী বোধ করছ ঠিক তেমনই আমারও লাগে।'

ডেভিড চাবিটা এগিয়ে ধরল। মারিটা নোটবুকখানা এনে বার-এ বসে পড়তে শুরু করলে ডেভিডও ওর পাশে বসে পড়তে আরম্ভ করল। ও জানত

এটা অসভ্যতা তার নিছক বোকামি। এ রকম কাজ আগে কোনদিনই ও করেনি, লেখার এই কাজে এরকম কিছু করা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। একসময় ও দুহাতে মারিটাকে জড়িয়ে ধরে আবার চুমু খেল ওকে আর ওর চোখ রাখল লাইন টানা কাগজগুলোর উপর। ডেভিড এই মুহূর্তের আনন্দ অনুভব না করে পারল না। এ রকম ভাগ করে আনন্দ উপভোগ কেউই করে না।

লেখাটা পড়া শেষ হয়ে গেলে মারিটা ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে ওর দুটো ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিল। এত জোড়ে ও চুম্বন করল যে ডেভিডের ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। ডেভিড অন্যমনস্কভাবে হেসে ওর রক্তের লোনা স্বাদ অনুভব করল।

'আমি দুঃখিত, ডেভিড,' ও বলল। 'আমায় ক্ষমা কোরো। আমি কত খুশী, তোমার চেয়েও ঢের বেশি।'

'সব ঠিক আছে?' ডেভিড প্রশ্ন করল। 'সেই মেঠো ঘরের গন্ধ নাকে আসছে কি? ভাঙা বসার আসনের গন্ধ?'

'নিশ্চয়ই সে গন্ধ পাচ্ছি। তোমার গল্পের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্রকৃতির সেই গন্ধ। চোখে পড়ছে কিবোর কাণ্ডকারখানা। তুমি কত বারন্দের প্রমাণ রেখেছ।'

'হ্যাঁ। আমার মন নরম হয়ে গিয়েছিল।'

বার-এ এসে ডেভিড গ্লাসে হুইস্কি আর পেরিয়ার ঢাকল, তারপর সবটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে নিজের ঘরে এসে স্নান করে নিল। তারপর স্ল্যাকস আর সার্ট পরে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিল। ওর মনে হল গল্পটা বেশ ভালই হয়েছে. মারিটার জন্য ওর ভালবাসা আরও তীব্র হয়ে উঠল। এ ভাবটা না কমে আরও বেড়ে উঠল, এই মুহূর্তে ওর মনে বিষাদের কণামাত্র ছিল না।

ক্যাথরিন যা করার তাই করে চলেছে, যা করার ভবিষ্যতেও তাই করে যাবে। বাইরে তাকাতে ওর আগের সেই সুখকর সব ত্যাগ করা ভাবটাই আবার যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছিল ওকে। আজকের দিনটা যেন উড়ে বেড়ানোর মত দিন। ওর ইচ্ছে হল একটা মাঠ থাকলে ও একটা প্লেন ভাড়া করে মারিটাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখিয়ে দিত সুখ কাকে বলে। ওর নিশ্চয়ই ভাল লাগত। কিন্তু কাছাকাছি কোন মাঠ নেই, অতএব এ ইচ্ছে ভুলে যাওয়াই ভাল। স্কি করতে পারলেও ভাল লাগত। মারিটা ওর মন আনন্দে ভরে তুলেছে, ওর ঈর্ষা নেই লেখা নিয়ে। ও চায় ডেভিড কতদূর যেতে পারে সেটাই দেখে নিতে। এর মধ্যে কোন কপটতার চিহ্নও নেই। আমি ওকে সত্যিই ভালবাসি, ভাবল

ডেভিড। সত্যিই আমার ভাল লাগছে আজ। কিন্তু এ রকম কিছু বোধ হয় শুধু আজকেরই জন্য।

'চল, সোনা', ডেভিড মারিটাকে ডাকল ওরই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। 'চমৎকার প্যান্টোকে আটকে রেখেছ কেন?'

'আমি তৈরি, ডেভিড,' মারিটা জবাব দিল। ওর দেহে একটা গায়ে লেগে থাকা সোয়েটার আর স্ল্যাকস, মুখে হাসি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ও ডেভিডের দিকে তাকালো।

'তুমি এত আনন্দিত আমার কত ভাল লাগছে।'

'সত্যিই বড় সুন্দর দিন,' ডেভিড বলল। 'আমরা খুব ভাগ্যবান।'

'সত্যিই তাই ভাবছ?' গাড়ির দিকে যেতে যেতে মারিটা প্রশ্ন করল, 'সত্যিই ভাবছ আমরা ভাগ্যবান?'

'হ্যাঁ,' ডেভিড বলল। 'আমার মনে হচ্ছে আজ সকালে বা গতরাতেই এটা হয়ে গেছে।'

॥ ২৫ ॥

ওরা যখন গাড়ি নিয়ে পৌছল ক্যাথরিনের গাড়িটা দেখা গেল হোটেলের গাড়ি চলার পথটায়। নুড়ি বিছানো পথের ডান দিকেই রাখা ছিল সে খানা। ডেভিড আইসোটাখানা সেই গাড়ির পিছনে ব্রেক কষে রাখতে ও আর মারিটা গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর ওরা খালি নীল গাড়িটা পার হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

ওরা ডেভিডের ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। দরজার তালা আটকানো কিন্তু জানালা খোলা। মারিটা নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে 'বলল, বিদায়।'

আজ বিকেলে কি করছ?' ডেভিড জানতে চাইলো।

'জানিনা,' মারিটা উত্তর দিল। 'এখানেই থাকব।'

ডেভিড হোটেলের ব্যালকনি পেরিয়ে প্রধান দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। ক্যাথরিন বার-এ বসে একটা প্যারী হেরাল্ডে চোখ বোলাচ্ছিল, সামনে রাখা ছিল সুরার আধ খালি বোতল আর গ্লাস। ও ডেভিডের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

'ফিরে এলে কেন?' ও প্রশ্ন করল।

'শহরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে চলে এলাম,' ও উত্তর দিল।

'তোমার সেই বারবনিতার খবর কি ?'

'এখনও জোগার করতে পা রনি।'

'যার জন্য গল্প লিখছ তার কথা বলছি।'

'ও। গল্প।'

'হ্যা গল্প। ওই নীরস গল্প. তোমার ছেলেমানুষী সময়ের গল্প আর তোমার মাতাল অপদার্থ বাবার কাহিনী।'

'তিনি অতটা অপদার্থ ছিলেন না।'

'তিনি নিজের স্ত্রী আর বন্ধুদের ঠকান নি ?'

'না। শুধু নিজেকেই ঠকিয়েছিলেন।'

তুমি তোমার ওই গল্প নামের আবোল তাবোল বর্ণনায় তাকে একজন জঘন্য চরিত্রের মানুষ হিসেবেই এঁকেছো।,

'আমার গল্প সম্পর্কে কথাগুলো বলছ ?'

'এ গুলোকে গল্প বলতে চাও ?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ,' ডেভিড জবাব দিয়ে একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা পানীয় ঢালল।

বাইরে দিনটা সত্যিই চমৎকার। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় প্রকৃতি যেন ঝলমল করছিল। ঠাণ্ডা ওই পানীয় তবু ডেভিডের ঝুলে পরা হৃদয়কে চাঙ্গা করতে পারল না।

'মারিটাকে ডেকে আনলে তোমার আপত্তি আছে ?' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'এর কারণ ও যাতে না ভেবে নেয় আমাদের কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তাই একা একা বসে পান করছি।'

'তাকে আনার প্রয়োজন নেই।'

আমার ইচ্ছে হচ্ছে। ও আজ তোমার দেখাশুনা করেছে, আমি সত্যিই এতখানি জঘন্য হয়ে যাইনি, ডেভিড। শুধু কাজে আর কথাতেই তা দেখাই শুধু।'

ক্যাথরিনের ফিরে আসার ফাঁকে ডেভিড আরও এক গ্লাস শ্যাম্পেন ঢেলে নিল গ্লাসে, তারপর প্যারীর দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের সংস্করণখানা তুলে নিল। কাগজটা ক্যাথরিনই বার-এ রেখে গিয়েছিল। গ্লাসে আস্তে আস্তে চুমুক দিলেও কোন স্বাদ অনুভব করল না ও। ডেভিড আবার গ্লাসের সবটুকু তলানি গলায় ঢেলে নিল, কিন্তু ওর মনের কণামাত্র পরিবর্তনও ঘটল না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও গল্পের বাধাগুলো গুটিয়ে উঠেছে। ওর শেষ বইখানা পাঠকের ভাল লেগেছিল, কারণ পাঠকরাই এ বইয়ের চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। ওর

নিখুঁত বর্ণনার গুণে তারা যেন নিজেদের সজীব প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়ে যায়। বইখানাও হয়ে ওঠে বিশ্বাসযোগ্য। ওর কাজ ছিল শুধু অতীতের সেই ঘটনা স্মৃতির পটে রক্ষা করে চলা, আর সেই স্মৃতি রোমন্থন করে যেভাবে সেই বর্ণনাকে ও রূপদান করতে চেয়েছে সেই ভাবেই তা প্রকাশ করা। একটা ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মত ও ইচ্ছে মতই বন্ধ করতে পেরেছে, তারই সঙ্গে পেয়েছে এর তীব্রতা কমাতে বা বাড়িয়ে তুলতে যেখানে উজ্জ্বলতার দরকার। ও জানত এই মুহূর্তে এটাই পেয়েছে ও।

ক্যাথরিন যখন ওর বাবার সম্পর্কে লেখা গল্প নিয়ে ওকে আঘাত দিতে চাইছিল সেই ব্যাপারটা ওর বাবার সম্পর্কে ভাবতে আরম্ভ করে। তিনি যা যা করেছিলেন তার সব কিছুই ওর মনের পটে ছায়া ফেলছিল। ও নিজেকে বলল তোমাকে বড় হয়ে উঠতে হবে আর যা কিছুর মুখোমুখি হওয়া দরকার তার সামনেও দাঁড়াতে হবে। এ জন্য বিরক্ত বা আহত বোধ করা অবাস্তর। কেউ হয়তো তোমার লেখার অর্থ না বুঝে এ আঘাত হানতে পারে। ক্যাথরিন তাদেরই একজন সে কিছুই বোঝেনি, বুঝতেও চায়ও না। কিন্তু তুমি প্রচুর পরিশ্রম করেছ. কেউই তোমায় তোমার পথ থেকে সরাতে পারবে না। ওকে একটু বুঝতে চেষ্টা করে সব কিছু ভুলে যাও। আগামীকাল গল্পটা আবার লিখতে শুরু করে নিখুঁত করতে হবে। কিন্তু ডেভিড গল্পটা নিয়ে ভাবতে চাইলোনা। কোন বিষয়ে মন না রেখে ও শুধু লিখে চলতেই চায়। অথচ অনেক বিষয়ে ওর আগ্রহ ছিল। তবু কোন ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই এখেত্রে দরকার। এই লেখাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেকটা ফটোগ্রাফের নেগেটিভটা তৈরি করার মতো শুধু একটু করে ধাপে ধাপে এগোবো। তুমি একটা গণ্ড মূর্খ, আর সেটা তোমার অজানা থাকার কথা নয়।

মেয়ে দুজনের কথা মনে হতে ও ভাবল ওদের কাছে গিয়ে জানতে চাইবে কিনা ওরা সাঁতার কাটতে তৈরী কিনা। তাছাড়া এদিনটা ওর আর মারিটার একান্ত নিজের, ও হয়তো অপেক্ষা করছে। আজকের এইদিন থেকেই সকলের গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান খুঁজে পেতে পারে ওরা। হয়তো কিছু ওদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। ও তাই ভাবল ওদের কাছে গিয়ে জানতে চাইবে কি চায় ওরা। তাহলে তাই করো ডেভিড নিজেকে বলল, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও, গিয়ে ওদের খুঁজে বের কর।

মারিটার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ও টোকা মারল।

ভিতরে ওরা কথা বলছিল, দরজা টোকা দিতে কথাবার্তা থেমে গেল।

'কে ?' মারিটার গলা শোনা গেল।

ডেভিড শুনতে পেল ক্যাথরিন মারিটার কথায় হেসে উঠে বলল, যেই হও, ঘরে আসতে পারো।

ডেভিড শুনতে পেল মরিটা ওকে কিছু বলল। ক্যাথরিন তার উত্তরে এবার বলল, ভিতরে এসো, ডেভিড।

ডেভিড দরজা ঠেলে খুলল। ওরচোখে পড়ল বিছানায় পাশাপাশি চিবুক পর্যন্ত চাদর টেনে মারিটা আর ক্যাথরিন শুয়ে আছে।

দয়া করে ভিতরে এসো ডেভিড; ক্যাথরিন বলল, আমরা তোমার অপেক্ষা-তেই রয়েছি।

ডেভিড ওদের দিকে তাকাল। ওর চোখে পড়ল গাঢ় দেহবর্ণের সিরিয়াল একটি মেয়ে আর ফর্সা হসিমুখ অন্যজনকে। মারিটা ওর দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বলতে চাইলো। ক্যাথরিন হাসছিল।

'ভিতরে আসবে না, ডেভিড ?'

আমি জানতে এসেছিলাম তোমরা সাঁতার কাটতে আসবে কি না' ডেভিড উত্তরে বলল।

'আমি চাই না' ক্যাথরিন বলল, রাজকুমারী বিছানায় একা একা শুয়ে ঘুমো-চ্ছিল তাই অমি এসে ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। ও ভারি ভাল, আমাকে চলে যেতে বলেছিল। ও তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী নয়, কিন্তু সেকথা রেখে ভিতরে এসে একটু দেখবে না আমরা দুজনের কেউই তোমার প্রতি অবিশ্বাসীনী নই ?'

'না', ডেভিড জবাব দিল।

'দয়া করে এসো, ডেভিড' ক্যাথরিন অনুরোধ জানালো কি চমৎকার আজকের এ দিনটা।

তোমরা সাঁতার দিতে যাবে কিনা বল, ডেভিড মারিটাকে প্রশ্ন করল।

'আমার ইচ্ছে আছে', চাদরের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল মারিটা।

তোমরা দুজনেই ভারি গোঁড়া; ক্যাথরিন বলল, দুজনে যুক্তি মেনে সোজা বিছানায় উঠে এস।

আমি সাঁতার কাটতে যেতে চাই, মারিটা বলল, ডেভিড, তুমি এগোও।

'ও তোমাকে এখানে বোধ হয় দেখতে পাচ্ছে না', ক্যাথরিন বলে উঠল, ও সমুদ্রের তীরেই দেখতে পায়।

'ও আমাকে দেখবে খাঁড়ির কাছে', মারিটা বলল। তুমি যাও ডেভিড।

ডেভিড পিছনে আর না তাকিয়ে নিঃশব্দে দরজার পাল্লা টেনে বন্ধ করে চলে এল।

ও শুনতে পাচ্ছিল মারিটা চাপা স্বরে ক্যাথরিনকে কি যেন বলতে ক্যাথরিন হেসে উঠল। ডেভিড পায়ে পায়ে হোটেলের ফ্ল্যাগস্টোনের কাছে এগিয়েগিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল, বেশ হাল্কা একটু বাতাস বয়ে চলেছিল. ডেভিডের চোখে পড়ল সমুদ্রের বুকে তিনটে ফরাসী ডেস্ট্রয়ার আর একটা কুজার। সমুদ্রের সুশীলতায় যুদ্ধজাহাজ গুলো অদ্ভুত একটা ভালো হাসিই যেন গড়ে তুলতে চাইছিল, ও গুলো অনেকটা দূরেই সন্দেহ ছিলনা। দূরাগত পটে আঁকা ছায়াবৃতা হয়েই দিগন্ত রেখায় জাহাজগুলো ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল। যেন কোন শৈল্পিক নকশা। ডেভিড তন্ময় হয়েই সেদিকে তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না মেয়ে দুজন উপস্থিত হল।

দয়া করে রাগ কোরনা, ক্যাথরিন বলল।

সমুদ্রের তীরে যাওয়ার পেশোকেই ওরা এসেছিল। ক্যথরিন স্নানের তোয়ালে ভরা একটা ব্যাগ লোহার চেয়ারে রাখল।

তুমিও সাঁতার কাটতে যাবে? ডেভিড ক্যাথরিনকে প্রশ্ন করল।

যদি আমার উপর রাগ না করে থাকো।

ডেভিড কোন জবাব না দিয়ে আবার জাহাজ গুলোর দিকে তাকালো। জাহাজগুলো গতিপথ পরিবর্তন করে এগিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল ইতিমধ্যে। সুনীল সাগরের বুকে থাকা জাহাজ গুলো অপরূপ দৃশ্যই জাগিয়ে তুলেছিল। জাহাজগুলোর উপর আস্তে আস্তে মেয়ের মতো ভাসছিল বেরিয়ে আসা ধোঁয়া।

আমি ঠাট্টা করছিলাম, ক্যাথরিন বলল, নিছক একটু মজাই করছিলাম তোমার সঙ্গে।

জাহাজগুলো কি করছে, ডেভিড? মারিটা প্রশ্ন করল।

খুব সম্ভব সাবমেরিনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার পরীক্ষা, ডেভিড উত্তর দিল. এখানে সম্ভবত সাবমেরিনও রয়েছে, ওগুলো খুব সম্ভব তুঁলো থেকে এসেছে।

ওগুলো সম্ভবত সেইণ্ট ম্যাকসিন বা সেইণ্ট রাফায়েলে ছিল, ক্যাথরিন বলল. সেদিন দেখেছিলাম।

সমুদ্রের বুকে ধোঁয়াশা রয়েছে তাই বাকি জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছেনা. ডেভিড বলল, আরও জাহাজ নিশ্চয়ই আছে।

এই দেখ প্লেন উড়ছে, মারিটা বলে উঠল, ভারি সুন্দর ওগুলো, তাই না।

প্লেনগুলো সবকটাই সী-প্লেন। ছোট্ট আকারের ভারি সুন্দর সী-প্লেনগুলো জলের উপর রাজহংসীর মত ডানা মেলে যেন খেলা করছিল।

'গ্রীষ্মকালের গোড়ায় আমরা যখন এখানে ছিলাম এখানে কারা যেন কামান দাগা অনুশীলন করছিল' ক্যাথরিন বলে উঠল, 'দারুণ লাগছিল, জায়গাটা যেন কেঁপে উঠত। ডেপথবার্জ গুলোয় সেরকম হবে ডেভিড।

'তা বলতে পারব না', ডেভিড বলল। 'তবে সত্যিকার ডুবোজাহাজ থাকলে যে রকম হবেনা।'

'আমিও সাঁতার কাটতে চাই, ডেভিড,' ক্যাথরিন বলল, 'পারবো না, ডেভিড' নাকি আমি চলে যাব, আর তোমরাই সাঁতার কাটবে ?

'তোমাকে আমিই সাঁতার কাটার কথাটা বলেছি,' ডেভিড উত্তর দিল।

'সেকথা সত্যি,' ক্যাথরিন বলল, 'তাহলে চল আমরা বন্ধু হয়ে আনন্দ করি। প্লেনগুলো যদি এদিকে উড়ে আসে আমাদের খাঁড়ির কাছে দেখতে পেয়ে খুবই খুশি হয়ে উঠবে।'

প্লেনগুলো খাঁড়ির দিক উড়ে এল ঠিকই, ঠিক যখন ডেভিড আর মারিটা অনেক দূরে সাঁতার কাটছিল আর ক্যাথরিন বালির উপর শরীর মেলে দিয়ে রক্ত করে নিচ্ছিল ওর দেহত্বক। প্লেনগুলো বেশ দ্রুত বেগেই উড়ে গেল, তিনখানা ছোট ছোট প্লেন। প্লেনগুলোর জোরালো মোটরের গর্জন ক্রমশঃ যেন বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল সেণ্ট ম্যাক্সিমের দিকে।

ডেভিড আর মারিটা সাঁতার কেটে তীরের কাছে এসে ক্যাথরিনের পাশে বালির উপর বসে পড়ল।

'ওরা আমার দিকে তাকিয়েও দেখেনি,' ক্যাথরিন বলল। 'ওরা নিশ্চয়ই বেশ সিরিয়াস ছেলে।'

'তুমি কি আশা করেছিলে ? আকাশপথের ফটোগ্রাফী নিয়ে ভাবছে ওরা ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

হোটেল ছেড়ে আসার পর থেকে মারিটা খুবই কম কথা বলছে, এবারও কিছু বলল না ও।

'ডেভিড যখন আমার সঙ্গে ছিল সত্যিই খুব মজা করেছি,' ক্যাথরিন বলল মারিটাকে। 'আমার মনে পড়ছে ডেভিড যা করত সবই আমার ভাল লাগত। তোমাকে এসব ভালবাসতে শুরু করতে হবে, রাজকুমারী। ওর করার যা কিছু ছিল সবটাই ও ওই গল্পগুলোয় লাগিয়েছে। ওর কতকিছু ছিল, আমি ভাবছি, রাজকুমারী, তুমি নিশ্চয়ই গল্প ভালোবাসো।

'আমি ভালবাসি,' মারিটা উত্তর দিল। ও ডেভিডের দিকে তাকাল না। ডেভিড অবশ্য মারিটার গম্ভীর ঘনায়মান মুখচ্ছবি লক্ষ্য করল। ওর মোলায়েম

সুন্দর শরীরটাও চোখে পড়ল ডেভিডের মারিটা যখন সমুদ্রের দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিল।

'তাহলে তো ভালই,' ক্যাথরিন বলল হালকাভাবে, ও আলস্য ভরে নিঃশ্বাস ফেলে বালির উপর বিছিয়ে রাখা পোশাকের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর ওর শরীরে যেন আলতোভাবে হাত বোলাতে চাইছিল। ও আবার বলল, 'তুমি যা চাইছ তাই পেতে চলেছ। ডেভিড অনেক কিছুই করতে পারে, সবই সুন্দর করে সমাধা করে ও। ও চমৎকার জীবন কাটিয়ে এসেছে, আর এখন ও ভাবে শুধু আফ্রিকা আর ওর সুরায় মত্ত বাবা আর খবরের কাগজের কাটা অংশের কথাই। ওর লেখার কাটা টুকরো। ও তোমাকে সেগুলো দেখায় নি'রাজকুমারী ?'

'না, ক্যাথরিন', মারিটা উত্তর দিল।

'দেখাবে', ক্যাথরিন বলল।' ও আমায় ওগুলো লে গ্রাউ দ রোইতে দেখাতে চেয়েছিল, তবে আমি থামিয়ে দিয়েছিলাম। বোধ হয় কয়েকটাই ছিল, প্রত্যেকটাতে আবার ওর একই ঢঙের ছবি। নোংরা ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড বয়ে বেড়ানোর চেয়েও এটা বাজে ব্যাপার। আমার মনে হয় ও গোপনে বসে ওগুলো পড়ে আর এটার জন্যই ও আমার প্রতি বিশ্বাসহন্তার কাজ করেছে। ওগুলোর জায়গা হল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। ও সব সময়ই বলে লেখকের এ রকম ঝুড়ি থাকে আর তাই ও ঝুড়িটা বয়ে বেড়ায়।'

'চল', আমরা সাঁতার কেটে আসি, ক্যাথরিন, 'মারিটা বলে উঠল। বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে।'

'আমার মনে হচ্ছে লেখকের কাছে ওই বাজে কাগজের ঝোড়ার দাম অনেক,' ক্যাথরিন বলল, 'আমার মনে হত ওকে একটা চমৎকার ঝুড়ি কিনে দেব। কিন্তু ও যা লেখে তার একটা টুকরোও ঝুড়িতে ফেলতে দেখিনি, ও লেখে বাচ্চাদের সেই হাস্যকর নোট বইতে আর কিছুই ফেলতে চায়না। যেটা পছন্দ হয়না সেটা কেটে দেয় ও, ফেলে দেয় না। সব ব্যাপারটাই নিছক জালিয়াতি। ও ব্যাকরণ আর বানানও ভুল করে। জানো, মারিটা, ব্যাকারণের ব'ও জানে না ও।'

'বেচারি ডেভিড', মারিটা বলে উঠল।

'ওর ফরাসী ভাষায় জ্ঞানও কিছু নেই,' ক্যাথরিন বলল, 'ওকে কখনই ফরাসীতে লিখতে দেখবে না। অবশ্য কথাবার্তায় পণ্ডিতি ফলিয়ে ও যে ফরাসী জানে দেখাতে চায় হাস্যকরভাবে। আসলে ও একদম গণ্ড মূর্খ।'

'সত্যি বড় বাজে', ডেভিড বলে উঠল।

'প্রথমে ভাবতাম ও দারুণ,' ক্যাথরিন আবার বলল, 'তারপর দেখলাম ছোট

কোন চিঠিও ও ঠিকমত নির্ভুল করে লিখতে জানেনা, অবশ্য তুমি ওর হয়ে ফরাসীতে লিখে দিতে পারবে।'

'সহমর্মিতা হবে', খুশির স্বরে বলল ডেভিড।

'এরকম ব্যাপারে ও বেশ পাকা', ক্যাথরিন বলল, মাঝে মাঝে বেশ সস্তা দরের ফরাসী ও কথার ফাঁকে ব্যবহার করে, কথাগুলো যে আজকের যুগে অচল না জেনেই অবশ্য। কথাবার্তায় বেশ উপমা ব্যবহার করলেও ফরাসীতে লেখার ব্যাপারে অষ্টরম্ভা। ও সত্যিই অশিক্ষিত, মারিটা। হাতের লেখাও জঘন্য। ভদ্রলোকের মত কথা বলতেও জানে না, অন্য ভাষায় লেখা তো পরের কথা, এমনকি নিজের মাতৃ ভাষাতেও না।'

'বেচারি ডেভিড', মারিটা আবার বলল।

'একথা বলতে পারব না ওকে আমার জীবনের সেরা অংশটা দিয়েছি,' ক্যাথরিন আবার বলল, 'কারণ আমি ওর সঙ্গে কাটিয়েছি খুব সম্ভব গত মার্চ মাস থেকে তাই বলতে পারি আমার জীবনের সেরা কয়েকটা মাসই দিয়েছি। জীবনের ওই সময়টায় অবশ্য সবচেয়ে মজা করেছি, অবশ্য ওকেও তাই করতে দেখেছি। এক এক সময় ভাবি জীবনটা এমন করে আশাভঙ্গ হয়ে যদি শেষ না হত বড় ভাল হত। কিন্তু করার আছেই বা কি, যেখানে সঙ্গী একজন অশিক্ষিত পুরুষ সে খালি বয়ে বেড়ায় একরাশ ছেঁড়া কাগজের টুকরো। যেকোন মেয়েই এরকম কিছুতেই সহ্য করতে পারত না আমিও পারিনা, আর করছিও না।'

'টুকরোগুলো জোগাড় করে আগুন লাগাতে পারো,' ডেভিড বলে উঠল, 'এটাই হত একটা কাজের মত কাজ। এবার, বল, সাঁতার কাটতে যাবে কিনা, দুষ্টু?'

ক্যাথরিন ওর দিকে দুষ্টুমির দৃষ্টিতে তাকাল।

'কি করে জানলে এরকম করেছি?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'কি করেছ?'

'কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'সত্যিই করেছ, ক্যাথরিন' মারিটা জানতে চাইল।'

'নিশ্চয়ই করেছি', ক্যাথরিন বলল।

ডেভিড ওর দিকে তাকাল, ওর ভিতরটা যেন শূন্যতায় ভরা। এ যেন কোন পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে এসে সেটা হারিয়ে ফেলা, সামনে যার বিশাল সমুদ্র। মারিটা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্যাথরিন ওদের দিকে তাকাল, ওর দৃষ্টি শান্ত আর যুক্তি মাখানো।

'চল সাঁতার কাটতে যাই,' মারিটা বলল। অনেকটা সাঁতরে গিয়ে ফিরে আসব।'

'ভাল লাগছে তোমরা আনন্দ বোধ করছ,' ক্যাথরিন বলে উঠল। 'অনেকক্ষণ ধরেই খেতে ইচ্ছে করছিল। বেশ শীত শীত ভাব লাগছে, আমরা ভুলেই গেছি মাসটা সেপ্টেম্বর।'

॥ ২৬ ॥

সাগরবেলাতেই ওরা পোশাক পরে নিয়ে খাড়াইপথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। ডেভিড সাঁতারের পোশাক আর স্নানের তোয়ালে ইত্যাদি ভরা বড় ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে পাইনবনের কাছে রাখা গাড়ির দিকে চলল। সকলে গাড়িতে উঠতে গাড়ি ছেড়ে দিল ডেভিড, একটু পরেই ওরা পৌঁছে গেল হোটেলের সামনে। বিকেল পড়ে এসেছিল ইতিমধ্যে। ক্যাথরিন গাড়িতে কোন কথা বলতে চায়নি। গাড়িতে আসার সময় অনেককেই ওরা দেখতে পেয়েছিল, তারা বোধ হয় এসতেরেলের কোন অজানা সাগরবেলায় সময় কাটিয়ে একে একে ফিরে আসছিল। সুনীল সাগরের বুকে সেই যুদ্ধ জাহাজগুলো আর ছিলনা। স্নিগ্ধ, শান্ত সমুদ্র। পাইন অরণ্যে সামান্য কিছু শব্দ জাগাতে চাইছিল শুধু বাতাস। সকালের মতই শান্ত আর স্থির সন্ধ্যা নেমেছিল। হোটেলে ঢোকার পর ডেভিড ব্যাগটা ষ্টোর ঘরে রাখতে গেলো।

'ব্যাগটা আমায় দাও', ক্যাথরিন বলল, 'জামা কাপড় শুকিয়ে নিতে হবে।

'দুঃখিত', ডেভিড বলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে কোণের দিকে ওর সেই লেখার ঘরের দিকে পা চালাল। ঢুকে ও বিরাট ভুইটন স্যুটকেসটা খুলল। স্যুটকেসের ভিতরে রাখা কাগজের কাটা টুকরোগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ ছাড়াও পুরু যে দুটো খাম ব্যাঙ্ক থেকে এসেছিল আর যাতে সেই কাগজের সমালোচনা লেখাছিল সেটা আরও নেই। শুধু যে নোট বইয়ে লেখাগুলো ছিল সেগুলোই যথারীতি ছিল। স্যুটকেস বন্ধ করে ও ঘরের টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি, তাক সব কিছুতে বার বার খুঁজতে শুরু করল। ওর বিশ্বাস হল না লেখাগুলো সত্যিই নেই। ওর এটাও বিশ্বাস হচ্ছিল না ক্যাথরিন সব পুড়িয়ে ফেলতে পারে। সমুদ্রের তীরে বসে ও একথা একেবারেই জানতে পারেনি ক্যাথরিন কাগজগুলো নষ্ট করতে পারে, সত্যিই বিশ্বাস করতে ওর মন চায় নি। সব ব্যাপারটাই কি রকম শান্ত, নির্লিপ্ততা মাখানো যে বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। এ যেন অসম্ভব, অবাস্তব কোন ঘটনা।

এখন ঠিক এই মুহূর্ত অন্য রকম হয়েই ধরা পড়ল ডেভিডের কাছে। ও বুঝল ব্যাপারটা প্রকৃতই ঘটে গেছে, তবুও কেন জানে না ও ওর মনে হল সব ব্যাপারটাই কোন ভৌতিক রহস্য আর তামাসা। ওর মন এমন শূন্য হয়ে উঠেছিল যে

আবার ও স্যুটকেস খুলে ভাল করে খুঁজতে লাগল, ঘরখানাও দেখে নিল ভাল-ভাবে।

এখন আর কোন বিপদ বা আকস্মিকতা নেই সামনে শুধু ধ্বংসেরই হাতাছানি। কিন্তু এটা হতে পারে না, ক্যাথরিন নিশ্চয়ই সবকিছু কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, ও হয়তো নিজের ঘরে, স্টোর রুমে বা এমনও হতে পারে মারিটার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে ওগুলো। ও নিশ্চয়ই সব কিছু নষ্ট করে দেয়নি। একজন আপনজনের এ রকম ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ও এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ক্যাথ-রিন একাজ সত্যিই করেছে। আচমকা কেমন অসুস্থ বোধ করতে চাইলো ডেভিড, আস্তে আস্তে স্যুটকেস আর ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে এল ও।

ডেভিড বার-এ আসতে দুটি মেয়েকেই সেখানে দেখতে পেল। মারিটা মুখ তুলে দেখে বুঝে নিল ব্যাপার কি রকম গড়িয়েছে। ক্যাথরিন শুধু আয়নার মধ্য দিয়ে ডেভিডকে লখ্য করল। ও সরাসরি না তাকিয়ে কেবল ওর প্রতিবিম্বটাই দেখতে চাইল।

'ওগুলো কোথায় রেখেছ দুষ্টু?' ডেভিড সরাসরি প্রশ্ন করল।

ক্যাথরিন আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'বলব না, যা করার ভাল মতই করেছি।'

'আমার ইচ্ছে বললে ভাল হত', ডেভিড বলল। 'কারণ ওগুলো আমার ভীষণ দরকার।

'না, দরকার নেই', ক্যাথরিন জবাব দিল। 'ওগুলো বাজে কাগজ, আমি ঘেন্না করি ওগুলো।'

'কিবোকে নয়', ডেভিড বলল। তুমি তো কিবোকে ভালবাসো, মনে নেই?'

'ওকেও যেতে হয়েছে, কাগজের বুক থেকে ওকে ছিঁড়ে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি, তাছাড়া তুমিই বলেছ ও মরে গেছে।'

মারিটা একঝলক ক্যাথরিনকে তাকিয়ে দেখে নিল লক্ষ্য করল ডেভিড। মারিটা প্রশ্ন করল, 'ওগুলো কোথায় পুড়িয়েছ, ক্যাথরিন?'

'তোমাকেও তা বলব না', ক্যাথরিন উত্তর দিল। 'তোমরা দুইজনেই এক গোত্রের।'

'সমালোচনা গুলো, ত পুড়িয়ে ফেলেছ?' ডেভিড জানতে চাইলো।

'বলব না ক্যাথরিন জবাব দিল। 'তুমি পুলিশের গোয়েন্দাদের মত প্রশ্ন করছ।'

'বলে দাও, দুষ্টু। আমার জানা দরকার।'

'আমি টাকা দিয়েছি,' ক্যাথরিন বলল। 'টাকা দিয়ে করিয়েছি।'

'জানি', ডেভিড বলল। 'তুমি ভারি দয়াবতী, কোথায় পুড়িয়েছ দুষ্টু ?'

'মারিটাকে বলব না।'

'তার দরকার নেই, শুধু আমাকে বল।'

'তাহলে ওকে যেতে বল।'

'সত্যিই আমাকে যেতে হবে', মারিটা উঠে দাঁড়ালো, 'পরে দেখা করব ক্যাথরিন।'

'সেটাই ভাল', ক্যাথরিন জবাব দিল। 'তোমার কোন অপরাধ নেই, রাজকুমারী।'

ডেভিড চুপ করে বসে রইল। ক্যাথরিন আয়নার মধ্য দিয়ে চলে যেতে দেখল মারিটাকে।'

'ওগুলো কোথায় পুড়িয়ে ফেললে, দুষ্টু ?', ডেভিড প্রশ্ন করল, 'এখন বল।'

'ও বুঝবে না', ক্যাথরিন বলল। 'সেই জন্যই ওকে চলে যেতে বললাম '

'বুঝেছি', ডেভিড উত্তর দিল। 'এবার বল কোথায় কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছ।'

'মাদাম যে লোহার পাত্রে নোংরা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলেন', ক্যাথরিন জবাব দিল।

'সবই পুড়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ আমি পেট্রোল ঢেলে দিই', তোমার জন্যই করেছি, ডেভিড।'

'আমি গিয়ে নিতে চাই', ডেভিড বলল।

'বেশ। কিন্তু ফিরবে তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

ডেভিড দেখল লোহার পাত্রের মধ্যে একরাশ কাগজ পোড়া ছাই, কাগজগুলো চিনতে ওর কষ্ট হলনা, স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড, তারপর ধীর পায়ে ও বার-এ এসে দাঁড়াল ক্যাথরিনের কাছে।

'ঠিক বলিনি ?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', ছোট্ট জবাব দিল ডেভিড।

'আবার নতুন করেই লিখতে পারো কোন বাধা নেই।'

'লেখার কথা এখন থাক', ডেভিড উত্তর দিল।

'আমার বলতে ইচ্ছে করছে', ক্যাথরিন বলল। 'বিশেষ করে সে লেখার গঠনমূলককিছু থাকলে, তোমার লেখা যাচ্ছেতাই, বাজে, শুধু নোংরা আবর্জনা ভরা নিষ্ঠুরতা মাখানো' বিশেষ করে তোমার বাবার হৃদয়হীনতা।'

'একথা এখন বন্ধ রাখতে পারি না ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'না, আমার বলতে ভাল লাগছে।

'তুমি সব লিখে জানাতে পারো।'

'আমি লিখতে পারি না. ডেভিড।'

'তোমায় পারতে হবে।'

'কেউ লিখলে আমি বলতে পারি, তুমি আমায় ভালবাসলে নিশ্চয়ই একাজ করবে।'

'আমি তোমায় খুন করে ফেলতে চাই' ডেভিড বলে উঠল। 'আর সেটা করব না কেন জানো? তুমি বদ্ধ পাগল বলে।'

'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে না, ডেভিড।'

'বলব না?'

'না, না, না। শুনতে পেয়েছো?'

'পেয়েছি বৈকি।'

'তাহলে এমন জঘন্য কথা আমায় বলতে না।'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'কক্ষণও বলতে পারবে না, এ আমি সহ্য করব না তোমাকে ত্যাগ করব।'

'তোমাকে তাহলে অভিনন্দন জানাবো।'

'তাহলে তোমাকে ত্যাগ করব না, সঙ্গে লেগে থাকব।'

'সেটাও চমৎকার হবে।'

'তোমায় খুন করব।'

'এ কথার কানাকড়িও মূল্য দিই না।' ডেভিড বলল।

'কোন ভদ্রলোক এভাবে কথা বলে না।'

'ভদ্রলোকেরা কি বলে?'

'আমি দুঃখিত।'

'বেশ, আমি দুঃখিত', ডেভিড বলল। তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় বলে দু খিত, তোমাকে বিয়ে করার জন্যও দুঃখিত।'

'আমিও তাই।'

'দয়া করে চুপ করো। যে লিখতে পারবে তাকে বলে দিও,তোমার মার জন্য দুঃখ হয়, তিনি যে কোনদিন তোমার বাবার সঙ্গে পরিচিত হন সেজন্য এবং তোমার মত মেয়ের জন্ম দেন সেজন্যও। তুমি জন্মেছ এজন্যও আমি দুঃখিত। আমরা ভাল বা মন্দ যা করেছি তার জন্য দুঃখ বোধ করছি।'

'না করছ না।'

'আমি থামছি', ডেভিড বলল। 'শুধু একটা কথা, কাগজ গুলো না পোড়ালেই

পারতে।'

'আমি বাধ্য হয়েছি, ডেভিড। কিন্তু কথাটা তুমি বুঝছ না।'

ডেভিড কথাটা বলার আগেই বুঝেছিল। কথাগুলো বলতে চায়নি ও, কিন্তু করার আর কিছুই নেই। মেজাজ যাতে হারাতে না হয় সেজন্যই ও গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে চুমুক দিতে চাইল। ও শুধু ভাবল চুলোয় থাক ক্যাথরিন।

'আমি কাল সকালে যাচ্ছি', ক্যাথরিন বলে উঠল।

'কোথায়?'

'প্রথমে হেনডেই, তারপর সেখান থেকে প্যারী, বইটার শিল্পীর খোঁজে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, এটা করা উচিত। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে?'

'কি ভাবে যাবে?'

'গাড়িটা নিয়ে।'

'তোমার একা চালানো উচিত নয়।'

'সেটাই আমি চাই।'

'এটা কোরো না, দুষ্টু, আমি তা করতে দিতে পারিনা।'

'ট্রেনে যেতে পারব, বেয়োনে ট্রেন যায় সেখান থেকে বিয়ারিৎসে গাড়ি ভাড়া করতে পারি।'

'কাল সকালে এ নিয়ে কথা বলব।'

'আমি এখনই কথা বলব।'

'তুমি যেওনা, দুষ্টু।'

'আমি যাবই, কেউ বাধা দিতে পারবে না। তুমিও না।'

'আমি ভাল করতে চাইছিলাম।'

'না তা করছ না শুধু আমায় থামাতে চাইছ।'

'অপেক্ষা করলে আমিও যেতে পারি।'

'আমি একসঙ্গে যেতে চাইনা, আমি ট্রেনেই যাব। তুমি আমাকে বিয়ে করেছ বলে আমি তোমার ক্রীতদাসী নই, রক্ষিতাও নই, তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

'তুমি ফিরে আসবে?'

'ইচ্ছে আছে।'

'তাই নাকি?'

'তোমার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে প্যারী যাচ্ছো?' ডেভিড বলল।

'দরকার থাকলে তার সঙ্গে দেখা করি, তোমার আইনজ্ঞ নেই বলে যাদের

তারা দেখা করতে পারবে না ?'

'না, চুলোয় যাক তোমার আইনগুু', ডেভিড বলল।

'তোমার অনেক টাকা তাই না ?' ক্যাথরিন প্রশ্ন করল।

'মোটামুটি আছে।'

'সত্যি ? গল্পগুলোর অনেক দাম বোধ হয়, তাই না ? ব্যাপারটা আমায় বড় ভাবাচ্ছে, আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাই আমি সচেতন। তাই কতটা কি করতে পারি দেখব।'

'কি করবে ?'

'যা উচিত তাই করব।'

'ঠিক কি করবে ?'

'গল্পগুলোর দাম যাচাই করে এর দুরুণ তোমার ব্যাঙ্কে জমা দেব।'

'দারুণ সদাশয়তার কাজ মনে হচ্ছে', ডেভিড বলল।: 'তুমি বরাবরই দয়ালু।'

'আমি ন্যায় করতে চাই, যাচাই করার জন্য আমি কথা বলব মাসিক আট-লাণ্টিক, হার্পার, লা নুভেল রিভিউর সম্পাদকদের সঙ্গে।'

'আমি একটু বেরোব', ডেভিড বলল। 'তুমি কি ঠিক আছো ?'

'শুধু জানি তোমার প্রতি দারুণ অন্যায় করেছি, সেটা ঠিক করতে চাই', ক্যাথরিন বলল। 'আমার প্যারী যাওয়ার এটাও একটা কারণ।'

'বেশ। তাহলে গাড়িতেই যাচ্ছো ?'

'হ্যাঁ।'

'যাও, তবে সাবধানে চালাবে। পাহাড়ি পথে যেওনা।'

'তোমার কথা মতই যাব। মনে ভাববো তুমি সঙ্গে আছো। আর তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আমি ভাববো তোমার জীবন বাঁচিয়েছি আমি। খুব মজা করব দেখে নিও।'

'চমৎকার', ডেভিড বলল। 'যাও আনন্দ করে এসো তবে।'

'তুমি খুব ভালো', ক্যাথরিন বলল। 'পরে একদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে যাব।'

ডেভিড পায়ে পায়ে এবার মারিটার দরজার সামনে এসে টোকা মারল। 'বেড়াতে যেতে চাও ?' ও বলল।

'হঁ।'

'বেশ, তবে চলে এস।'

মারিটা পাশে উঠে বসতে গাড়ি ছেড়ে দিল ডেভিড। সাগর তীরে বালুকাময় রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেখানে গাছপালার মধ্য দিয়ে চলেছিল গাড়ি। ডানদিকে চোখে পড়ল এবার নির্জন সাগরবেলা। উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে ব্রিজের কাছে গাড়ি থামালো ডেভিড।

'ও সব পুড়িয়ে ফেলেছে', ডেভিড বলল।

'ওহ, ডেভিড', মারিটা বলে উঠল।

'ও সত্যিই প্যারী যাচ্ছে, ডেভিড এবার বলল।

'তুমি কি চাও ওর সঙ্গে যাই ?' মারিটা প্রশ্ন করল।

'ওর কিছু হতে পারে ভাবো ?'

'না। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে।'

'তাই হয়তো। ও সবই পুড়িয়ে ফেলেছে শুধু ওর নিজের বিষয়ে লেখাটা ছাড়া।'

'চমৎকার লেখাটা।'

'আমাকে সান্ত্বনা জানিও না, মারিটা। আমার সব পরিশ্রম শেষ।'

'আবার লিখতে পারবে।'

'না', ডেভিড বলল। সেই পরিস্থিতি, সেই মন আর পাবোনা। একাজ দুবার মনে জন্মাতে পারেনা।'

'পুরানো কথা মনে করতে পারো।'

'তা হয়না, মারিটা, কখনই সেটা সম্ভব নয়।'

'ভাবছি ক্যাথরিন একাজ কেন করল।,

'কিছু একটা তাড়া ছিল ওর, তাই', ডেভিড বলল।'

'আশা করি আমার সঙ্গেও এ রকম দয়ালু থাকবে তুমি।'

'তুমি শুধু আমার পাশে থেকে সাহায্য কোরো ওকে যাতে খুন না করে ফেলি' ডেভিড বলল। 'ও আমাকে গল্পগুলোর জন্য টাকা দিচ্ছে জানো ?'

'সেটা জানতাম না। কিন্তু ওকে একা গাড়ি চালাতে দেয়া ঠিক হয়নি।'

'ভয় নেই, হয়তো ও ঘুমিয়ে রয়েছে। আমিও একটু ঘুমোতে চাই।'

'ঘুমোনো দরকার সবারই, ডেভিড। একদিন ঘুম থেকে উঠে তুমি আবার সেই আগের মত লিখতে থাকবে।'

'তুমি ভারি চমৎকার, মারিটা। কিন্তু প্রথম আসার পর থেকে ঝামেলাতেই শুধু জড়িয়ে পড়েছো।'

'আমাকে বাইরে রেখোনা, কি করছি আমি জানি।'

'নিশ্চয়ই জানো', ডেভিড বলল। 'আমরা দুজনেই জানি। আর একটু পান করবে?'

দাও', মারিটা বলল, 'জানতাম না যখন এসেছিলাম যুদ্ধ চলছে।'

'আমিও জানতাম না।'

'তোমার বেলা এটা শুধু সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই।'

'শুধু সময়টা ক্যাথরিনের নয়।'

'ওর সময়টা অন্য রকম। ও ভয় পেয়েছে। সময় ওকে তাড়া করলেও তোমাকে তা করেনি। সময়ের বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে তুমিই জিতছো।'

'অনেক পরে ডেভিড ওয়েটারকে ডেকে দাম মিটিয়ে তাকে বকশিষ দিয়ে গাড়ির দিকে চলল। হেডলাইট জালিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও। অন্ধকার রাস্তায় ছিটকে পড়ল আলোর রেখা। নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে শুরু করল ডেভিড। মারিটা ওর কাঁধে ওর মাথা রেখে বলে উঠল, 'এটা আমাকেও আঘাত করেছে, ডেভিড।'

'করতে দিও না।'

'এ নিয়ে ভাবিনা। তাছাড়া করারও কিছু নেই।'

॥ ২৮ ॥

হোটেলে পৌছতে রান্নাঘর থেকে ডেভিড আর মারিটাকে দেখে মাদাম অরোল বেরিয়ে এলেন, তার হাতে একটা চিঠি।

'মাদাম ট্রেনে বিয়ারিৎস গেছেন,' মাদাম বললেন। 'মঁশিয়ের জন্য এই চিঠিটা রেখে গেছেন।'

'কখন গেছেন মাদাম?' ডেভিড জানতে চাইলো।

'আপনারা বেরিয়ে গেলে', মাদাম অরোল বললেন। 'আগে টিকিট আনিয়ে-

'ছিলেন।'

ডেভিড চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

মাদাম প্রশ্ন করলেন, 'কি খাবেন আপনারা? ঠাণ্ডা মুরগীর মাংস আর স্যালাড আছে। ওমলেটও দিতে পারব।'

ডেভিড চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'মাদামকে ভাল দেখলেন?'

'খুব সম্ভব না, মঁশিয়ে।'

'উনি ফিরে আসবেন ?'

'হ্যাঁ, মঁশিয়ে', কথাটা বলে ওমলেট ভাজার ফাঁকে মাদাম চোখের জল মুছলেন।

'আপনি মাদামের সঙ্গে কথা বলুন, আমি টেবিল ঠিক করছি', ডেভিড বলে মাদাম ক্যরোলকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল।

টেবিলে এসে এরপর বসল ডেভিড আর মারিটা। ডেভিড একটা সুরার বোতল খুলে গ্লাসে ঢালল।

'কিছু খাও ডেভিড, এটা দরকার', মারিটা বলল।

মাদাম মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনি না খেলেও কোন সুরাহা হবে না।'

ডেভিড এক খণ্ড ওমলেট মুখে তুলে বলল, 'ট্রেনে কি ভিড় ছিল ?'

'না! হোটেলের ছেলেটি মাদামকে তুলে দিয়েছে। আপনি ঘরে যাওয়ার সময় একটা বোতল নিয়ে যাবেন। এটা পান করলে ভাল লাগবে।'

'আমি বেশি পান করতে চাইনা সুন্দরী', ডেভিড বলল। 'কাল খারাপ দিন আসছে, আমি নিজেকে ঠিক রাখতে চাই।'

ডেভিড বিদায় জানিয়ে ঘরের দিকে চলে গেলে মারিটাও তাই করল। মারিটাকে দেখে এরপর তাকে দুহাতে বুকে টেনে চুম্বন করল ডেভিড, তারপর মারিটার ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ওর বিছানা দুজনের জন্যে তৈরি ছিল। ডেভিড শুধু বলল' 'মাদাম ?'

'হ্যাঁ', মারিটা উত্তর দিল। 'স্বাভাবিক।'

শান্ত, নিরিবিলি রাত। বাইরে সমুদ্রের বাতাস। মারিটা বলে উঠল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, ডেভিড। আর এখন সেটা আরও নিশ্চিত।'

নিশ্চিত, ভাবল ডেভিড। এখন কিছুই আর নিশ্চিত নয়।

'এর আগে ভাবতাম তুমি বুঝি এমন স্ত্রী চাও না যে ঘুমোতে পারেনা,' মারিটা বলল।

'তুমি কি রকম স্ত্রী ?'

'দেখতেই পাবে। খুব সুখী স্ত্রী।'

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল ডেভিডের। ও বিছানার দিকে তাকাতে দেখতে পেল ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল মারিটা। ডেভিড মারিটাকে জাগাতে না চেয়ে ওর ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিল। দু চোখ মেলে তাকালো মারিটা। ও হেসে বলল, 'সুপ্রভাত, ডেভিড।' ডেভিড উত্তরে বলল, 'ঘুমোও সোনা।'

মারিটা হেসে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ভোরের আলো ওর শরীরে যেন

খেলা করতে চাইছিল।' ডেভিড মুগ্ধ দৃষ্টিতে রেশমের মত মসৃণ ওর শরীরের দিকে তাকালো. সত্যিই অপরূপ সুন্দরী মারিটা। পোশাক পরে এবার বাইরে বেরিয়ে পড়ল ডেভিড।

ওর আর ক্যাথরিনের ঘরে এসে স্নান করে নিল ডেভিড, তারপর পোশাক বদলে রান্নাঘরে ঢুকে একটা বীয়ারের বোতল তুলে নিল। এই প্রথম ক্যাথরিন সঙ্গে নেই। বোতলটা নিয়ে বার-এ এসে ঢুকল ও তারপর তরল পানীয় গলায় ঢেলে দিল। এবার পকেট থেকে মাদামের দেয়া ক্যাথরিনের চিঠিটা বের করে সামনে মেলে ধরল ডেভিড।

'ডেভিড, হঠাৎই বুঝলাম তুমি জেনেছো ব্যাপারটা কত মারাত্মক। এটা কাউকে আঘাত করার চেয়েও খারাপ, কোন বাচ্চাকে গাড়ি চালাতে দিলে যা হতে পারে। একটা ছোট্ট ধাক্কা আর তারপর অগুনতি মানুষের চিৎকার আর আর্তনাদ। অথচ আমি ঐটা জানতাম আর জেনেই তা করেছি। একথা বুঝতে পারা বড় ভয়ানক তবু এটা ঘটেছে।

আমি ছোট্ট করেই লিখছি। আমি ফিরে আসব আর ভাল করেই সব সমাধা করব। চিন্তা কোরোনা। আমি আমার বই লেখা শেষ করার চেষ্টা করব। হয়তো সব লেখা পুড়িয়ে ভুল করেছি, তবে ভুলই সঠিক পথ, একথা নিশ্চয়ই তোমাকে বোঝাতে হবেনা। আমি ক্ষমা চাইনা, তবে তোমার ভাগ্য ভাল হোক।

রাজকুমারী তোমার আর আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে, আমি তাকে ঘৃণা করছি না।

যে ভাবে ভাবছিলাম সেভাবে শেষ করব না কারণ কি জানো, ব্যাপারটা কিন্তু বড় অস্বাভাবিক শোনাবে, আমরা দুজনেই এটা জানি।

আমি তোমাকে ভালবাসি, সব সময়ে বাসব। আজ আমি দুঃখিত। কি অপ্রয়োজনীয় শব্দটা।

'ক্যাথরিন।'

চিঠিটা আবার পড়ল ডেভিড।

ক্যাথরিনের কোন চিঠি পড়েনি আগে ডেভিড। আমেরিকার গির্জায় বিয়ের পর থেকে ওরা একসঙ্গে আছে, ক্যাথরিনের চিঠি লেখার প্রয়োজন হয়নি। আজ ওর চিঠিটা পড়ে ডেভিড বিচলিত না হয়ে পারল না।

বোতল থেকে সুরা গলায় ঢেলে নিল ডেভিড। আজ ও লেখার চেষ্টা করবে কিন্তু ও ভালই জানে আজ লেখা আসবে না ওর। আবেগ আর আনুগত্যবোধ

আজ যেন বদলে চলেছে কথাটা যেমনই শোনাক। ওর কাছে সব কিছু বড় ভয়ানক রূপ ধরে এসেছে।

ঠিক আছে বোর্ন ও ভাবল, যত খারাপই হোক ঘটনাটা তোমার জানা, বরাবরই নিজেকে নিয়ে বাজি ধরেছ তুমি। তোমার বাবা একবার বলেছিলেন কথা বলতে পারে এমন কিছু নিয়ে বাজি ধরতে যেওনা। আজ বাবার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়ে গেছে।

তাহলে নতুন করেই লেখা শুরু করো। আর মনে রেখো মারিটাও তোমার মত আঘাত পেয়েছে, হয়তো আরও খারাপ ভাবে। অতএব জুয়া খেলতে পারো।

॥ ২৯ ॥

ডেভিডের লেখা যখন শেষ হল তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। প্রথমে একটা বাক্য সম্পূর্ণ করেও ও এগোতে পারেনি, সব কেমন ফাঁকা লাগছিল। ও কিছুতেই মনসংযোগে সমর্থ হলনা। কোথাও যেন একটা গড়মিল, একটা শূন্যতা। অনেক কষ্টে খানিকটা লেখার মধ্য দিয়ে চার ঘণ্টা কেটেও গেল। শেষ পর্যন্ত ও উঠে পড়ল তারপর মারিটার খোঁজে চলল।

সিঁড়িতে বসে বই পড়ছিল মারিটা। ওকে দেখে ও প্রশ্ন করল, 'পেরেছো ?'

'না।'

'একদম না ?'

'না।'

'চল, কিছু পান করি।'

'ভাল, ডেভিড উত্তর দিল।'

ওরা বার-এ ঢুকতে বেলাও বেড়ে উঠছিল।

'আজ চেষ্টা করে ভাল করেছ', মারিটা বলল। 'এ নিয়ে আর ভেবোনা।'

'সেটাই ভাল', ডেভিড বলল। ও বীয়ারের একটা বোতল আর গ্লাস টেনে নিল। 'আজকের দিনটা চমৎকার', ও এবার বলল। 'কি করনীয় আমাদের ?'

'চল, সাঁতার কাটতে যাই,' মারিটা বলল।

'সেটাই ভাল। মাদামকে বলব মধ্যাহ্নভোজে আসতে দেরি হবে ?'

'দরকার হবেনা,' মারিটা বলল। এমনিতেই ঠাণ্ডা খাবার পাবে।'

ওরা বনের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছিল। শেষে একটা দেবদারু গাছের নিচে গাড়ি রেখে ওরা খাঁড়ির কাছে পৌঁছল। সমুদ্রের রঙ কেমন গাঢ় আজ।

পুব দিক থেকে বাতাস বইছিল। সাগরবেলায় যেন সোনা রঙের ছড়াছড়ি।

পোশাক খুলে ডেভিড একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে দাঁড়াল। ওর নগ্ন বাদামী শরীরে রোদ্দুর ছিটকে যাচ্ছিল।

'লাফ দেবে ?' ও হাঁক দিল।

মাথা ঝাঁকালো মারিটা। 'না, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' উরু পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়িয়ে রইল মারিটা।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভিড তারপর সাঁতার কেটে মারিটার দিকে আসতে লাগল। জলের ঝাপটা এসে লাগল মারিটার উন্মুক্ত শরীরে। ডেভিড ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে কাছে টেনে চুমু খেল ঠোঁটে আর দুটো স্তনবৃন্তে।

'একদম লোনা স্বাদ', ও বলল।

'ওরা সাঁতার কেটে তীরে পৌছলে মারিটা বলল, 'এখানে ঘুমোই, এসো।'

'পারবে ?'

'পিট ব্যথা করছে তাই।'

'তাহলে আর একটু সাঁতার কাটি তারপর', ডেভিড বলল।

দুজনে আবার জলে নেমে পড়ল।

'ক্লান্ত হলে নকি ?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'খুব', মারিটা বলল। 'ও এতদূর কখনও আসেনি।'

'তোমাকে সীল মাছের মত দেখাচ্ছে', ডেভিড বলল।

এবার বালির উপর শুয়ে পড়ল দুজনে, তোয়ালে দিয়ে গা মোছার পর।

'ক্যাথরিন এত ক্লান্ত হতনা', মারিটা বলল।

'চুলোয় যাক একথা। ও এতদূর আসতই না।' ডেভিড বলে খাবারের বাক্স আর বোতল বের করল।

খেতে খেতে মারিটা প্রশ্ন করল, 'আমাকে এখনও ভালবাসো ?'

নিশ্চয়ই। খুব ভালবাসি।'

'বোধ হয় তোমার সঙ্গে এসে ভুলই করেছি, বোধহয় আমাকে দয়া করছ তুমি।'

'না', তুমি কোন ভুল করোনি আর আমিও তোমাকে দয়া করিনি।'

মারিটা কয়েক টুকরো মূলো তুলে মুখে দিয়ে বলল, কাজ নিয়ে তুমি আর ভেবোনা সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাদামের খবর কি ? আরোলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?'

'না, তবে দুজনের বয়সে অনেকটা তফাৎ। মাদাম তোমাকে খবর পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছার খবর।'

'উনি তোমাকে ভালবাসেন', ডেভিড বলল।

'তুমি একটা আস্ত বোকা। উনি শুধু আমার দিকে।'

'এখন আর কোন দিক নেই' ডেভিড বলল।

'না', মারিটা বলল। 'আমরাও কোন দিকে যাইনি ব্যাপারটা শুধু ঘটে গেছে।

ডেভিড এককাপ চকোলেট তুলে নিল। আস্তে আস্তে ও বলল, 'আমরা অগ্নিদগ্ধ এক উন্মাদিনী বোর্নদের দগ্ধ করে ফেলেছে।'

'আমরা কি বোর্ন?'

'নিশ্চয়ই। আমরা বোর্ন। শুধু কাগজপত্র তৈরি করতে কয়েকদিন লাগবে। কাগজে লিখে দেব? ঠিক আছে আমি বালির উপর লিখছি।'

প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা আরামে ঘুমিয়ে সময় কাটালো। ঘুম ভাঙতে মারিটা দেখল ডেভিড নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছে। মারিটা স্নানঘরের সামনে আয়নায় নিজের দিকে তাকাতে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

মারিটা পোশাক পরে নিদ্রিত ডেভিডের পাশে বসে ওর ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় রইল।

দুইজনকেই এবার বার এ বসে পেরিয়ার পান করতে দেখা গেল। মারিটা একসময় বলে উঠল, 'আমার ইচ্ছে রোজ তুমি একবার শহরে যাবে খবরের কাগজ পড়বে আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু ঘুরবে। একটা ক্লাব থাকলে বেশ হতো।'

'সেরকম কিছু নেই।'

'আমার ইচ্ছে অন্ততঃ কিছু সময় তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। তুমি বড্ড বেশি মেয়ে ঘেঁসা হয়ে আছো। এবার কজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থাকতে হবে। ক্যাথরিনই এই বাজে ব্যাপারটা গড়ে দিয়েছে।'

'ইচ্ছে করে নয়, হয়তো এটা আমারই দোষ।'

'হয়তো তাই। কিন্তু আমাদের কি কোন ভাল বন্ধু আছে?'

'আমি আর তুমি তো তা পেয়েই গেছি।'

'হ্যাঁ। তবু অন্য বন্ধু পাবনা?'

'তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে ওরা সব জানে বলে?'

'আর কিছুই ওরা জানবে না।'

'আরও যদি সুন্দরী কোন মেয়ে আসে আর আমাকে তোমার আর ভাল না লাগে?'

'এসব কেউই আসবে না, আমিও ক্লান্ত হব না।'

'কেউ এলে তাদের খুন করব আমি।'

'তোমার ভয় নেই। তোমাকেই আমি ভালবাসি', ডেভিড বলল। 'কোন-দিনই তোমাকে ছেড়ে যাবোনা। শুধু আমার সঙ্গে থেকো।'

'আমি তো তাই আছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে যদি আবার কোন মেয়ে প্রেমে পড়ে যায়?'

'আমি তোমারই, তুমিই আমার সাথী।'

'আমরা একসঙ্গে ঘুমোব আর সুখী হয়ে থাকব।'

অন্ধকারে মারিটা ডেভিডের শরীরে প্রায় লেপ্টে শুয়েছিল, ডেভিড নিজের বুকে মারিটার নরম বুকের স্পর্শ টের পাচ্ছিল। ও মারিটার ঠোঁটে ওর ঠোঁট রেখে চুম্বন করল।

'আমি তোমারই', মারিটা বলে উঠল। 'তোমাকে যে সত্যিকার ভালবাসে সেই মারিটা।'

'হ্যাঁ, প্রিয়া। ঘুমোও।'

'আগে তুমি ঘুমোও', মরিটা বলল। 'আমি এক মিনিট পরেই আসছি।'

মারিটা যখন ফিরে এল তখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে ডেভিড। মারিটা নিঃশব্দে ওর পাশে শুয়ে পড়ল।

॥ ৩০ ॥

জানালায় ভোরের আলোর প্রথম নিশানা দেখা দিতেই ঘুম ভাঙল ডেভিডের। বাইরে তখনও আলোআঁধারের লুকোচুরি। এক সময় ডেভিডের মনে হল অদ্ভুত শয্যায় ও শুয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই ওর নজর পড়ল পাশেই শায়িত মারিটার দিকে। আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়ল ওর। ও প্রেমের দৃষ্টিতে মারিটাকে লক্ষ্য করে একটা চাদর টেনে দিল ওর গায়ে তারপর বিছানা ছেড়ে নেমে এল।

বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা খাটো প্যান্ট পরে ও মারিটাকে একবার দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে লেখার ঘরের দিকে চলল। ঘরে ঢুকে পেন্সিল আর নোটবই বের করে লেখায় মন দিল ও।

ওর মন চলে গেল আফ্রিকার সেই অরণ্যের মঝখানে। ওর বাবার কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। মনে পড়ে গেল সেই মাজি মাজি বিদ্রোহের কথা। প্রথম দিনের সেই ভয়ঙ্কর পথ চলার কাহিনীও। প্রচণ্ড সেই উত্তপ্ত আবহাওয়া

যেন নতুন করে টের পেল ও। প্রথম রাতের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ডুমুর গাছের নিচে আশ্রয়ের কথা নতুন ভাবে উপলব্ধি করল ও। রাতের বুকে শিরশির করা বাতাস, পাশে কোথা থেকে ভেসে আসছিল ঝরণার জল আছড়ে পড়ার আওয়াজ।

ওর বাবাকে নতুন করে যেন চিনতে পারল ডেভিড। সেই পুরুষালী বিশাল সুগঠিত দেহ, ঋজু চলার ভঙ্গী। ডেভিডের ভাল লাগল একথা টের পেয়ে যে ওর বাবা কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না।

একাগ্র ভঙ্গীতে লিখে চলল ডেভিড। একে একে সব কথা ওর আবার মনে পড়তে শুরু করল। একটা বাক্যও হারায় নি। বেলা দুটোর সময় লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। পুরনো স্মৃতি নতুন করে ওর মনকে চাঙ্গা করে দিতে পেরেছে এর কণামাত্রও হারায়নি।

———